

সমাগমে বাগানের গাছপালার শাখাগ্রগুলি যখন ফলভারে নত হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা করে।

বাবলু।"

সতাই অভিনব ব্যাপার। কিন্ধ এই উৎসবের চেহারা কেমন হবে ?

সে। কেননা এই সুরের জাদুর ভেতর দিয়েই বাবলু অনেক কিছুর

চোখেমুখে কেমন যেন একটা গভীর প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠল। বিলু বলল, "তোর এই পরিকল্পনাটা আমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছি

বাবলু বিমায় প্রকাশ করে বলল, "কিসের পরিকল্পনা ?"

ওর প্রিয় গুলঞ্চগাছের শাখাটিতে আধশোয়া হয়ে আপনমনেই মাউথঅগনিটা বাজ্ঞাতে লাগল। আর পঞ্চ ছুটোছুটি করতে লাগল বাগানময়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে কথা নেই। কেননা, ওরা জানে এখানে এসে এই গুলঞ্চশাখায় দেহ এলিয়ে বাবলু যখন মাউথঅর্গানে সুর তোলে, তখন তাকে ডিস্টার্ব করলে দারুণ রেগে যায়

সূচনা হবে কীভাবে ? এসব তো আগে থেকেই ঠিক করা উচিত। তাই সেদিন বিকেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে জডো হল মিন্তিরদের বাগানে। ওদের সঙ্গে পঞ্চও ছিল বইকী ! বাবলু মাটির সঙ্গে ঝুঁকে থাকা

বসন্ত উৎসব ? তাও কিনা এই মিত্তিরদের বাগানে ! সত্যিই অভিনব পরিকল্পনা । শান্তিনিকেতনে যাব-যাব করেও যাওয়া হয় না । অন্তত এই সময়ে। তা মিত্তিরদের বাগানে এই ভাগ্তা বাডির আঙিনায় বসে এইরকম

একটা উৎসবের আয়োজন করলে মন্দ কী ? বিশেষ করে বসস্তের

একসময় মাউথঅগনি থামিয়ে সোজা হয়ে বসল বাবলু। ওর

"সে কী। যার জন্য আমাদের এখানে আসা। মানে সেই বসন্ত উৎসবের।"

বাবলু হেসে বলল, "না রে। এ পরিকল্পনা আমার নয়।" একমাত্র বিচ্ছু ছাড়া সবাই বলল, "কার তবে ?"

"তোরাই বল দেখি কার হতে পারে ?"

বাবলু বিচ্ছুর দিকে তাকাল। বিচ্ছু তাকাল বাবলুর দিকে। সে তখন মখ টিপে হাসছে।

বিলু একনজর দেখেই বলল, "বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই বিচ্ছুর প্ল্যান ?" "ঠিক তাই। কাল মাঝ রান্তিরে মেয়েটা করেছে কী জানিস ? হঠাৎ আমাকে ফোন করে বসে আছে। আমি তো ভয়ে-ভয়ে ফোনটা ধরি। এত রান্তিরে কে ফোন করে ? বাবা দুর্গাপুরে আছেন। তাঁর ফোন কী ? হয়তো শরীর খারাপ করেছে। তা রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো করতেই বিচ্ছুবাবুর কণ্ঠস্বর ।"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল, "বিচ্ছুবাবু। বিচ্ছু আবার বাবু হয় কী করে ?"

"আদরে সবই হয়। পঞ্কেও তো আমরা পঞ্বাবু বলি। তা যাক। দুষ্টু মেয়েটা রাতদুপুরে বলে কিনা, বাবলুদা কেন জানি না. আমার চোখে আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। দিদিটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এখন তো শীত শেষ। অথচ এরই মধ্যে কীরকম বসস্তের আবহাওয়া। তা পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব, চারদিকে কত কী-ই ভো হয়। তাই আমরা যদি একটা বসস্তোৎসবের আয়োজন করি, তা হলে কেমন হয় বলো তো ?"

বাচ্চু বলল, "কী মেয়ে দেখেছ, এ-কথা একবার আমাকেও বলেনি।" विन वनन, "ठूर की वननि ?"

"আমি এককথায় রাজি। বললাম, চমৎকার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে মেনে নিতেই হবে। বসস্তোৎসব তো কবিগুরুর শান্তিনিকেতন জাঁকিয়ে হয়। আমরাও না হয় আমাদের এই আনন্দনিকেতনে ওইরকমের একটা উৎসব ঘটা করেই করব। তাই বিচ্ছুর ওই প্রস্তাবে সাড়া দিতেই আমাদের আজকের এই সমাবেশ। এখন তোদের কার কী মত জানিয়ে 50

· (4 1"

সবার আগেই জানান দিল পঞ্চ। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "তার মানে পঞ্চ রাজি । এখন বাকি রইলি তোরা ।" বিলু, ভোম্বল, বাচ্চ তিনজনেই উল্লসিত হয়ে বলল, "আমরাও

রাজি । থ্রি-চিয়ার্স ফর বিচ্ছু, হিপ হিপ হরররে ।"

তারপর সে কী আনন্দ উল্লাস ! নতুন একটা কিছুতে মেতে ওঠার আনন্দই যে আলাদা ! আনন্দে হাত ধরাধরি করে নেচে উঠল সকলে। বাচ্চু তো একপাক ঘুরে নিয়েই হাতে তাল দিয়ে শুরু করল কথক নাচ । সেইসঙ্গে বিচ্ছুও নেচে চলল ভরতনাট্যম। বাবলুর মাউথঅর্গান তখন সুরে-সুরে ভরিয়ে তুলল পাণ্ডব-কানন। আর ঠিক সেইসময়ই ভয়ঙ্কর একটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল সমগ্র এলাকাটা। চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাথিরা কলরব করে বাগানের গাছপালার মথোর ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল চক্রাকারে। কত পাখি উডে গেল নিরাপদ কোনও আশ্রয়ের খোঁজে। অন্য কোথাও,অন্য কোনওখানে। কত-কত

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক ! এ কী হল ! এমন তো হওয়ার কথা নয়।

পঞ্চ তীরবেগে ছুটে চলল শব্দের উৎস সন্ধানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সাময়িক ঘোর কাটিয়ে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পথ চিনে এগিয়ে চলল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওরা দেখতে পেল বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই পরনো বটগাছের একটা অংশ পুড়ে ঝলসে গেছে। চারদিকে ঘাস-মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রাকার। সব যেন কেমন এবডো-খেবডো। অর্থাৎ বিক্ষোরণ এখানেই ঘটেছে। ওরা সবাই মিলে আশপাশের জায়গাগুলো খুব ভাল করে খুঁজে দেখল, কোথাও কোনও আহত-নিহত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই । তবে এটুর্কু বোঝা গেল, বিস্ফোরণটা মারাত্মক ।

ততক্ষণে শব্দ শুনে আনেকেই এসে জড়ো হয়েছেন সেখানে। একটু

পরেই খবর পেয়ে পুলিশও এল।

ইনম্পেক্টর সব দেখেশুনে বললেন, "খুব সাবধান। তোমরা আর এইভাবে যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি কোরো না। দেশের পরিস্থিতি এখন খুব বারাপ।"

বাবল বলল, "কীভাবে যে কী হল আমরা ভেবেও পাচ্ছি না।"

ইনস্পৈক্টর বললেন, "পাবে না তো। একটা দেশকে গড়ে তোলার কাজ খুব কঠিন। কিন্তু তার বুকে ধ্বংসের বীজ বোনার ব্যাপারটা তো সহজসাধা। অতএব সদা সতর্ক থাকতেই হবে।"

প্রতিবেশী একজন বললেন, "খবরের কাগজ খুললেই তো দেখি, কোথায় ডান্টবিনে বোমা, কোথায় বহুতল বাড়িতে বিক্ষোরণ, কোথায় আর. ডি. এক্স। কোথায়. । বড়-বড় শহরের বুকেও পর-পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটো গেল যে. ভা কারও অজানা নয়।"

ইনম্পেক্টর বললেন, "কী বলব বলুন ? রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যেমন খারাপ, সমাজবিরোধীতেও তেমনই দেশ ছেয়ে গেছে।"

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেগেমেগে বললেন, "দয়া করে আপনারা এবার কালীপুজায় বাজি পোড়ানোটা বন্ধ করুন দেখি ? একে আমার হার্টের ব্যামো, তার ওপর পালাপার্বণ এলেই দেখি ধুপাধাপ, দুমদাম। দেশের লোকে যখন খরায়, বন্যায় ধুঁকছে, ভূমিকম্পে, অনাহারে মরছে, তখন লক্ষ-লক্ষ টাকা এইভাবে আগু কৈছে, ভূমিকম্পে, অনাহারে মরছে, তখন লক্ষ-লক্ষ টাকা এইভাবে আগু কৈছে, ভূমিকম্পে, অনাহারে মরছে, বুখা বিজ্ঞানেই হক্ষে পাজি। এই বাজির মসলার সঙ্গেই এইসব বিক্ষোরক চারনিকে ছডায়।"

ইনস্পেক্টর সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়েই তাঁর তদস্তের কাজ করতে লাগলেন ।

দেখতে-দেখতে সদ্ধে হয়ে এল।

সবাই চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল যে-যার ঘরে। ওদের কারও মনে স্বস্তি নেই।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল বাবলু। শত চেষ্টাতেও ওর দু' চোখে ঘুম আর এল না কিছুতেই। সারারাত জেগেই কটিল প্রায়। শুধু শেষ রাতে একটু যা ঘূমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙলে যখন মনিওয়াকের জন্য তৈরি হল, তখন দেখল বাইরের রাপ্তার বিলু, ভোষল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অপেক্ষা করছে ওর জনা।

বাবলু ওদের দেখেই বলল, "কতক্ষণ ?"

বিলু বলল, "তা বেশ কিছুক্ষণ হল এসেছি।" "ডাকিসনি কেন ?"

"বা রে। তুই তো সবার আগে উঠিস। তুই-ই যখন উঠতে দেরি করছিস, তখন ব্যুতেই হবে কিছু একটা হয়েছে তোর। শরীর খারাপও হতে পারে। এমনকী পঞ্চকেও দেখছি না।"

"পঞ্জুকে কী করে দেখবি ? পঞ্জু তো আমার কাছেই থাকে। আমলে শরীর-টারর কিছু নয়, প্রথমদিকে ঘুম হয়নি বলে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "তবে এমন কিছু দেরি হয়নি তোর। অন্য দিনের চেয়ে দশ-পনেরো মিনিট।"

ভোরের আলো তখনও ফুটে উঠেনি ভালভাবে। আবছায়া ভাবটা তখনও আছে। ওরা কথা বলতে-বলতে মিন্তিরদের বাগানের দিকেই চলল। সবার আগে পঞ্চ।

বিলু বলল, "এমন অসময়ে বাগানে যাবি ?"

"পা দুটো যেন টানছে রে !"

"সত্যি, কাল যা হয়ে গেল, ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে।"

বাবলু যেতে-যেতেই বলল, "এটা আমাদের কতথানি ডিসক্রেডিট তা জানিস ?"

ভোম্বল বলল, "কেন, আমাদের দোষটা কী ?"

"দোষ নয় ? যে পাশুব গোয়েন্দাদের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে, সেই পাশুব গোয়েন্দাদের ঘাঁটিতেই যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তার চেয়ে লজ্জার আর কী আছে ? এ তো বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়ে গেল ! একসময় এটা গোড়ো বাগান ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমরা এর দেশাদোনা করি। আমাদের পরিচর্যায় এর গাছগুলো পদ্ধবিত। কত গাছগোলা নতুন করে আমরাও লাগিয়েছি। রোজ দু'বেলা এখানে আমাদের আসা-যাওয়া। পঞ্চুও এর উহলদার। তা সেই বাগানেই যদি এই হয়, তা হলে আমাদের ওপর ভরসা রাখবে কে १"

বিলু বলল, "ঠিক কথা। কিন্তু এইখানে এসে অন্যায় কান্ধ করে কেউ তো পার পায়নি। তাই এবারেও আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আয়, আন্ধ থেকেই আমরা এর রহস্যোদ্ধারে লেগে পড়ি।"

বাবলু বলল, "শোন বিলু, এবারের ব্যাপার আলাদা। এবারে যা হল তা কিন্তু শ্রেফ আমাদের অসতর্কতার জন্য। এত বিক্ষোরক এখানে নিশ্চয়ই একদিনে জমা হয়নি।" বাঙ্কু বলল, "ব্যাপারটা অন্যভাবেও চিস্তা করা যেতে পারে বাবলুদা। কেউ হয়তো বিক্ষোরকগুলো সবেমাত্র জমা করেছে আর তারপরই কোনও অসতর্কতার কারণে ঘটে গেছে এই বিক্ষোরণ।"

বিচ্ছু বলল, "দিদি ঠিকই বলেছে বাবলুনা। আমার মনে হয় ঘটনাটা তাই। তবু চলো, আর-একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কোনও কিছুর কু পাই কিনা।"

যাই হোক, ওরা সবাই বাগানে এসে ছায়ান্ধকারে ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধানী চোখ মেলে চারদিক আবার ভাল করে খুঁজেপেতে দেখল। কিন্তু না, কোনও রহুসোরই কিনারা হল না তাতে। আকাশ তখনও ভাল করে পরিষ্কার হয়নি। তাই আলোর অভাবে অসুবিধেও হল ওদের। অনাদিন বাবলুর হাতে টর্চ থাকে। আজ অনামনস্বতার কারণে টর্চটাই আনতে ভূলে গেছে বাবলু। দেরি হয়ে পেছে দেখে ভাড়াভাড়ি করে বেরিয়ে এসেছে। তবুও ওদের হাতে টর্চ না থাকলেও একচন্দ্ধ পঞ্জ তো আছে। সে অনবরত মাটি গুঁকে-গুঁকে চারদিকময় ঘূরে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ 'আঁক' করে উঠল ।

বাবলু বলল, "কী হল ভোষল ?" ভোষল ভয়ার্ত স্বরে বলল, "এখান থেকে পালিয়ে চল বাবলু।" "কেন! কী হল ?"

"মনে হল, কে যেন আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল।" ভোষলের কথায় হেসে উঠল সকলে। ু বাবলু বলল, "তুই পারিসও বটে ! কে এখানে এই অন্ধকারে মাথায় হাত বুলোবে তোর ?"

"তোরা বিশ্বাস করছিস না তো ?" বলেই লাফিয়ে উঠল ভোম্বল, "এই এই দ্যাখ, আবার হাত দিল কে।"

বাবল বলল, "তোর মৃণ্ডু।"

"তার মানে ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় সবাইকে অবাক করে বিলু বলল, "না রে বাবলু, ভোম্বলটা খুব একটা বাজে কথা বলেনি।"

"এইমাত্র আমিও টের পোলুম কে যেন খামচে দিল আমাকে।" বাবলু রেগে বলল, "কী বলছিস বল তো তোরা ?" "যা বলচি ঠিকই বলছি।" "তা হলে নিশ্চয়ই কোনও চোর-ডাকাত লুকিয়ে আছে এখানে।"

'তা হলে ।নান্ধাই কোনও চোর-ডাকাও পুনিরে আছে এখানে । বলেই চেঁচিয়ে উঠল, "কে ? কে আছ এখানে ? শিগ্গির বেরিয়ে এসো ।"

কিন্তু কে আসবে ? কার এত বয়ে গেছে ? তাই কোনও সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

বাবলু বলল, "এখনও বেরিয়ে এসো বলছি। না হলে কিন্তু এই পঞ্চুর হাত থেকে রেহাই পারে না।"

বিচ্ছু তথন হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছে বাচ্চুকে। অমনই ওর চিৎকার শুনে ভয়ঙ্কর স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে পঞ্চুও।

বাবলু সম্নেহে বিচ্ছুর একটা হাত ধরে বলল, "তোর কী হল বিচ্ছু ? তই এত ভয় পেলি কেন ?"

তুম এত ওচ দোনা কেন্দ্ৰ। বিচ্ছু বলল, "তুমি এখনই এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলুদা। সতিটে কিছু একটা আছে এখানে। এইমাত্র কে যেন আমার চুল ধরে টানল। এই নিশিভোৱে এসব কি ভাল ?"

বিশ্মিত বাবল বলল, "সে কী!"

আর সে কী । হঠাংই একটা কাঁচা ডাল ভেঙে পড়ল ভোম্বলের মাথায় । তারপরই মনে হল, কে যেন ডান্ধকার ভেদ করে লাফিয়ে পড়ল পঞ্জর ঘাড়ে। পঞ্চুর চিৎকার আরও বেড়ে গেল। তারপরই সে কী দারুল দাপাদাপি।

ভোম্বল বলল, "থাক তোরা এখানে, আমি আর এর মধ্যে নেই।" বলেই দৌড দিল সে।

তার দেখাদেখি বিচ্ছুও ছুটল।

অমন যে পঞ্চ, সেও তখন ঘাবড়ে গেছে খুব। যাবে নাই-বা কেন ? চিরকাল সে-ই তো দুষ্টু লোকেদের কামড়ায়, বদ লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই অন্ধকারে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে সোহাগ করে তার গলা জড়ায় কে ? তাই সেও কী করবে ভেবে না পেয়ে একটু ফাঁকা জায়গার দিকে দৌড়ল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চুও তখন ছোটা শুরু করল ওর পিছু-পিছু। কী কেলেক্সারি রে বারা।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই ওরা দেখতে পেল সত্যিই কে যেন পঞ্চুর পিঠে বসে গলা জড়িয়ে আছে তার। পঞ্চু তাকে কিছুতেই নামাতে পারছে না পিঠ থেকে। অবশেষে সে নিজেই নামল। পঞ্চুর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই এক লাফে একটা গাছের ডালে।

বাবলু বলল, "মাই গড় ! এটা তো একটা বানর । এই অন্ধকারে কী করছিল বনের ভেতর ?"

ততক্ষণে ভোম্বল আর বাচ্চুও ফিরে এসেছে।

আর পঞ্ছ ? রাগের চোটে সে তখন ভৌ-ভৌ রব তুলে দারুণ লাফালাফি করছে বানরটাকে দেখে। বানরটার কিন্তু ভূক্ষেপও নেই। সে গাছের ডালে বসেই সমানে ভ্যাংচাড়েছ পঞ্চুকে। কখনও বা কক্-কক করে তেড়ে আসছে। এক-একবার লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে, আর প্রক্ষণেই পঞ্চু তেড়ে এলে গাছের ডালে উঠে নাচছে। কুকুরে-বানরে সে কী,কান্ত তখন।

বাবলু তো অনেক চেষ্টা করল পঞ্চুকে আশ্বস্ত করবার, কিন্তু পারল না।

ভোম্বল তখন রেগেমেগে একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে মারতে গেল বানরটাকে, ''দাঁড়া শয়তান, দিচ্ছি তোকে শেষ করে।'' ' বাবলু সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলল ওকে, "এ কী করছিস ? শুধু-শুধু মারবি কেন ওকে ?"

"না, মারবে না ! এই অন্ধকারে কী ভয়টা পাইয়ে দিয়েছিল বল দেখি ?"

"সে দোষটা কি ওর ? তুই ভয় পেলি কেন ? আমরা তো কেউ ভয় পাইনি।"

আকাশ ততক্ষণে অনেকটা ফরসা হয়েছে।

বাচ্চু হঠাৎই বলল, "দ্যাখো বাবলুনা, আমার মনে হচ্ছে এটা কারও পোষা বানর। তাই বোধ হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে চাইছিল। ওর গলায় একটা চেন আটকানোর বেন্ট লক্ষ করেছ ?"

সবাই এবার ভালভাবে বানরটাকে দেখে বলল, "হাাঁ, তাই তো, নিশ্চয়ই কারও পোষা বানর। ছাডা পেয়ে পালিয়ে এসেছে।"

বিচ্ছু বলল, "খুব ভাল হয়েছে বাবলুদা। এখন থেকে এও আমাদের সঙ্গী হবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু কি ওকে মেনে নেবে ? তা ছাড়া এর মালিক যখন এসে চাইবে একে, তখন কী করবি ?"

বিলু বলল, "সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু ওটাকে ধরবি কী করে १" বাবলু বলল, "ওর ব্যবস্থা করছি। বিচ্ছু ছুটে গিয়ে আমার মায়ের কাছ্ থেকে দ-চারটে আল-বেগুন নিয়ে আয় তো।"

বার্চ্চু বলল, "তা কেন ? আমাদের বাশি কাল অনেক কলা নিয়ে এসেছেন। কলা তো এদের প্রিয় খাদ্য। দু-একটা কলা বরং নিয়ে আয়, যা।"

বিচ্ছু তখন মহানন্দে বাড়ির দিকে ছুটল। ওর মনে আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে বানর বাবাজিকে নিয়ে তখন ধুজুমার কাণ্ড। একদিকে পঞ্চু দাপাদাপি করছে ভৌ-ভৌ করে, অপরদিকে কাকেদের কা-কা চিৎকার। কাউকেই থামানো যায় না।

ওরা যখন অনেক চেষ্টা করছে পরিস্থিতিটাকে আয়ন্তে আনবার, ঠিক তখনই ওদের সামনে হেঁড়ে মাথা বেঁটে বাঁটুল একটি ছেলে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই বাবলু সন্দেহের সুরে বলল, "কী রে গমুজ। এত সকালে তুই এখানে কোখেকে এলি রে ?"

ছেলেটার আসল নাম সনং। ডাকনাম সোনা। কিন্তু ওর ওই গোলালো হৈছে মাধাটির জন্য সবাই ওকে 'গোলগাযুজ' বলে। গোলগাযুজ গাছের ডালে বসে থাকা বানরটার দিকে ডাকিয়ে বলল, "এই খুদে শায়তানটার খোঁজেই আমি এসেছি রে। এটা যে এখনও কী করে বেঁচে আছে, তাই দেখেই আমি অবাক হয়ে যাছি।"

বাবলু বলল, "কেন ? কী হয়েছিল ওর ?" গম্বুজ বলল, "তোরা রাগ করবি না বল ?"

বাবলু বলল, "সত্যি কথা বললে কেন রাগ করব ?"

"তোঝা তো আবার থানায় যাস, পুলিশের সঙ্গে মিশিস। সেইজন্যই
তোনের কিছু বলতে ভয় করে।"

"কোনওঁ ভয় নেই তোর। কী হয়েছে বল ?"

"কাল তোদের বাগানে যে কাগুটা হয়েছে, সেটা এই খুদে শয়তানটার কাজ। একেবারে লঙ্কাকাগু বাধিয়ে দিয়েছিল।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তার মানে ?"

গস্থুজ বলল, "তোরা তো জানিস ভাই, রাস্তার ছেলে আমি। কোথায় জন্মেছি, কীভাবে বড় হয়েছি কিছুই আমার মনে নেই। ভিক্লে করে, কৃড়িয়ে থেয়ে মানুষ। এখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ভাঙা প্লাশ্চিক, তামার তার, ছেড়া কাগর এইসব কুড়িয়ে দিন কাটাই। কাজকর্ম কিছুই করি না। তবে একটা হাতের কাজ আমি ভালই শিখেছি। সে-কজে আমার কিন্তু জুড়ি নেই।"

বাবলু বলল, "হাত সাফাইয়ের কাজ নিশ্চয়ই ?"

"না-না। ওইসব কাজ আমি করি না। কারও কিছু চুরি করা, পকেটমারা, এসবকে অত্যন্ত ঘৃণা করি আমি। সে-কাজ হল...।"

বাবলু বলল, "থাক, আর বলতে হবে না। এবারে বুঝতে পেরেছি।"

গম্বুজ বলল, "ভোটের আগে, বাংলা বন্ধে কিংবা দু' দলে মারামারি

হওয়ার সময়, আমাকে নিয়ে দারুল দর কথাকবি চলে । হাত এমন পাকা যে, এই শিল্পকর্মের জনা কোনও পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম থাকলে সেটা আমিই পেতাম। তা যাক, খানদেশক স্পেশাল কোয়ালিটির জিনিস একটা ঝোলায় পুরে কাল বিকেলের দিকে তোদের এই বাগানে আমি চুকে পড়েছিলাম। তোরা সবসময় এই বাগানে ঘোরাফেরা করিস, তাই পাছে তোদের ক্ষতি হয়, সেজনা বাগানের পেছন দিকে একটা গাছের তালে ফুলিয়ে রেখেছিলাম ওগুলো। কিন্তু দোষ করেছিলাম এই আপদটাকৈ সঙ্গে এন। জিনিসটা রেখে হঠাং একট দুরে গোছি, এমন সময় দেখি এই খুন্টো ঝোলার ভেতর কী আছে দেখবে বলে গাছে উঠেছে। তখনই রুঝেছি সর্বনাশের চরম হবে। হলও তাই। তখন না পারি ছুটে যেতে, না পারি কেটাতে। গাছের ভাল থেকে ঝোলাটা মাটিতে পাড়তেই দারুল একটা বিক্ষোরণ। শব্দের চোটে কানের পরদা ফেট থাওয়ার উপক্রম। বেগতিক দেখে আমি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে একেবারে চৌ-চা-ধা।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এই জিনিস লুকিয়ে রাখবার জ্বন্য তুই আমাদের বাগানটাকে বেছে নিলি কেন १ এত সাহস তোর কী করে হল የ"

গপুজ বলল, "তুই রাগ করিস না রে। তোদের এখানে আমি আসতামই না। আসনে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় একটা পূলিদের গাড়ি। আমার হাতে ঝোলা থাকলে পূলিদের নজরও এড়াতে পারতাম না। তাই ভয় পেয়ে ঢুকে পড়েছিলাম এর ভেতব। তেবেছিলাম সঙ্গে হলেই পাচার করব।"

"কোথায় যাচ্ছিল ওগুলো ?"

"চারাবাগানে।"

"কাদের অর্ডার ছিল ?"

"এগুলো অভারি নায়। অভারি হলে তো আমার পোঁছে পেওয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না। যাদের জিনিস ভারাই এসে নিয়ে যেত। ওগুলো আমি নিজের জন্মই বানিয়েছিলাম, অন্য কাজে লাগাব বলে।"

"কী কাজে লাগাতিস ?"

গোলগাযুক্ত এবার কিছু সময়ের জন্য মাথাটা নিচু করে রইল। ডারপার বলল, "সে বড় দুর্যের কথা রে বাবলু! কয়েকজনকে মেরে আমি আমার গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার বদলা নেওয়া আর হল না। শুরুতেই এমন বাধা। ভেবেছিলাম ওদের মেরে আমি মরব। তা...।"

"ওরা কারা १

"শুনবি ?" বলেই বলল, "চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি তা হলে।" বানরটা তখন লাফিয়ে এসে গোলগদুজের কাধে চড়েছে। পঞ্ছও কী তেবে যেন চুপ করে গেল। আর সে একটুও চেঁচামেটি করল্ না বানরটাকৈ দেখে।

বাবলু সকলকে নিয়ে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে গিয়ে বসল। ওরা যখন সব কিছু শোনবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছে, ঠিক তখনই কলা হাতে ছুটতে-ছুটতে সেধানে এসে হাজির হল বিছু। তারপর এইভাবে সকলকে বনে থাকতে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বেশি অবাক ল গোলগস্থাককে দেখে। যাই হোক, প্রাথমিক বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে ও কলাটা এগিয়ে দিতেই বানরটা ওর হাত থেকে কলা নিয়ে এক লাফে গুলঞ্চগাছের ডালে উঠে থেতে বসে গেল।

গপুজ বলল, "তোরা তো আগে চারাবাগানের দিকে যেতিস, সেই বজিগুলোর কথা মনে আছে ? ওই বজিতেই ভানুদাস নামে একজন গরিব মানুব বাস করত। মাদারির খেলা দেখিয়ে দিন কাটত তার। একটি ছাগল, কুকুর আর এই বানরটাকে নিয়ে ছিল তার একার সংসার। মানুষটা বড় ভাল ছিল রে বাবলু। কিন্তু বস্তির মন্তানরা একদিন ওকে ছেলেধরা বদনাম দিয়ে পিটিয়ে মারল।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "করে !"

"এই তো সেদিন। কী করে যেন সকলের ধারণা হয়েছিল, ভানুদাস থেলা দেখানোর অছিলায় লোকের ছেলেমেয়ে চুরি করে পাচার করত। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বাবলু, ভানুদাস সে প্রকৃতির লোকই নয়। ছেট-ছেট ছেলেমেয়েদের সে খুব ভালবাসত। ভাদের আদর করে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াত। আমিও যথন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতুম, ১০ তথন ওই ভানুদাস কতবার আমাকে হোটেলে বসিয়ে খাইরেছে। এখনও খাওয়াত। আমি প্রায়ই খেতাম ওর কাছে। ভানুদাসের মূখে শুনেছিল,ম মধ্যপ্রদেশের বজার জেলায় কোনও এক প্রামে তার বউ-ছেলেমেয়ে তারই পথ চেয়ে বসে আছে। এখনও হয়তো মাসকাবারি টাকা পাওয়ার আশায় দিন গুনছে তারা। তাই আমি ঠিক করেছিলাম একটি নিরীহ পরিবারের ওপর এমন অভিশাপের মেঘ ঘনিয়ে আনল যারা তাদের আমি শেব কবন। একা আমি ওদের সামনে তো যেতে পারব না, তাই আড়াল থেকে এক-একদিন আচমকা গিয়ে শেব করে আসব ওদের এক-একদনক।"

বাবলু বলল, "বুদ্ধু কোথাকার। এই কাজ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তিস, তা হলে কী অবস্থা হত একবার ভেবে দেখেছিস ?"

"কী আর হত १ মার খেমে মরতুম। আমার চাল নেই, চুলো নেই, রান্তার ছেলে আমি, মেখানে-সেখানে রাত কাটাই। আমি মরলে কার কী এসে যেত ? কিন্তু ভানুদাসের মৃত্যুতে কত ক্ষতি হল বল দেখি १ ওর পরিবারের লোকেরা এখনও জ্ঞানে না কী সর্বনাশটা ঘটে গেছে তাদের।"

"ভানুদাসের ঠিকানা জানিস ?"

"না।"

"ওর দেশের কোনও লোক ওই বস্তিতে এমন কেউ থাকে, যাকে দিয়ে একটা খবর অন্তত পাঠানো যেতে পারে ওর বাড়িতে ?"

"কেউ না। এখানে ও সম্পূর্ণ একা।"

বাবলু কিছুদ্ধণ চূপ করে থেকে বলল, "চারাবাগানের খটনাটা করেকদিন আগে কাগতে পড়েছিলাম। গগঝোলাইরে এক ছেলেচোরের মৃত্যুর খবর দেখে তেবছিলাম ঠিকই হয়েছে। এদের মরণ এইভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু এখন যা শুনছি তা তো অন্য ব্যাপার। যাক, আসল বাপারটা কী খুলে বল দেখি ?"

গধুজ বলল, "আসল ব্যাপার আমার কাছেও রহস্যময়। তবে সেদিন সন্ধেবেলায় ভানুদাস খেলা দেখিয়ে ঘরে ফিরলে আমিও গিয়ে জুটলাম। ভানুদাসকে সেদিন কেমন যেন গঞ্জীর দেখাছিল। বললাম, 'কী গো,

আজ তমি এত চপচাপ যে ?' ভানদাস সে-কথায় উত্তর না দিয়ে আমাকে একটা টাকা দিয়ে চা আনতে পাঠাল। আমি কেটলিতে করে মোডের চায়ের দোকান থেকে যখন চা নিয়ে ফিরলাম, তখন দেখি কিছ লোক উত্তেজিত হয়ে ভানুদাসের ঘরের সামনে চেঁচামেচি করছে। ভানুদাসও ভীষণ রেগে বচসা করছে তাদের সঙ্গে। ব্যাপারটা কী যে হল কিছ বুঝলাম না। তবে অনুমান করলাম, আশপাশের এলাকা থেকে সম্প্রতি দু-একটি ছেলেমেয়ে চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সবাই নাকি ওকেই সন্দেহ করছে। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ওই বস্তিরই দুলারি নামের একটি মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে। ভানুদাস সকালে যখন মাদারির খেলা দেখাতে যায়, দলারি তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এলাকার বাইরে গিয়েছিল। সেই যাওয়া। আর ফেরেনি। তা এইভাবেই বচসা হতে-হতে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন দেখলাম ভানদাস জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তখন যে যেখানে পারল পালাল। চোখের সামনে ভানদাসের অবস্থা দেখে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম খুব। ছাগল আর কুকুরটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা ছিল। আমি বানরটাকে কাঁধে নিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম বস্তি থেকে। ভানদাসকে মার খেতে দেখে আমার এমন ভয় হয়েছিল যে. আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ওকে ছেডে এবার বঝি ওরা আমাকে ধরে ।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথাটা সেদিন রাত্রেই তুই এসে আমাদের বললি না কেন ?"

গাধুজ বলল, "আসলে ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া সতি্য কথা বলতে কী, তোদের কথা মনেই হ্যনি তখন। আমার তথন কেবলই মনে ইচ্ছিল ওই লোকগুলোকে কেটে ফুচিয়ে ফেলতে। সবচেয়ে দুঃখ কী জানিস ? আমার বৃদ্ধিটাও সেদিন কেমন যেন ভৌতা হয়ে গিয়েছিল। একটু বৃদ্ধি খরচ করে একবার যদি খুলে দিতাম কুকুবটাকে, তা হলে আর যাই হোক, ওইভাবে বেগোরে মরতে হত না ভানুদাদকে।"

্বাবলু বলল, "ভানুদাস সেই রাত্রেই মারা যায়। খবরটা অবশ্য কাগজ

'মারফত পেয়েছি। এই ব্যাপারে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি ?"

"আমি তো ভয়ে আর ওনিকে যাইনি। তবে গুনেছি, এই ব্যাপারে পুলিশ যাদের ধরেছিল, ওই বস্তির মালিক নাগরাঞ্জ কোবরা নাকি পুলিশ হেছান্তত থেকে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এনেছে।"

বাবলু বলল, "নাগরাজ নামটার সঙ্গেই কেমন যেন একটা ক্রাইমের গন্ধ পাছি। লোকটাকে তুই চিনিস ?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।"

বিল বলল, "বুঝেছি। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "আমরা এই এলাকায় এতদিন ঘোরাফেরা করছি, অথচ এই নাম তো আমরা শুনিনি কথনও।"

"কী করে শুনবি ? নতুন এসেছে যে ! আগের যে মালিক ভৈরব নস্কর, তার লিজের মেয়াদ শেষ হতেই নাগরাজ কিনে নিয়েছে বস্তিটা।"

"তাই বল। তার মানে লোকটা আসলে প্রোমোটার। বন্তি নিয়ে পলিটিক্স করছে। এইভাবে বন্তিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, দাঙ্গা বাধিয়ে সকলকে উৎপাত করবে একদিন। আর নয়তো রাতের অন্ধকরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবে সবাইকে।"

গম্বুজ দপ করে উঠল, "ঠিক হয় তা হলে। ওই লোকগুলোর ওইভাবেই মরা উচিত।"

বাবলু বলল, "ভাতে লাভটা করে । নাগরাজেরই তো । এমনও তো হতে পারে, ওই নাগরাজ লোকটার উন্ধানিতেই বস্তির ওই লোকগুলো ভূল বুঝে মেরেছে ভানুশসকে ।"

গোলগম্বুজ এবার নিভে গেল একটু। বলল, "তা অবশ্য হতে পারে, তবে মেরেছে ওকে গুণুরা।"

"এখন আমাদের খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে এই নাগরাজ লোকটি আসলে কে ? এই এলাকায় সে এল কী করে ? তারপরে ওর নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে সকলকে।"

গপুন্ধ বলন, "কী করে কী করবি ? সবাই যে ওর কথায় ওঠে-বসে। একমাত্র ভানুপসই ওর কথা শুনত না। ওরই মুখে শুনেছি, এই নাগরাজ লোকটি নাকি মহা বদ।" "না । ও বড় ভালমানুষ আর খুব ভেতর-চাপা লোক ছিল।"

"আমরা একবার ভানুদাসের আস্তানাটা দেখতে চাই।"

"ওরে বাবা। সে তো একেবারে শব্রুপুরীর ভেতরে। ওখানে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে ?"

"না হওয়ার কী আছে ?"

ভোম্বল এতক্ষণে কথা বলল, "ঝোলাভর্তি পেটো নিয়ে তুই তো ওই শত্রূপরীতেই ঢুকতে যাচ্ছিলি।"

গপুন্ত চোখ দুটো বড় করে বলল, "পাগল নাকি ? ওগুলো একটা পোড়ো মন্দিরের পাশে কালকাসুন্দের ঝোপের ভেতর সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতুম, আর ওত পেতে বসে থেকে আড়াল-আবডাল থেকে এক-একদিন গিয়ে মেরে আসতুম এক-একটাকে। বস্তিতে চুকতুম না।"

বাবলু (২সে বলল, "না। তোর ভেতরে দেখছি বিদ্রোহের আগুন বেশ ভালই আছে। যাকগে, আজ বিকেলে একবার আয় দেখি আমাদের বাড়িতে। ঠিক চারটে, সাড়ে চারটে নাগাদ। আমরা সবাই একসঙ্গে ঢকে পডব ওই বস্তিতে।"

গমুজ বলল, "বেশ, তাই আসব। তোরা সঙ্গে থাকলে আমি যমপুরীতে ঢুকতেও ভয় পাব না।" এই বলে বানর নিয়ে সে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে চলে এল যে-যার ঘরে। কথায়-কথায় অনেক বেলা হয়ে গেছে তখন। বসন্তের বাসন্তী রোদ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাগানময়।

nan

গোলগপুজটা কথা রেখেছিল। তাই ঠিক সময়েই এসে হাজির হল বাবলুনের বাড়িতে। বিলুর প্রান্তটিকাল পরীক্ষা ছিল বলে দেরি হল আসতে। বাছু, বিচ্ছুও স্কুল থেকে ফিরে একেবারে তৈরি। সবাই একজেটি হলে সকলকে নিয়ে পথে নামল বাবলু। পঞ্চুও চলল সঙ্গে।

অনেকদিন পরে চারাবাগানের দিকে যাছে ওরা। এখন হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ওখানকার স্থানীয় বাদিন্দানের অনেকেই হয়তো এখন চিনবে না ওদের। তবুও যেতে ওখানে হাইই। ভানুদাসের খর সার্চ করে দেখতে হবে ওর দেশের ঠিকানাপত্র কিছু পাওয়া যায় কিনা। দরকার হলে এই বাপারে পুলিশের সাহায়ও নেবে ওরা। কিন্তু মুশকিল হল, ঘটনাটা দিন পনেরো আগেকার। এখনও কি ভানুদাসের ঘরটা খালি পড়ে আছে? দ্বিতীয়ত, ওর সেই ছাগল আর কুকুরটা কী অবস্থার আছে এখন ? তারও পরে যেটা চিস্তার বিষয়, সেটা হল ওরা বন্ধিতে ঢুকে ভানুদাসের ব্যাপারে খোঁঞ্জখবর নিতে গেলে পরিস্থিতিটা কীরকম দাভাবে ?

নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে করতে একসময় ওরা বন্ধির কাছাকাছি এল। এখানে বিঞ্জি বন্ধিও যেমন আছে তেমনই ফাঁকা মাঠেরও অভাব নেই। ওরা তাই একজায়গায় এসে গোল হয়ে বসল সকলে।

বাবলু বলল, "তোরা সবাই এখানেই বসে বরং গল্পগুরুব কর। আমি গঙ্গুজকে নিয়ে চট করে বন্ধির লোকজনদের প্রতিক্রিয়াটা কী একবার দেখে আসি।"

বিলু বলল, "ওরকম রিস্ক একদম নিস না বাবলু। তার কারণ, ওই লোকগুলো কতথানি ডেঞ্জারাস একবার ভেবে দেখেছিস কী ? না হলে ঠাণ্ডা মাথায় জলজ্ঞান্ত একজন লোককে ওইভাবে পিটিয়ে মারে ?"

"ওইসব ভেবেই তো সকলকে ভেতরে যেতে মানা করছি রে। আগে যাই, দেখি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ভোষল বলল, "বাবলু কিন্তু কথাটা খুব একটা মন্দ বলেনি। ও

গন্থজটাকে নিয়ে ওর কাজ করুক, আমরা বরং দূব থেকে ওকে ফলো করি। ওদের কোনও বিপদ দেখলে সবাই আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পডতে পারব।"

বিলু বলল, "বেশ, তাই হোক তা হলে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "তাই শিস দিতে পারিস ং"

গম্বুজ্ব বলল, "দেখবি ? এমন শিস টানব যে, এক কিলোমিটার দুর থেকে লোক ছটে আসরে এখনই।"

বাবলু হেসে বলল, "তার দরকার হবে না। তোকে ইশারা করলেই তুই তেডে একটা শিস দিবি, তা হলেই ছুটে আসবে এরা।"

বাবলু গম্বজকে নিয়ে বস্তিতে ঢুকল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু দূর থেকে লক্ষ রাখতে লাগল ওদের । সে কী টানটান উত্তেজনা !

বাবলু আর গম্বুজ যখন সাহসে ভর করে বুক ফুলিয়ে বস্তিতে ঢুকেছে তখন কিছুলুর যাওয়ার পরই বুঝল, কে যেন পিছু নিয়েছে ওলের। ওরা আরও থানিক যেতেই লোকটি গঞ্জীর গলায় বলল, "হে! হে! কিধার যাতা ?"

ওরা-একবার থমকে দাঁড়াল। গম্বুজের বুক কেঁপে উঠল লোকটাকে দেখে। বাবলু বলল, "কে রে লোকটা ?"

"তেওয়ারিজি।" বাবলু একবার থেমে দাঁড়িয়ে লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় গম্বুজকে বলল, "একদম ভয় পাবি না। এগিয়ে চল। শুধু ভানুদাসের ঘর্ট্টা একবার দেখিয়ে দিবি আমাকে।"

ওরা তেওয়ারিকে প্রাহ্যের মধ্যেও না এনে হনহন করে এগিয়ে চলল ।

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "আগে মাত বাঢ়ো।" বাবলুরা ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

২৬

বাবলুরা ফেরেড তাকাল না তার দেকে। এক সময় একটি চালাঘরের সামনে এসে গস্থুব্ধ বলল, "এই সেই ঘর।" "এরা কি এই বস্তিতেই থাকে ?" "হাাঁ। নাগরান্তের পোষা গুণ্ডা এরা।"

' গম্বজকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বস্তির বাসিলারা ৷ আশপাশের গেরস্তম্বরের বউ-মেয়েরা চোখ বড়-বড় করে দেখতে লাগল ওকে। সবাই এসে ভিড় করল। কিন্তু একটি কথাও বলল না কেউ ।

বাবলু দেখল ভানুদাসের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। ও বেশ ভারিক্কি গলাতেই বলল, "কে দিয়েছে তালা ?"

গম্বুজ বলল, "জানি না।"

বাবলু হেঁকে বলল, "এই ঘরের চাবি কার কাছে ?"

তেওঁয়ারির সঙ্গে তথন আরও তিনজন জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার শুণ্ডা এরা। যেমন ভয়ন্ধর চেহারা, তেমনই চেখের চাহনি। ওদেরই একজন ভীষণ রেগে বলল, "তেওয়ারিজি তুমনে হিয়া আনোকো মানা কিয়া থা না?"

বাবলু দেশোয়ালি ঢুঙে বলল, "এ লালা ! হামকো আঁখ মাত দিখানা।"

"জরুর দিখায়গা।"

অন্য একজন বলল, "দেখাবই তো। তোমাদের বারণ করা সত্ত্বেও কেন এখানে এলে ?"

বাবলু বলল, "বেশ করেছি। আমাদের হক আছে তাই আমরা এসেছি। আমরা কারও নিষেধত মানি না, চোখ রাঙানিতেও ভয় পাই না। আমরা জানতে চাই, এই ঘরের চার্বিটা কার কাছে?"

একজন ঘোমটা-টানা বয়স্কা মহিলা রিং সমেত একটি চাবি বাবলুকে দিতে গেল যেই, লোকটা অমনই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সেটা।

বাবলু গম্বুজকে জিজ্ঞেস করল, "সেদিন ভানুদাসকে যারা মার্ডার করেছিল, তাদের মধ্যে এই লোকটা ছিল ?"

বাবলুর রোখ দেখে গম্বুজেরও তখন সাহস বেড়ে গেছে। এমনিতেই সে খেপে ছিল, তার ওপরে যেন যি পড়ল আগুনে। বলল, "শুধু এই লোকটা কেন १ এরা সবাই ছিল।" বাবলু হিংস্র চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভালয়-ভালয় চাবিটা দিয়ে দাও বলছি। না হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

লোকটিও হিংস্র হরে বলল, "খারাপ আমাদের কী হবে ? খারাপ তো তোদের হবে। আর-একটু পরে লাশও বুঁজে পাওয়া যাবে না তোদের।"

বাবলু ওদের বিরুপ করবার জন্য 'হ্যা-হ্যা' করে একটু গা জালানো হাসি হেসে বলল, "আমাদের ভানুদাস পেয়েছ নাকি ব্রাদার যে, মেরে পার পেয়ে যাবে ? আমরা প্রকাশা দিবালোকে এর ভেতরে যখন ঢুকেছি তখন তৈরি হয়েই এসেছি।"

"কী চাস তোরা ?"

বাবলু বলল, "ভানুদাসের খুনের বদলা।"

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "যা ভাগ। নিকাল হিঁয়াসে।"

গম্বুজ তখন ওর বেঁটে বাঁচুলের মতো চেহারায় একবার তুড়িলাফ খেয়ে পা থেকে চটিটা খুলেই পটাং করে মেরে দিল তেওয়ারিকে।

শক্ত প্লাস্টিকের চটি। সেই চটি লাগল নাকে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল তখন। সেই নাক ক্রমালে চেপে চেঁচাতে লাগল তেওয়ারি, "আরে মর গয়িরে! এ রামা! সবকো পাকড়ো। হামকো মার ডালা ইয়ে চোট্টা বদমাশ। হাম মর গয়ি।"

বাবলু বলল, "ঠিক হয়েছে।" তারপর যে লোকটা চাবি নিয়েছিল তাকে বলল, "এক-এক করে তোমাদেরও সবাইকার এইরকম অবস্থা হবে। শিগগির চাবিটা দাও।"

লোকটা তখন দারুণ রেগে এক হাতে রিংসমেত চাবিটা ধরে দোলাতে-দোলাতে বলল, "এই তো চাবি। আমার হাতেই আছে। ক্ষমতা থাকলৈ নিয়ে যা।"

বাবলু বলল, "নেব বইকী! শুধু চাবি তো নয়, ছাগল আর কুকুরটাকেও চাই।"

গলায় ক্রমাল বাঁধা একজন 'ব্যা ব্যা' করে দু-একবার ডেকে বলল, "ছাগলটা আমাদের পেটে।"

"আর কুকুরটা ?"

''সেটা ও-ই ওপরে। ঠেঙিয়ে-পিটিয়ে সেটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি তার মনিবের কাছে।"

বাবলু হেসে বলল, "এইবার তা হলে ম্যাজিক কাকে বলে দ্যাখো। সেই যে সেই কুকুরটা, যেটাকে তোমরা ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছ সেটা কেমন অন্য চেহারায় ভূত হয়ে ওপর থেকে নীচে এসে পড়বে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "গম্বুজ! হুইসিল স্টার্ট।"

গমুজ সঙ্গে-সঙ্গে তার দুই আঞুলের জাদুতে জিভ উলটিরে এমন সিটি মারল যে, দারুল একটা চমক দিয়ে সধার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল পঞ্চ। বিলু, ভোষল, বাচ্চু, বিচ্ছুও অমনই ছুটে এসে হাজির হল সেখানে।

সবারই তথন চক্ষুস্থির ! শয়তানরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল আর ভাবতে লাগল সভিাই কি ছেলেটা জাদু জানে ?

বাবলু বলল, ''এইবার দ্যাখো, এই কুকুর-ভূতটা তোমাদের পেট চিরে সেই ছাগলটাকে কেমন বের করে আনবে।''

বাবলুর কথায় রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সবাই। একজন তো এমনই ভর পেয়ে গেল যে, ভয়ে সে নিজের পেটটাকেই চেপে ধরল। তারপর ভয়ে-ভয়ে বলল, "সন্তিয় করে বলো তো ভাই, তোমরা কী চাও ?"

বাবলু বলল, "এতক্ষণে ভাই বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে ? তা হলে শোনো, তোমাদের চারজনকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আমরা ভানুদাসের হত্যার বদলা নিতে চাই। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাই চারদিনের মধ্যে চার লাখ টাকা।"

"এটা কি মামার বাড়ির আবদার ? আমাদের নোট ছাপানোর মেশিন আছে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই আছে। না হলে একটা লোককে মার্ডার করেও এমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কী করে ?"

"আর কী চাও ?"

"তোমাদের গডফাদার **নাগরাজের ঠিকানা**টা ।"

"তার মানে সাপের গর্তে হাত দেবে তোমরা। ওর বিষ হজম করতে পারবে ?" "আমরা কার্বলিক অ্যাসিড। একবার যদি ছিটকে গায়ে পড়ি তা হলে লকোবার গর্ত পাবে না ও ।"

লোকটা ফঁসতে-ফঁসতে বলল, "আর কিছু ?"

"দুলারি নামের যে মেয়েটিকে এখান থেকে পাচার করা হয়েছে তার সন্ধান চাই।"

ওদের দলে মজনু নামের একজন ছিল। সে এবার সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে বলল, "আমাদের সঙ্গে দুশমনির পরিণাম কী জানিস ?"

বাবলু বলল, "না। তবে তোমাদের পরিণাম জানি। হয় ছুরি, না হলে গুলি। এই তোমাদের পরিণাম। আর তোমাদের নাগরাজ কোবরা। ওর জন্য তো দড়ির ফাঁস আছেই। অথাৎ খাঁটি রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফাঁসি কা ফান্দা'।"

আর সহা করা যায় না। ছোঁট মুখে বড় কথা কে করে সহা করেছে ? মজনু তাই ভীষণ রেগে 'ইয়া আল্লা' বলে বিকট একটা ডাক ছেড়ে যেই না বাবলুর ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল পঞ্চুও অমনই বাঘের মতন গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মজনুর গলা থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এল একটা।

পরক্ষণেই শুরু হল ভীষণ দাপাদাপি। পঞ্চুর হাঁকডাক আর মজনুর চিংকারে কেঁপে উঠল বজিটা।

যে লোকটার হাতে চাবি ছিল, বাবলু এবার একন্টকায় তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল চাবিটা। তারপর বিলুকে বলল, "তোরা একটু নজর রাখ এদের দিকে। যেন পাবিয়ে না যায়। আমি আণে ভানুদাসের মরটা সার্চ করি, তারপর মজ। দেখাছি বাছাধনদের।" এই বলে ভানুদাসের ঘরের তালা খুলে গস্থুজকে নিয়ে ভেতরে চুকল বাবলু।

গস্থ স্থানের ভেতরটো বেশ ভালভাবে দেখে বলল, "না। ভিতরের জিনিস নড়চড় হয়নি কিছু।" বলে একটা কাঠের বান্ধের ডালা খুলে এক বাভিল কাগজ, চিঠিপত্র ইত্যাদি বের করে বাবলুর হতে দিল। খুচরো টাকাপায়সাও কিছু ছিল তার মধ্যে। যা ছিল তা খুব সামান্যই। একশো টাকাপায়সাও কিছু ছিল তার মধ্যে। যা ছিল তা খুব সামান্যই। একশো টাকারও কম। া বাবলু সেগুলো গন্ধুজের জিম্মায় দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসে দেখল পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মজনু। তেওয়ারিসহ আর যারা ছিল, তারা সবাই একজোট হয়ে বাধা দিছে পঞ্চুকে। কিন্তু পঞ্চুর বিক্রমের কাছে হার মানতে হচ্ছে সকলকেই।

বাবলু অনেক কটে শান্ত করল পঞ্চুকে। তারপর মজনু-তেওয়ারির দলকে বলল, "একজন নিরীহ মানুষকে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মেরে যে অন্যায়টা করেছ তোমরা, তার কিন্ত ক্ষমা নেই। তব ব্যাপারটা নিচ্চক সন্দেহ, না কি সন্দেহটাই হত্যার অজুহাত, সে-রহস্য শিগ্রিরই ফাস হবে।" বলেই বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলল, "আগনারা এখানে অনেকেই জড়ো হয়েছেন দেখছি। সেদিন আপনাদের ভেতরে কি এমন কেউ ছিলেন না, যিনি গিয়ে রুপ্যে দাঁড়াতে পারতেন এই অত্যাচারীদের কিন্তুছে । আমরা জানি, ভানুপাস অতাপ্ত নিরীহ লোক। সেই লোকের গুভাকাঙ্গলী এখানে নিশ্চয়াই কেউ-না-কেউ আছেন। নাগরাজের এই প্রোম্বা গুভাচের ব্যাহন করে এগোতে পারেননি কেউ। এখন আসুন, আমরা সবাই মিলে এদের উচিত শিক্ষা দিই।"

এমন সময় পুঁতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন চেহারার মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ওদের সামনে। এসেই বাবলুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "শাবাশ মাই বয়। আমি তোমার মতো একজনেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। এদের উপযুক্ত ওযুধ তুমি বা তোমরা। দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছি আমি। তাই তোমাদের অভিনন্দন-জানাতে এলাম।"

বাবল বলল, "আপনি কে ?"

"তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম অবনী ভট্টাচার্য। এইখানকার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি আমি। নাগরান্ধ আর তার দলবলের অত্যাচারে অভিচ হযে ঠৈছি। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও রাস্তাই যখন খুঁজে পাছি না, ঠিক সেই সময়ে তোমাদের আবিভাবে কেমন যেন আশার আলো দেবতে পোলাম।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এদের ব্যাপারস্যাপারগুলো পুলিশ প্রশাসনকে

জানাননি কেন ? সবাই মিলে 'মাস পিটিশন' তো করতে পারতেন।" অবনীবাবু লিল খুলে হাসতে লাগলেন, "হা-হা-হা । তোমরা কোন জগতে আছ ভাষা ? কী হবে ওতে ? তা ছাড়া কাদের নিয়েই বা এসব করব ? একা আমার সাধ্য কতটুকু ? পাড়ার উঠতি মন্তানরা এদের জয়ে ওঠে-বসে। পুলিল প্রশাসনও ভরে কলৈ । এই বিগুবাসীরাও তয় করে এদের যমের মতো। অথচ এরা সবাই জানে দুলারি হরণের নেপথা নায়ক কে ? এরা জানে সুথি নামের আর-একটি মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে ফিরে এল না কেন ? মনু মালিকের একমাত্র ছেলে চদন মালিক খুনের দায়ে জেল খাটছে কাদের চক্রান্ত। এই অতাচারীনের অতাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল একজনই। সে হল ওই ভানুদাস। তাই তাকে জনমের মতো সরে যেতে হল।"

এতক্ষণে মজনুর গলায় রা বেরোল, "মাস্টার ! তুমি আগুন নিয়ে খেলতে এসো না। এখনও বলছি, চলে যাও এখান থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্ছু !" পঞ্জু মজনুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গালটা একটু চেটে দিতেই চুপ করে গেল মজনু।

অবনীবাবু বললেন, "আমার একমাত্র মেয়ে বিয়াস। ভাল নাম বিপাশা। মাধামিক পরীক্ষা দেবে এ-বছর। শুধু এই দুইচক্রের জন্য রাস্তায় বের হতে পারছে না বেচারি। ওর স্কুলে যাওয়া, পভুতে যাওয়া, বেভাতে যাওয়া, সবই বন্ধ হয়েছে এদের জন্য। দু'দিন মামার বাড়িতে ছিল। কাল যেই এনেছে অমনই ইট পড়ছে বাড়িতে।"

"বলেন কী ?" বলেই দুষ্কতীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "কী, যা শুনছি তা সত্যি ?"

তেওয়ারি বলল, "এ জবার তুমকো বাদ মে মিলেগা। আভি নিকালো ইয়াসে।"

ি বিলু আর ভোম্বল তখন মারমুখী হয়ে তেড়ে এল তেওয়ারির দিকে। বলল তেওয়ারিকে, "জবাব আমরা এখনই চাই। বলো সত্যি কিনা ?"

কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই দুম-দুম করে দুটো এমন বোমা ফাটল যে, তারই প্রভাবে প্রোয়ায় গোঁয়াছন্ন হয়ে গেল চারদিক।"

৩২

ঁ গোলগস্থুজ লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগ্**গির পালিয়ে আয় তোরা। না** হলে কেউ এখান থেকে বেরোতে পারবি না। এখন বোমা পড়ছে, পরে গুলি ছটবে।"

অবস্থা এমনই যে, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। কেননা বাস্কু, বিচ্ছু ছেলেমানুষ। তাই সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হল। পঞ্চু তখন ভয়ঙ্কর চিৎকারে সকলকে এমন ভয় দেখাতে লেগে গেছে যে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ওদের আক্রমণ করতে না পারে।

অবনীবাবু বললেন, "হাাঁ, ফিরে চলো এখান থেকে। কিন্তু যাব কোনদিক দিয়ে ? এখান থেকে বেরোবার রাস্তাটা তো জানা নেই।"

গম্বুজ বলল, "আমি জানি। আসুন আমার সঙ্গে।" ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে গম্বুজের নির্দেশিত পথে চলে এল বন্তির বাইরে।

অবনীবাবু বললেন, "আঃ। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছেই আমার বাডি। চলো, সবাই চা খেতে-খেতে একট গল্প করা যাবে।"

বাবলুরা সবাই চলল অবনীবাবুর বাড়িতে। গোলগম্বুজও সঙ্গে গেল। প্রথম পদক্ষেপেই মৌচাকে একটা টিল তো পড়েছে। এখন দেখা যাক কতদুরের জল কতদুরে গড়ায়।

অবনীবাবুর বাড়ি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যাওয়ার সময় এই বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছিল ওরা। তাই সামান্য পথ হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝলমলে হাসিমুখে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল ওদের।

অবনীবাবু বললেন, "এই হল বিয়াস। আমার মেয়ে বিপাশা।" বাচ্চু, বিচ্ছু ওর হাত দৃটি ধরে বলল, "সতিাই তুমি বিয়াস। কী সুন্দর তুমি। কবিগুরুর বাতিবায় আছে, বিয়াস ওগো সুন্দরী বিপাশা...। তুমিও দেখন্থি ঠিক তাই।"

বিয়াস বলল, "বিপাশা নদী দেখেছ তোমরা ?" বাচ্চু বলল, "না।" বিচ্ছু বলল, "আমি দেখছি।"

"কবে ! কখন ? কোথায় দেখেছ ?" "আজই. এখন, এখানেই দেখছি।"

বিচ্ছর কথায় হেসে উঠল সবাই।

অবনীবাবু সকলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসালেন। আর পঞ্চু করল কি, বলা নেই, কওয়া নেই, দিব্যি সিড়ি বেয়ে তরতর করে ছাদের ওপর উঠে

অবনীবাবু বললেন, "কী খাবে বলো ? চা, না কফি ?"

বাবলু বলল, "কফি খেলে কেন জানি না আমার কিন্তু মেজাজ আসে খব ।"

ুজননীবাবু বললেন, "বিয়াস, তুমি তা হলে তোমার মাকে বলো, তোমার এই খ্যাতিমান বন্ধুদের জন্য কফি করতে। আর সেইসঙ্গে আরও কিছু।"

ভোষল সহাস্য মুখে বলল, "আবার অন্য কিছু কেন ?" বিয়াস বলল, "প্রয়োজন আছে মশাই।" বলে চলে গেল ঘর থেকে।

বাবলু হেসে বলল, "খ্যাতিমান বন্ধুদের মানে ?"

অবনীবাবু বললেন, "পরিচয় না থাকলেও তোমাদের কি চিনতে অসুবিধে হয় বাবা ? ওই বুক সেল্ফটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের নিয়ে লেখা প্রত্যেকটা বই কেমন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে আমর মেয়ে। কাজ ফেলেরখেও তোমাদের বই পড়তে ও খুব ভালবাসে।" বাবল বলল, "এটা কিন্তু খুব অন্যায়। আমাদের ভালবাসুক ক্ষতি

নেই। কিন্তু কাজের ক্ষতি করে বই পড়া তো ঠিক নয়।"

বিয়াস তখন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বলল, "নয় কেন ? আসলে আমি জানো তো, দারুল অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় । ওই দ্যাখো, তোমাদের 'পাশুব গোয়েন্দা'র অভিযান, 'সোনার গণপতি হিরের চোখ' এইসব কত যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তাই তো দেখছি।"

অবনীবাবু বললেন, "বিয়াসই প্রথম তোমাদের দেখতে পায়। ও-ই বলল, 'জানো বাবা, ওই বস্তির ভেতর পাণ্ডব গোয়েন্দারা চুকেছে। মনে , ইয় এইবার কিছু একটা হবে। তাই তো আমি দুর থেকে পিছু নিয়েছিলাম তোমাদের।'''

বাবলু বলল, "বেশ নাটকীয় ব্যাপার দেখছি।" বলে বিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো খুব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই না ?"

বিয়াস বলল, "অবশ্যই ।"

"তুমি নিজে অ্যাডভেঞ্চার করেছ কখনও ?"

"একবার করেছি। সেবার হল কী, আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে দেওঘর বেড়াতে গেছি। তা গাইড ছাড়াই বিকৃট পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে সে কী কাও! সারারাত আমরা একটা গাছের ভালে বসে কাটিয়েছি। এটা কি অ্যাভভেজার নয় ? পরদিন সকালে অবশ্য একদল কাঠুরিয়া পথ চিনিয়ে আমাদের নীচে নামায়। সেই দারুণ অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে ভূলব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই স্বীকার করল, "হাঁ, এটা একটা আাডভেঞ্চার বটে।"

বাবলু এবার অন্য প্রসঙ্গে এল, "তোমরা এ-পাড়ায় কতদিন আছ বিয়াস ?"

অধনীবাবু বললেন, "তা বছর পাঁচেক।"

বিয়াস বলল, "সত্যি, এত জায়গা থাকতে বাবা কেন যে এখানে বাড়ি করলেন, তা ভেবে পাই না। এত নোংৱা এখানকার পরিবেশ যে, তা বলবার নয়।"

বাবলু বলল, "না, না । পরিবেশ নোংরা হবে কেন ? এখানে আরও অনেক ভদ্রলোক বাস করেন । কিন্তু মুশকিল হল কী জানো ? তারাও ঠিক তোমাদেরই মতো অসহায় । গুধু এখানে বলে নয়, সব জায়গাতেই এমন কিছু লোক থাকে, যারা রাতের ঘুম কেড়ে নেয় প্রতিবেশীদের । আর কিছু লোক করে কী, তাদের মন পাওয়ার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা তয়ে তোষামোদ করে তাদের।"

অবদীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ তুমি। এই কথাটাই আমি এদের বোঝাতে পারি না।" •

বাবলু বলল, "আচ্ছা বিয়াস, তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি

স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, বাইরে বেরোও না। কেন ? কাদের ভয়ে ? ওই তেওয়ারি, মজনু ওদের ভয়ে কি ?"

"ঠিক তা নয়, আসলে কিছু ছেলে রাস্তায় বেরোলেই আমাকে এমন বিরক্ত করে যে, পথচলা দায় হয়ে উঠেছে। মন্তন্ম, তেওয়ারিও আছে নেপথো। ওরা হচ্ছে ওই ছেলেগুলোর বডিগার্ড।"

"বুঝেছি।" তারপর অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আর যে দ'জন ছিল, তাদের নাম কী?"

অবনীবাবুর হয়ে গম্বুজই উত্তর দিল, "ছোকু আর মদন।"

"মোটামুটি এই চারজনই তা হলে বৃত্তির শের। এই তো ?"

"ঠিক তাই। সেইসঙ্গে ওই বখার্টে ছেলেগুলো।"

"আর এদের পোষণ করছেন নাগরাজ কোবরা।"

ওদের আলোচনার মাঝখানেই অবনীবাবুর স্ত্রী বিয়াসকে ডেকে অনেক খাবার আর কফি পরিবেশন করলেন । লুচি, হালুয়া, সন্দেশ, কত কী ছিল তার মধ্যে !

সবাই খেতে বসলে বাবল ডাকল, "পঞ্ছ!"

পঞ্চ ছাদে ছিল। ডাক শুনেই নেমে এল নীচে।

বিয়াস বলন, "ওয়া ! পঞ্চর কথা তো মনে ছিল না । ওর জন্য তো আলাদা প্লেট চাই। আমি বইয়ে পড়েছি, একজন অতিথির সঙ্গে যেরকম বাবহার করা উচিত, পঞ্চর সঙ্গেও সবাই তাই করে।" বলে একটা প্লেট এনে পঞ্চকেও খেতে দিল বিয়াস।

খেতে-খেতেই বাবলু অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, আপনি যে তখন বললেন ভানুদাসের কথা, ওকে আপনি চিনতেন ?"

"চিনতাম বইকী! না চিনলে ওর কথা বললাম কী করে ? একমাত্র সেই একা রুখে দাঁডিয়ে প্রতিবাদ করেছিল এর।"

"কীভাবে ?"

অবনীবাবু বললেন, "সেইকথা বলব বলেই তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না।"

বাবলু বলল, "বলুন, শুনি।"

"শোনো বাবলু, আগামী মাসের সাত তারিখে আমার অবসর নেওয়ার

দিন। তাই ভেতরে-ভেতরে চেষ্টা চালাচ্ছি, উপযুক্ত দাম পেলে বাড়ি বেচে অন্যত্র চলে যাওয়ার।"

বাবলু বিশ্বায় প্রকাশ করে বলল, "সে কী ! ওই রাস্তার কুকুরগুলোর ভয়ে বাড়ি বেচে আপনি চলে যাবেন ? যেখানে যাবেন, সেখানটা যে আরও খারাপ হবে না, তাই-বা কে বলতে পারে ?"

"এ ছাড়া আমার উপায় নেই বাবা ।"

"আপনি এখানেই থাকবেন। বিয়াসও কাল থেকে স্কুলে যাবে।" অবনীবাব্ন প্লান হেসে বললেন, "সব কথা ভনলে তবেই বুঝবে ভানুদাসের মৃত্যু কেন হল, আর কেনই-বা আমি চলে যেতে চাইছি।"

"বলন তো শুনি।"

"আসল ব্যাপার কী জানো ? বিয়াস ওদের মুখের গ্রাস । ওকে ওরা
নিয়ে গালাবার জন্য অনেকানিন থেকেই ষড়যন্ত্র করছে । ভানুদাস
আমাকে প্রদ্ধা করত, খাতির করত । আমার বিষাসকেও মেয়ের মতো
ভালবাসত সে । নাগরাজের আবিভাবের পর রহসাজনকভাবেই এই
এলাকায় পরণার করেকটি খুন, জখম আর অপহ্বনা গুরু হয়ে যাওয়ায়,
সে আমাকে বিয়াসের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয় । ওরই মুখে গুনেছিলাম,
নাগরাজের কোবরার দল বিয়াসকে অপহরণের বাপারে ওর সাহায্য
চেয়েছিল এবং টাকার বিনিময়ে প্রদের হয়ে কাজও করতে বলেছিল ।
কিন্তু ভানুদাস ছিল অনা ধাতুতে গড়া । তাই সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান
করেছিল ওদের এই কুপ্রভাবকে ।"

বিলু এভক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল সব। এবার বলল, "একটা ব্যাপার আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই কুখ্যাত ক্রিমিনালরা যত আজেবাজে কাজই করুক না কেন, ছেলেমেয়ে চুরির ব্যাপারে সবাই বেখছি এককাট্রা। আমরা যত কালপ্রিট দেখলাম, সবারই ওই এক ধালা।"

"হবে নাই-বা কেন ? এতে যে অনেক টাকা । চালান করে ডাল টাকা রোজগার করে এরা । তা ছাড়া নাগরাক্তের আসল ঘাঁটি তো মহাপ্রদেশের বস্তার জেলার দণ্ডকারণো । সেখানেও কিছু ছেলেমেয়ে গাঠিয়ে দেয় । এইসব লোকের ধান্দার কি শেষ আছে ?"

٥٩

বাবলু বলল, "কোথায় বললেন **१ দণ্ডকারণ্যে** ! দণ্ডকারণ্যের কোথায ?"

"ভানুদাসের মুখেই শুনেছি, জগদলপুর না কোথায় যেন ওর পাকা ঘাঁটি। আসলে ভানুদাসও তো ওই অঞ্চলের লোক। ভানুদাস চিনত নাগরাজকে। তার অপকর্মের কথা ভানুদাসের অজ্ঞানা ছিল না। তাই সদা সতর্ক থাকত সে। ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। আর সেইজনাই তো যেদিন ওরা সত্যি-সতিটুই বিয়াসকে স্কুল থেকে ফেরার পথে অপহরণ করতে গিয়েছিল, সেদিন প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে আচমকা ওদের ওপর ঝাঁদিয়ে পড়ে ওদের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল সে।"

বাবল সবিশ্বয়ে বলল, "বলেন কী!"

"তারপর থেকেই আমি আর ওকে রাস্তায় বেরোতে দিইনি।"

"বেশ করেছেন। এই ঘটনার কথা আপনি জানিয়েছিলেন পুলিশকে ?"

"না। ভানুদাস আমাকে বারণ করেছিল। বলেছিল ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এর পর আরও বিপদ আমতে পারে। তাই আমি থানা-পুলিশের ঝামেলা করিনি। তবে এই কাজের খেসারত ভানুদাসকে অবশা দিতে হয়েছিল অন্যভাবে।"

অবশ্য ।দতে হয়ে।ছল অন্যভাবে । "কীরকম ।"

"রায়পুর আর জগদলপুরের মাঝামাঝি জায়গায় কাঁকের নামে একটি ছোট্ট জনপদ আছে। সৃউচ্চ এক পাহাড়ের কোলে দুধ নদীর তীরে এই জনপদ সুথে, সমৃদ্ধিতে ভরপুর। সেইখানেই পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটি পর্ণকূটিরে ওর শান্তির নীড়। বউ আছে। ছেলে আছে। মেরে আছে। তা হঠাৎ একদিন খবর এল, ছেলেটাকে নাকি বাঘে খেয়েছে। পাহাড়ের ওপর একটি তালাওয়ে করেকটি ছেলের সঙ্গে ছিলে স্কেলে মাছ বাড়ের ভার একটি তালাওয়ে করেকটি ছেলের সঙ্গে ছিল সে। এমন সময় বাঘের ভাক শুনে নৌড্ড পালায় সব। পালাতে পারেনি শুধু ছেলেটি। ভানুদাসের ধারণা, বাঘের ভাক আসলে ভাওতা। ওর ওপর নাগরাজের প্রতিশোধ নেওয়ার ছল এটা। তার কারণ, জঙ্গল এখানে গভীর হলেও দিনের বেলা এখানে বাঘ

বেরোয় না। আর বাঘের ডাক সবাই শুনতে পেলেও বাঘকে কিন্তু চোথে দেখেনি কেউ। ভানুদাস এবার অন্য মূর্তি ধারণ করে মুখোমুখি হয় ওদের। তেওয়ারির দক্ষাল বউটা গালাগিনি দেয় ওকে। ভানুদাস রাগের মাথায় চেঁচিয়ে বলে, ওর ছেলেকে যদি ওরা ছেড়ে না দেয়, তা হলে ওদের ছেলেমেয়েকেও সে বাপ-মায়ের কোলছাড়া করবে। এই বলাটাই হল ওর কাল। চতুর চোরেরা পরদিনই ওই বস্তির দুলারি নামের একটি দশ বছরের মেয়েকে চুরি করে ওর নামে মিথ্যে বদনাম দিয়ে এমনভাবে ব্লাকমেল করে, যাতে সবারই ধারণা হয়, ভানুদাসই হয়তো রাগের বশে করেছে এই কাজ। তাই সবাই মিলে একটা অছিলা করে একজাটো গিটিয়ে মারল ওকে।"

অবনীবাবুর কথাগুলো রুদ্ধশ্বমে শুনে গেল ওরা। সব শুনে বাবলু বলল, "দুলারির বাবা-মা কি এখনও বস্তিতেই থাকে ?"

"হ্যাঁ। বন্ধি ছেড়ে যাবে কোথায় ওরা ? মেয়ের শোকে সে রাতে ওরা অন্ধ হলেও, পরে যখন সৃথি নামের আর-একটি মেয়ে এক বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরল না, তখন টনক নড়ল। কারণ, তখন তো আর ভানদাস নেই।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই বস্তির লোকেরা এত চুপচাপ।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, এবার ওরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "করলে ভাল, না করলে বয়েই গেল ! খুনি যে কে বা কারা, তা তো আমরা জেনেই গেছি। এখন শুধু ওই গভীর জলের মাছটিকে খেলিয়ে-খেলিয়ে ডাঙায় তোলা।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ নাগরাজকে।"

বিয়াস বলল, "কী সাহস তোমাদের ! আমার কিন্তু ভয় করে।" বাবলু বলল, "ভয় কী ! ভয় করলেই ভয়। ভয়কে জয় করো, দেখবে শক্ররা ঠিক পিছু ইটছে।"

অবনীবাবু বললেন, "তোমার এই কথাটা আমি মানছি বাবা । না হলে তেওয়ারির দলবল তোমাদের দেখে ঘাবডে যায় ?"

বাবলু বলল, "নিয়মই হচ্ছে, প্রবল প্রতিপক্ষকে প্রথমেই হুমকি দিতে

হয়। যেমন মারপিট করবার সময় অপরে মারবার আগে মারতে হয় তাদের। তবে আন্তকের ব্যাপারে তেওয়ারির দলবল ঘাবড়ে গেছে পঞ্চুর বিক্রম দেখে। মঞ্জনুর যা অবস্থা করেছিল ও, তাতে ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। তবে পঞ্চ কিন্তু এবারে কাউকেই কামভায়নি।"

"তার মানে ওরা কুকুরেরও অধম। যার ফলে কুকুরও ওদের কামডাতে ঘেলা করেছে।"

বিয়াস বলল, "আমি কি তা হলে কাল থেকে স্কুলে যাব ?" "নিশ্চয়ই যাবে।"

অবনীবাব বললেন, "যদি কোনও বিপদ হয় ?"

"কিছু হবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনি একা ন্ন। আপনার পাশে আমরাও আছি।"

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটা কথা জিঞ্জেস করি, ভানুদাসের মৃত্যুর খবর ওর বাভির লোকেরা কি পেয়েছে ?"

"তা বলতে পারব না। তবে সংবাদটা যখন কাগন্ধে বেরিয়েছিল, তখন কোনও-না-কোনওভাবে জানতেও পারে। পুলিশও খবর দিতে পারে আবার নাগরাজের লোকেরাও জানাতে পারে।"

বাবলু বলল, "আপনি জানেন ভানুদাসের ঠিকানা ?"

"তা হলে তো আমিই খবর দিতাম।"

গপুজ বলল, "ওর ওই চিঠির কাগজগুলো তো কাঠের বাব্ধ থেকে বের করে আমার হাতেই দিলি তুই। সেইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখ না, তা হলেই লাঠা চকে যায়।"

"চিঠিগুলোর কথা খেয়ালই ছিল না । কই, দে তো দেখি ।"

বাবলু চিঠিগুলো হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল বটে, কিছু সবক'টাতেই হাওড়ার ঠিকানা। শুধু একটি চিঠি লেখার পর পোস্ট করা হয়নি বলে তাতেই ঠিকানাটা পেয়ে গেল। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এইরকম: 'খোককে যদি ফিরে না পাই, এ-জীবন আমি রাখব না। তবে মরবার আগে ওবের মেরে মরব।' আরও অনেক চিঠি ছিল। বাবলু সেওলো সংগ্রহে রাখল।

ত্ত্বনীবাবু বললেন, "ঠিকানা তো পেলে; এইদের কি একটি চিঠি দেবে ?"

বাবলু বলল, "না, থাক। ভাবছি ওদের এই বিপদে আমরা সবাই গিয়ে বরং একট সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দেব ওদের দিকে।"

"কীভাবে কী করবে ?"

"আপাতত কিছু টাকা ভানুদাসের স্ত্রীর হাতে দিয়ে আসব আমরা।" গস্থুজ বলল, "তোরা কি ওই লোকগুলোর কাছ থেকে চার লাখ টাকা পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিস ?"

বাবলু বলল, "মোটেই না। টাকার জন্য যারা খারাপ কাজ করে, তারা দেবে টাকা ? সে-টাকা আমরা নেবই-বা কেন ? আসলে ওদের গা জ্বলিয়ে দেওয়ার জন্য ওইরকম হুমকি দিয়েছিলাম।"

অবনীবাবু বললেন, "যদি তোমরা সতি ই যাও, তা হলে আমার কাছ থেকেও কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো বাবা। হাজার পাঁচেক টাকা আমিও দেব। ওই ভানুদাসের জন্যই আমার মেয়েকে আমি ঘরের মধ্যে দেখতে পার্চিছ্ আজ। না হলে কী যে হত!"

বাবল বলল, "নিশ্চয়ই যাব ;"

বিয়াস বলল, "কবে যাবে তোমরা ?"

"গেলে শিগগিরই যাব। দেরি করে লাভ কী ?"

"আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা কি আমাকে সঙ্গে নেবে ?"

"তোমার বাবা যদি অনুমতি দেন, তা হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"আসলে আমার পাহাড়-পর্বতের দেশ দেখতে খুব ভাল লাগে।" বাবলু বলল, "বেশ। দিন স্থির করেই জানাব আমরা। এখন তা

বাবলু বলল, বেশা শিশ হ্র করেই জানাব আমরা। হলে আসি। কথায়-কথায় রাত হয়ে গেল অনেক।"

"আমি কিন্তু আশায় থাকব।"

"আমরা যাবই। তুমিও যাবে।" ওরা বিদায় নিয়ে পথে নামল।

খানিক আসার পর বিলু বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো বাবলু ? আমাধের এই দলের মধ্যে সচরাচর কাউকেই তুই চুকতে দিস না। যে দু-একজন আমাধের সঙ্গী হয়েছে, তারা অনেক কান্নাকাটি অথবা মান-অভিমান করে তবেই হয়েছে। অবশ্য পথের সঙ্গীদের কথা আলাদা। কিন্তু বিয়াসের বেলায় তুই এককথায় রাজি হয়ে গেলি, বাাপারটা কী ?"

বিচ্ছ বলল, "আমি বলব ?" "বল দেখি। তুই-ই বল।"

"আসলে বাবলুদা বিয়াসকে এই কারণে সঙ্গে নিচ্ছে যে, ওদের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকাটা যে আমরা যথাস্থানেই পৌঁছে দিচ্ছি, তার সাক্ষী রাখার জনা ।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। আর টাকাটা আমরা ওকে দিয়েই দেওয়াব।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। এটা কিন্তু চমৎকার হবে।"

কথা বলতে-বলতেই ওরা পথ চলতে লাগল। চারাবাগান থেকে ওদের বাড়ি অনেক দুরে। তাই যেতে সময় লাগল অনেক। তবে আর যাই হোক, পথে কোনও বিপদ-আপদ হল না।

n on

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই গেল থানায় । ওই এলাকার থানার যিনি বড় দারোগা, সেই মিঃ ত্রিবেদী ওদের ভালরকমই চিনতেন। তাই ওদের দেখেই বুঝতে পারলেন গোলমাল একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। ওরা যেতেই হাসিমুখে বললেন, "ব্যাপারটা কী १ এই সাতসকালে হঠাৎ আমার এলাকায় যে ?"

বাবল বলল, "গোলমালটা যে আপনার এলাকাতেই।"

"আমার এলাকায় ! নাগরাজঘটিত ব্যাপার নয় তো ?"

"আপনি তা হলে কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পেরেছেন।"

ত্রিবেদী হেসে বললেন, "না পারবার কী আছে ? পুলিশের চাকরি করে মাথার চল পাকিয়ে ফেললাম। এটক আন্দান্ধ করতে পারব না ? বলো, কী বলতে চাও।"

"আমরা বলতে চাই, হাওড়া শহরের এই বিশেষ এলাকাটা কি

ানাগরাজের দখলেই থাকবে ? তা যদি হয়, তা হলে এখানে ও-ই রাজত্ব করুক, সাধারণ নাগরিকরা ঘরবাড়ি ছেডে অন্য কোথাও চলে যাক।"

"কেন ংহলটাকীং"

"কী হয়নি, বলুন ? ছেলেমেয়ে চুরি থেকে খুন-জখম, কী না হচ্ছে এখানে ? আপনি কি জানেন, ওর লোকেদের অত্যাচারে আমাদেরই এক মেয়ে-বন্ধু স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছে না।"

"তুমি কি অবনী মাস্টারের মেয়ের কথা বলছ ?"

"আপনি তো সবই জানেন দেখছি।"

"জানি। কথাটা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানো ? পলিশের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেই একটা ধরাবাঁধা গণ্ডি থাকে। সেই গণ্ডির বাইরে পা দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের থাকে না ।"

"পুলিশের না থাকুক, মানুষের তো থাকে ! পুলিশ কি মানুষ ছাড়া ?" "কখনও না। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকলে আমরা কী করতে পারি ? অবনী মাস্টারের কি উচিত ছিল না এই ব্যাপারে থানায় একটা ডায়েরি লেখানো বা আমার কাছে এসে সব কথা খুলে বলা ?"

"ছিল। হয়তো এখানে আসতে ভরসা পাননি। পুলিশের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে কেউই আজকাল পলিশের কাছে আসতে চায় না।"

"তা হলে পুলিশ কী করবে বলো ? পুলিশ তো লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কার কোথায় কী সমস্যা, তা জেনে সমাধান করবে না। যাক, তোমরা দেখছি খুবই উত্তেজিত। চা খাবে ?"

ভোম্বল বলল, "খাব।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এবার বলন তো, ভানদাস নামের নিরীহ লোকটাকে যারা মারল, আপনারা তাদের অ্যারেস্ট করেও ছেড়ে দিলেন কেন ?"

"বাধ্য হলাম বলে। ওই বস্তির কোনও লোকই মুখ খুলল না। তারা এমন ভাব দেখাল, যেন বাইরের লোক এসে মেরে গেছে ওকে। তবুও আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদের ধরে নিয়ে এলাম, প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম তাদের।"

"এদের পেছনেও তো নাগরাজ ছিল।"

"নাগরাজের টাকাতেই তো জামিন পায় তারা। ওর লোকবল নেহাত কম নয়। আর কোবরা দলটাও ডেঞ্জারাস।"

"ওর লোক কারা ?" "শুধু বস্তির গুণ্ডারা নয়, এলাকার ভেতরের, বাইরের অনেক প্রভাবশালী লোকও আছেন। বহু লোকের মদত না পেলে নাগরাজরা কখনওই এমন দাপটের সঙ্গে টিকে থাকতে পারত না। তোমরা কি জানো, প্রতি বছর বারোয়ারি পুজোর সময় বেশ কয়েকটি ক্লাবকে উনি একান্ন হাজার টাকা করে চাঁদা দেন ?"

পাশুব গোয়েন্দারা সবিশ্ময়ে তাকাল মিঃ ত্রিবেদীর মুখের চুিকে, "বলেন কী!"

মিঃ ত্রিবেদী বললেন, তা হলে বুঝছ তো, নাগরাজের গায়ে হাত দিলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ? থানা দ্বালিয়ে দেবে ওরা।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তা হলে পুলিশ-প্রশাসনের কিছুই করণীয়

"আছে বইকী! তোমরা বাদী হও, অভিযোগ আনো। তারপর দেখছি।"

ততক্ষণে চা এসে গেছে।

চা থেতে-খেতে বাবলু বলল, "আমার মগজ কী বলে জানেন, এই লোকেদের জন্য আইন, আদালত, গ্রেফতার, তদন্ত, কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। প্রশাসনকে এমনভাবে সক্রিয় হতে হবে যে, চিহ্নিত শক্রদের ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়েও পেটাতে হবে বেধড়ক। মুখোশধারী লোক এনে এমন মার মারতে হবে যে, কে বা কারা মারল—টেরও পাবে না কেউ ।"

ত্রিবেদী হাসতে-হাসতে বললেন, "আজ থেকে তুমি বরং আমার চেয়ারটায় বসো, আমি তোমার জায়গায় যাই।"

বাবলু বলল, "আপনি হাসছেন ?"

"হাসব না ! আরে বাবা এই সমস্ত ছল-চাতুরি কি বেশিদিন চলে ? তা ছাড়া আমাকেও তো দোকান-বাজার যেতে হয়। যাক, এবারে তোমাদের

অভিযোগটা দায়ের করো ।"

বাবলু বলল, "অভিযোগ একটা নয়, অভিযোগ অনেক। ভানুদাসকে সে-রাতে প্রি-প্ল্যান মার্ডার করা হয়েছিল।"

"কোনও সাক্ষী আছে ?"

"আছে বইকী। এমন সাক্ষী আছে, যে নিজে চোখের সুামনে মার খেতে দেখেছে ভানুদাসকে। তাকে আপনিও চেনেন।"

"কেসে?" "আমরা ওকে গোলগম্বুজ বলি। ছেলেটা...।"

"হৈড়ে মাথা। রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়।"

"আরও একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন আছে ওর।" "পেটো বাঁধার ⊥"

"ঠিক তাই ⊦"

"আর কিছু ?"

ভাঙবই।"

"নাগরাজের পোষা গুণ্ডারা, মানে তেওয়ারির দলবল অবনীবাবর মেয়ে বিয়াসকে কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করেছিল।"

"আব ?"

"দুলারি নামে ওই বস্তিরই একটি দশ বছরের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে ওরা । সৃখি নামের একটি কাজের মেয়েরও সন্ধান নেই।"

"ঠিক আছে। তোমাদের এই অভিযোগগুলো একটা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দাও। এবার দেখো, অ্যাকশন নিই কিনা। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, এই ধরনের লোকেদের পেছনে লাগার জন্য কাউকে-না-কাউকে রুখে দাঁডাতে হয়। তোমরা এগোও, আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। নাগরাজ লোকটা বড্ড বাড় বেড়েছে। এবার ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওর কোবরার দল আমি

বাবলুরা উঠে দাঁডাল । বলল, "আমরা তা হলে আসি ?" ত্রিবেদী বললেন, "এক মিনিট।" বলেই ডাকলেন, "বিশু!"

একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল এসে দাঁড়াল। "ওই যে অবনী মাস্টার আছেন না, ওঁর মেয়েটা **স্কুলে যাওয়া-আসা**

করতে ভয় পাচ্ছে। তুমি কয়েকটা দিন ওর দিকে একটু নজর রেখো তো।"

বিশু চলে যাঞ্চিল।

ত্রিবেদী ডাকলেন, "শোনো, যাওয়ার আগে একবার বস্তিতে গিয়ে তেওয়ারিকে খবর দাও। ওকে বলো, আমি ডেকেছি। এখনই যেন আসে।"

বিশু চলে যেতে ত্রিবেদী বললেন, "বেশটি করে ওদের একবার ধাতানি না দিলে দেখছি চলছে না।"

বাবল বলল "ধাতানিটা কীরকম, বসে থেকে একট দেখেই যাই তা হলে ৷" "কী হবে ? ওসব লোক ভাল নয়। ওদের মুখোমুখি না হওয়াই

ভাল।" "কাল সন্ধেবেলা ওদের মুখোমুখি হয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

"বলো কী ?"

"দেখুন না, আমাদের দেখলেই কেমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠবে।"

বাবলুরা বেশ কিছুক্ষণ ত্রিবেদীর সঙ্গে খোশগল্পে কাটিয়ে দিতেই ওরা এল

তেওয়ারি আর মজনু দু'জনেই এসে ঢুকল থানায়। ভেতরে ঢুকে একবার ওদের দিকে তাকিয়েই তেওয়ারি বলল, "বলন

ছজুর। সঞ্জালবেলায় তলব করিয়েছেন কেন ?" ত্রিবেদী চোখের ইঙ্গিতে বাবলুদের দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলেমেয়েগুলোকে চেনো ?"

"না হজ্র। কখনও দেখিনি।" ভোমল বলল, "মিথ্যে কথা।" "সতি। কথা বলছি হুজুর।"

"ভানুদাসকে তোমরাই যে মেরেছ তার প্রমাণ কিন্তু এদের কাছে আছে।" 86

তেওয়ারি আর মজনু এবার রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকাল।

তেওয়ারি বলল, "কী পোরমান আছে ? ওরা কি আমাদের মারতে দেখেছে ?"

বাবল বলল, "যদি বলি দেখেছি।"

"হজর, এরা মিথ্যে কথা বলছে।" বিলু বলল, "আমরা সবাই দেখেছি।"

মজন বলল, "কাল সন্ধেবেলায় তোদের সঙ্গে যে বট্টলটা ছিল, সে দেখতে পারে। তোরা নয়। সেইদিন তোরা কোথায় ছিলি 👂 কেউ ছিলি না সেদিন।"

বাবলু হেসে বলল, "দেখছেন তো সার, মিথ্যে কথা কারা বলছে ? একটু আগেই ওরা আপনাকে বলল আমাদের কখনও দেখেনি। আবার এখন বলছে কাল সন্ধেবেলা আমাদের সঙ্গে যে বট্টলটা ছিল তার কথা। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা যদি সেদিন স্পটে না থাকবে তা হলে আমাদের অনুপস্থিতির কথা জানবে কী করে ?"

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "যোগিন্দর !"

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঢকে দাঁডাল। "এদের ভেতবে ঢোকাও।"

মজনু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "কান্ধটা আপনি ভাল করলেন না দারোগাবার। এর ভেতরে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের ?"

"বেশিক্ষণ না পারি, কিছুক্ষণ তো পারব।"

তেওয়ারি বলল, "এত সহজে আমরা ধরা দিচ্ছি না তিরবেদীজি। আর এ ভি ইয়াদ রাখবেন, আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের বরাবরের দুশমনি হোয়ে গেল।" বলেই কনস্টেবলকে বলল, "আগে মাত বাঁটো ৷ "

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "অন্দর ঘুসাও দোনো কো।" মজনু আর তেওয়ারি দু'জনের হাতেই তখন রিভলভার। তার মানে ওরা তৈরি হয়েই এসেছে।

ওদের এই ঔদ্ধত্য দেখে ত্রিবেদী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ গলায় . বললেন, "এসব কী ?"

বাবলু বলল, "কিছুই না। ওদের বাড়তে দেওয়ার ফল।"

তেওয়ারি বলন, "ভয় নেই দারোগাবাবু, আপনার ওপর গুলি চালিয়ে আমরা ডিসিপ্লিন ব্রেক করব না। শুধু একটাই অনুরোধ, আমাদের চলে যেতে দেবেন। না হলে কিন্তু...।"

মজনু সবার দিকে রিভলভারের নলটা একবার ঘুরিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ । হাত উঠাও সব । উঁচা করো ।"

সবাই হাত তুললেও পান্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে ওদের পালাবার পথে বাধা হয়েছে।

তেওয়ারি বলল, "রাস্তা ছোড়ো।"

জবাবে একটি পেপার ওয়েট সজোরে এসে লাগল তেওয়ারির নাকে। সঙ্গে-সঙ্গে রুমালে নাক চেপে বসে পড়ল সে। চোবে যেন অন্ধকার দেখল। গত সন্ধ্যায় গন্ধুজের চটির আঘাত সামলে ওঠার আগেই এই আঘাতটা সহ্য করা কঠিন হল ওর পক্ষে।

ভোম্বল যে কথন ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তুলে নিয়েছিল পেপার ওয়েটটা, তা কে জানে ? একেবারে মোক্ষম ঝাড় ঝেড়েছে সে।

তেওয়ারির অবস্থা দেখে মজনুও আর থাকতে পারল না। সে ভীষণ রেগে ভোম্বলের দিকে রিভলভার তাগ করতেই মিঃ ত্রিবেদীর রিভলভার শব্দ করে উঠল 'ডিস্যুম'।

গুলিটা লাগল মজনুর কাঁধে।

আশপাশ থেকে অরও দু-একজন পুলিশ এসে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওবের ওপর। দু'জন আরেস্ট করল তেওয়ারিকে। বাকি একজন মজনুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিতেই সে গুই আহত অবস্থাতেও তাকে কুশোকাত করে একলাফে বেরিয়ে এল থানার বাইরে। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল সামনের পথ ধরে।

ঘটনাটা যেন নাটকের দুশ্যের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন ? বিলু তখন সবাইকে টপকে বুল্ডগের মতো তাড়া করেছে ওকে। বিলুর মনে হল, এই সময় পঞ্চা যদি কাছে থাকত, তা হলে কী ভালই না হত! না থাক পঞ্ছ। ও-ই বা কম কিসে ? ওরা দু'জনেই তখন ছুটছে। সে কী দারুণ ছোটা! যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে। ছুটতে-ছুটতে একসময় বিলু প্রায় ধরে ফেলেছে মজনুকে, এমন সময় হঠাৎ কিসে যেন পা হড়কে পড়ে গেল বিলু। আর সেই সুযোগেই উধাও হয়ে গেল মজনুটা।

তেওয়ারিকে ততক্ষণে কয়েদখানায় বন্দি করা ইয়েছে। ওর যা অবস্থা তাতে ওকে এবার পুলিশ হাসপাতালে না পাঠালেই নয়।

বিলু ফিরে এলে বাবলুরা আর দেরি করল না। থানা থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে এল যে-যার বাডিতে।

দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে কত কী চিন্তা করতে লাগল বাবলু। ওর মনটা এখন পড়ে আছে বিয়াসের দিকে। ওরা তো জোর দিয়ে ওকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে এল, কিন্তু পথে বেরোলে সতিট্র খাদ কোনও বিপদ হয় মেয়েটার ? যদিও বাবলুর কথামতো গম্বুজটা আজ সকাল থেকেই কলর রাখবে ওদের বাড়ির দিকে। আর স্কুলে যাওয়া-আসার সময়ও দূর থেকে. শিছু নেবে ওর, তবুও সে আর কতদিন ? তা ছাড়া ওই এলাকায় গাস্থুজও তো নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাকে পেলেই এবার থেয়ে ফেলবে। বিরাসের নিরাপভার জন্য আজ সকালে ওদের থানায় যাওয়া। পুলিশ ওদের কথা দিয়েছে। দারোগাবার বিশু নামের একজন কনস্টেবলকে বিয়াসের ওপর নজর রাখার দায়িত্বও দিয়েছেন। তবুও এতে কি কোনও কাজ হবে? যারা থানার ভেডরে চুকে দারোগাকে রিভলভার দেখায় ভারা যে কী মারাত্মক, তা রোঝাই যায়। তার ওপর আহত মজনু এখন খাপা বাঘ ৷ সে নিশ্চয়ই এর বদলা নিতে ছাড়বে না ৷ আর এইসবের পর নাগরাজের ভূমিকাই বা কী হবে? চিন্তা করতে-করতেই মাথায় যেন বিম ধরল বাবলুর।

হঠাৎ একসময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদে। সে ভৌ-ভৌ করে একবার ডেকে উঠেই ছুটে নেমে এল নীচে।

বাবলু দরজা খুলেই অবাক ! দেখল একমুখ হাসি নিয়ে গম্বুজের সঙ্গে বিয়াস এসে হাজির । ওর হাতে স্কুলের বইপত্তর ।

বাবলু বলল, "এ কী ! স্কুলে যাওনি তুমি ?"

"কেন যাব না ? বুক ফুলিয়ে গেছি। প্রথমটা একটু ভয়-ভয় করছিল। তবে গশ্বুজদাকে দেখেই মনে জোর পেলাম। আমার বাবার সঙ্গে গশ্বুজদার কথা হয়েছে। ও এখন থেকে রোজ আমাকে স্কুলে গৌছে দেবে, আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

বাবলু আনন্দে অভিভূত হয়ে বলল, "আচ্ছা !"

"বিনিময়ে মাসে ষাট টাকা করে নেবে ও।"

"কিছুই না।"

বাবলু ওদের ঘরে ঢুকিয়ে বলল, "এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।" গম্বুজ বলল, "এবার থেকে আমি ভাবছি আর রাস্তায়-রাস্তায় কাগজ

কুড়িয়ে বেড়াব না। আমি হব বিয়াসের বডিগার্ড।"

বিয়াস বলল, "জানো বাবলুনা, আমার বন্ধু কাকলি, সুমিতা এরাও বলেছে গম্বুজনা যদি এই কাজটা করে, তা হলে ওরাও ওকে ষাট টাকা করে দেবে।"

বাবলু, "যাক, এতদিনে তোর একটা হিল্লে হল তা হলে।"

গপুজ বলল, "তা হল। তবে ভাই আমার চাহিদা খুব সামান্য। কাগজ কুড়িয়ে, বোমা বেঁধে যা পাই তাতেই আমার হয়ে যায়। দিনে দশ-বারো টাকা রোজগার করতে পারলেই খুশি হেই আমি। এখন থেকে — যদি এই কাজ করি আর বোনেদের টিফিনের ভাগ পাই, তা হলেই চলে যাবে আমার। তবে তোরা আমার একটা উপকার কর দিকিন।"

"কী উপকার, বল ।"

"তোদের দু-একটা পুরনো জামা-প্যাণ্ট আমাকে দে। এবার থেকে আমি সেগুলো পরে রাস্তায় বেরোব। না হলে এই ভাল-ভাল মেয়েদের সঙ্গে এইভাবে কি রাস্তায় বেরনো যায় १"

"ঠিক কথা। তোকে শুধু পুরনো জামা-প্যান্ট নয়, আমরা তোর এমন একটা ড্রেস করিয়ে দেব যা দেখলে সবারই ভাল লাগবে। নেভি-রু রঙের প্যান্ট-শার্ট আর ভাল জুতো-মোজা পরে তুই স্কুলে যাবি-আসবি।"

গম্বুজ লাফিয়ে উঠল, "সত্যি বলছিস !" "তবে না তো কি মিথো ?" গন্ধুজ খুশি হয়ে বলল, "অবশ্য আমাকে যারা টাকা-পয়সা দেবে না তারাও যদি আমার সঙ্গে দল বেঁধে আসতে চায় তো আসবে। সবাইকে নেব আমি।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল "গুড। এইরকম উদার মনের পরিচয় সবসময় দিবি। তবে সবাই যাতে তোকে কিছু দেয় সেই ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।"

"খুব ভাল হয় তাহলে। তবে এটুকু জেনে রাখিস, কেউ কোনও সময়ে কোনওভাবে যদি আমার বোনেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে আসে তা হলে এমন শিক্ষা দেব যে…।"

বাবলু বলল, "থাক। মুখের ভাষাটা সংযত রাখবি। সব সময়ে মনে রাখবি ভদ্রসমাজে মিশতে গেলে সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। খারাপ ভাষা একদম বলবি না।"

"না, না। বলব না। তবে প্রথম-প্রথম দু-একটা দিন মুখ ফসকে গুইসব বেরিয়ে যাবে কিন্তু।"

"যাতে না বেরোয় সেই চেষ্টা করবি ।"

"সাধ করে কি বেরোয় ? আজই দ্যাখ না, স্কুলে যাচ্ছি, এক ব্যাটা ফুট্ কাটছে। বলে কিনা এই শিম্পাঞ্জিটাকে আবার কোখেকে ধরে আনল রে! এই কথা শুনলে কার না রাগ হয় বল ?"

"রাগবি না । ওই ছেলেদের কাজই হল তোকে রাগিয়ে দিয়ে তোর মুখ থেকে খারাপ-খারাপ কথা শোনা । ওতে ওরা মজা পায় খুব।"

বিয়াস হেসে বলল "ও তো তখনই রাস্তা থেকে ইট কুড়িয়ে ছুড়তে যাছিল। আমি বারণ করলাম, তাই।"

বাবলু বলল, "খবরদার। একদম মাথা গরম করবি না। তবে ব্যাপারটা কী জানিস, ওই ছেলেরা বিপজ্জনক নয়। ওরা ভেতরে-ভেতরে নাগরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও আসল ভয় হচ্ছে নাগরাজের কোবরা দলকে। তারা যে কখন কোন ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। সেই সময়টার জন্যই সতর্ক থাকতে হবে তোদের। অবশ্য দলবল থাকলে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপদের আশঙ্কটো খুবই কম।" বিয়াস বলল, "সেইজন্যই তে। আর্জ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমার অম্ বন্ধুদেরও বলে দেব তাই করতে।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল কথা। এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে কী ছেলে, কী মেয়ে, কারওরই নিরস্ত্র হয়ে পথে বেরনো ঠিক নয়।"

বাবলুর মা পাশের ঘরে ঘূমোচ্ছিলেন। এদের কথাবার্তা শুনে উঠে এলেন এবার। গস্থুজকে এর আগে পথেঘাটে দেখে থাকলেও বিয়াস তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

মা বললেন, "মেয়েটি কে রে বাবলু ?"

"ও বিয়াস।"

"কোথায় থাকে ও ? এ-পাড়ায় দেখিনি তো কখনও ?" "ও থাকে চারাবাগানের দিকে। একটা কুখ্যাত দল ওই অঞ্চলে মাথাচাড়া দিছে। সেই নিয়েই আলোচনা করছি আমরা।"

"তাই ! আমি বলি কে রে বাবা ! কিছ কি খাবি তোরা ?"

বাবলু বলল, "বিয়াস, তুমি বলো। তুমি তো প্রথম এলে আমাদের বাডিতে। কী তমি খেতে চাও ?"

"বা রে। আমি কী বলব ং" বলে বাবলুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে মাসিমা। সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে ভয়ে-ভয়ে স্কলে গেছি।"

"ভয়ে-ভয়ে ?"

"হাাঁ, ভয়ে-ভয়ে। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনাকে একটু সাহায্যও করি, আর খুলে বলি সর। তা ছাড়া আমি খুব ভাল আলু-পরেটা তৈরি করতে পারি। খাবেন ? আপনার বাড়িতে এসে আপনাকেই আমি করে খাওয়াব আজ।"

মা বললেন "ওমা! এ তো খুব ভাল কথা। এই বয়সে লেখাপড়া ছাড়াও তুমি যে এইসব শিখেছ, এর জন্য তোমার মায়ের অবদান নিশ্চয়ই খব ?"

"তা বলতে পারেন। তবে মোটামুটি আমি সবরকমের রান্নাই করতে পারি। কিন্তু মা আমাকে একদম উনুনের ধারে যেতে দেন না।" ৫২ "আজকালকার মেয়েদের মধ্যে এসব গুণ খুব কমই দেখা যায়। এসো, ভেতরে এসো । দেখি, তুমি কেমন কী করতে পারো।"

বাবলু বলল, "তুমি গাজরের হালুয়া তৈরি করতে পারো ?" "এনে দাও না. তারপর দেখিয়ে দেব পারি কিনা।"

বিয়াস বাবলুর টেবিলে বই-খাতা রেখে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পঞ্চও অমনই সঙ্গ নিল ওর। বাড়িতে নতুন অতিথি কেউ এলে পঞ্চর যে কী আনন্দ হয়, তা পঞ্চই জানে। তার ওপরে সেই অতিথি যদি কোনও মেয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। আদরে, সোহাগে একেবারে গলে যায় ও।

বাবলুর ঘরে সোফার ওপর একটু জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল গম্বুজ। বাবলু বলল, "তুই এমন কুঁকড়ে আছিস কেনু ? ভাল হয়ে বোস।"

গস্থুজ আরাম করে বসে বলল, "কপালের কী ফের দ্যাখ। রাতারাতি আমি কী থেকে কী হয়ে গেলাম। কালও ছিলাম একজন ছেঁড়া কাগজ কডনোওয়ালা। আর আজ একেবারে ভদ্রলোকের ছেলে।"

বাবলু বলল, "ভদ্র-জভদ্র কি কারও গায়ে লেখা থাকে রে ! মানুষের ব্যবহারেই তার পরিচয়। তোর কেন ভাল হল জানিস ? তোর বৃত্তি তোকে হীন করেনি, তাই। তোর এই মনের জনাই ভগবান তোর মঙ্গল করেছেন। তবে একটা কথা, এখন থেকে তুইও কিন্তু খুব সাবধানে চলামেন্যা করবি। কারণ ওদের নজর এখন তোর দিকেও।"

"সে কি আমি জানি না ভেবেছিস ? ভেতরে-ভেতরে আমিও তৈরি । কাল রাতেই আমি বং বাহাদুরের কাছে থেকে তার নেপালাটা চেয়ে নিরাছি। আর জিনিস করেকটা যা বানিয়েছি তার একটা ফাটলে রক্ষে নেই। গুধু ওই নাগরাজ শয়তানের ডেরাটা যদি একবার জানতে পারতাম, তা হলে যখন-তথন গিয়ে আচমকা দু-একটা এমন ঝেড়ে আসতাম যে, রাতের ঘুম মাথায় উঠে যেত ওব।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ গম্বুজ, ছেঁড়া কাঁথার মতো যে-পথ একবার ছেড়ে এসেছিস সে-পথে আর ফিরে যাস না। ওসব কাজ আর নয়। ভূলে যা ওইসব।" "কিন্তু বাবলু, কোবরা দল যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তো ওসব ভুললে চলবে না। শুধু একটা নেপালা নিয়ে কি ওদের সঙ্গে লড়া যাবে ? আমি ওদের স্কুল যাওয়ার পথের ধারে এমন-এমন জায়গায় এক-আথটা করে লুকিয়ে রেখেছি যাতে দরকার হলেই ঝেড়ে দিতে পারি। আমার বোনেদের ওপর কেউ হামলা করতে এলে আমি জ্ञান নিয়ে পালাতে দেব না তাকে।"

 "সর্বনাশ ! এতে যদি হিতে বিপরীত হয় ? না জেনে কেউ যদি হাত দেয় ওতে, বা আচমকা ফেটে যায়, তা হলে তো সাধারণ মানুষের বিপদ হবে। ও তুই সরিয়ে ফ্যাল গিয়ে।"

গমুজ এ-কথার উত্তর না দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "যা করবি ভেবেচিন্তে করবি। আমি এখন ভাবছি কী জানিস ? এদের এই কোবরা দলের হৃদিস কী করে পাওয়া যায়। তেওয়ারি আর মজনু সকালবেলা যেভাবে দারোগাকে রিভলভার দেখাল ভাতে বীতিমত দমে গেছি আমি। বিশেষ করে তেওয়ারি ফ্যামিলিমান। তার এই দুঃসাহস হয় কী করে ?"

ওরা যখন বসে-বসে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল সশব্দে।

বাবলু গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই উত্তর এল, "থানা থেকে বলচি।"

এই কণ্ঠস্বর বাবলুর∠চেনা। বলল, "ইনস্পেক্টর বর্মণ ?"

"হাঁ।'

"বলুন সার, কী বলবেন ?"

"আজ সকালে তোমরা চারাবাগানের দিকে গিয়েছিলে ?"

"হাঁা, গিয়েছিলাম। কেন বলুন তো ?"

"পুর সিরিয়াস ব্যাপার হরে পেছে। তোমরা চলে আসার কিছু পরেই একদল লোক ডায়েরি লেখানোর অছিলায় থানায় ঢুকে লকআপ থেকে তেওয়ারি নামের একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা এমন বেপরোয়াডাবে গুলি চালায় যে, দু'জন কনস্টেবল সহ মিঃ ব্রিকৌ গুরুতর আহত হন। ব্রিবেদীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটা নার্সিংহামে ভর্তি করা হয়েছে ।"

বাবলু বলল, "সকালের ঘটনাটা আপনি শুনেছেন ?"

"শুনেছি। ওরা নাকি সকালেই রিভলভার দেখিয়ে মিঃ ব্রিবেদীকে প্রেট করেছিল।"

"আমরা তখন ছিলাম।"

"যাই হোক, বি কেয়ারফুল। তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে।"

"অবশ্যই। আমরা এও জানি, এটা কোবরা দলেরই কাজ।"

"আমরাও জানি। এই কুখ্যাত দলটার দারুণ বদনাম আছে।"

"আপনারা চেন্টা করুন যাতে ওই দলটাকে ফাঁদে ফেলা যায়। ওই বিষাক্ত নাগরাজকে খুঁজে বের করে অ্যারেস্ট করুন।"

"সে-চেষ্টা কি আমরা করছি না ? কিন্তু পাব কোথায় তাকে ? দল মজনুত হওয়ার পর থেকেই তার নাগাল পায়নি কেউ। ওসব লোকের কোনও নির্দিষ্ট ডেরাও থাকে না। তবে মনে কোরো না পূলিশ এই ঘটনার পর নীরব থাকবে। এর উপযুক্ত জবাব আমরা দেবই।"

"ওর একটা ঠেকের সন্ধান অবশ্য আমি জানি।"

"এই ব্যাপারে আমি পরে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এখন একটু জরুরি কাজে বেরোতে হচ্ছে আমাকে।"

"আমরা কি দেখা করব আপনার **সঙ্গে**?"

"না, না। আমিই সময়মতো যাব।"

বাবলু ফোন রেখে থমথমে মুখে আবার এসে বসতেই বিয়াস ঘরে ঢুকল। দুটো বড়-বড় কাচের ডিশে গরমাগরম আলু-পরোটা। একটাতে ভাল ঘিয়ের হালুয়া। ওদের দু'জনের দিকে দুটো ডিশ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো খাও। পরে চা নিয়ে আসছি।"

গম্বজ খাবার টেনে নিলেও বাবলু কী যেন ভাবতে লাগল।

বাবলু ওর কথার উত্তর দিল না দেখে বিয়াস বলল, "কী ব্যাপার ! ভূমি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে ?"

বাবলু বলল, "তুমিও এইবেলা খেয়ে নাও। আর দেরি কোরো না। চলো, আমরা সবাই মিলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল বিয়াদের। বলল, "কেন, এত তাড়া ৫৫

. ..

কেন ? খারাপ কোনও খবর আছে ?"

"রাস্তায় যেতে-যেতে বলব।"

"তব শুনিই না ?"

"কৌবরা দল তোমাদের এলাকার থানা আক্রমণ করেছে। লকজ্মাপ তেন্তে তেওয়ারিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। আর এমন গুলি চালিয়েছে যে, মিঃ ত্রিবেদী আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন।"

বিয়াস দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কী হবে তা হলে ?"

"কী আবার হবে! এইবারই তো শুরু হবে আসল কাজ। প্রয়োজনে সব জায়গার পুলিশকেই আমরা সবদময় কাছে পাব এবার। সাপোর লেজে পা যথন পড়েছে সাপ তখন ছোবলাবেই। প্রশাসন কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? ওই বন্ধির লোকেদের মুখ থেকেই এবার বেরিয়ে যারে নাগরাজের খবরাখবর। ভানুদাসের জ্ঞাকামৃত্যু বার্থ হবে না।"

বিয়াস নতমস্তকে দাঁডিয়ে রইল।

বাবলু আর গস্থুজ খুব দ্রুততার সঙ্গে খেতে লাগল আলু-পরোটা। মা তখন কেটলিতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আর ঠিক সেই সময়ই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও হাজির।

বাবলু বলল, "এসেছিস, ভালই হয়েছে। একটু পরে আর্মিই যাচ্ছিলাম ভোলের কাছে। চল, সবাই মিলে বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি।"

বিলু বলল, "খবর কিছু শুনেছিস ?"

"কিসের খবর ?"

"এই ধর, আজকের সকালবেলাকার ঘটনার ব্যাপারে ?"

"শুনেছি। একটু আগেই মিঃ বর্মণ আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম তেওয়ারিকে ওরা লকআপ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর মিঃ ব্রিকৌ এখন আশঙ্কাঞ্জনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আছেন।"

বিলু হেসে বলল, "এই। ও তো পুরনো খবর। আসল খবর তা হলে শুনিসইনি।" ্বাবলু খাওয়া বন্ধ রেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিলুর দিকে চেয়ে বলল, "আসল খবর মানে ?"

"তেওয়ারি আর মজনুর লাশ এই একটু আগে ওই বস্তির ভেতরে ওদেরই ঘরের সামনে শুইয়ে রেখে গেছে ওরা।"

খাওয়া মাথায় উঠল তখন। "হোয়াট ?" বলে উঠে দাঁড়াল বাবলু। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা এ-খবব কোথায় পেলি ?"

ি বিলু কাঁচুমাচু মুখে বলল, "তুই রাগ করিস না বাবলু। একটু আগে ভোম্বলকে নিয়ে সাইকেলে চেপে আমিই একবার ওদিকে গিয়েছিলাম। ইছেটা এই, দূর থেকে বস্তিটাকে একটু নজরে রাখা। তার কারণ আমি কিছুতেই ভেবে পাছিলাম না কিসের জোরে তেওয়ারি আর মজনু আজ সকালে থানায় ঢুকে দারোগাকে রিভলভার দেখাল! কোবরা দলের লোকেরা কেউ এসে এ-কাজ করলে আমি চমকাতাম না। কিন্তু ওই বস্তিতে বাস করে ওই এলাকারই থানায় ঢুকে দারোগাকে প্রেট করা কভথানি দংসাহসী বাাপার বল তো হ"

্বারলু বলল, "এই একটা ঘটনাই তো সারাদিন আমার মনের মধ্যে ভীষণভাবে তোলপাড় করছে। তবে কাজটা কিন্তু তোরা ভাল করিসনি। আমাকে একবার জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তুই আমাকে ক্ষমা কর বাবলু। আসলে মজনুটাকে অন্ড তাড়া করেও ধরতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"তা হলে ব্যাপারটা বোঝ[°]। আমরা দলছাড়া হলে কোনও কাজই সফল হয় না।"

"তা ঠিক। তবে আমরা তো সবাই ছিলাম তখন।"

"পঞ্ছিল কি ? পঞ্ছ থাকলে নিশ্চয়ই পালাতে পারত না বাছাধন।" "ঠিক বলেছিস তই।"

"যাক, তেওয়ারি আর মজনুর মৃত্যুতে বস্তির লোকেদের প্রতিক্রিয়াটা . দেখলি १"

"বস্তিতে ঢোকার আগেই ওইরকম একটা খবর শুনে আর ভেতরে ঢুকিনি আমরা। তবে এটুকু শুনেছি, নাগরাজের কোবরা দলই করেছে এই কাজ। কেননা ডেডবডির বুকে ওরা একটা করে সাপের ছবি-আঁকা কাগজ রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে 'বুরবাকি কা ইনাম।' অর্থাৎ বোকামির পরস্কার।"

"তার মানে দারোগাকে রিভলভার দেখানোর ব্যাপারটা নাগরাজ মেনে নেয়নি।"

বাবলু বলল, "নাগরাজের মতো ধুরন্ধর লোক এই মাথা-মোটা লোক দুটোকে নিয়ে যে এতটা মাথা ঘামাল কেন, কিছু বুঝতে পারছি না। এতে তো এই এলাকার ইমেজ ওর একেবারেই নষ্ট হল। যেমন এর পর বস্তির লোকেরা ওর সহযোগী হবে না। পাড়ার মস্তানরা বা অন্য প্রভাবশালীরাও খেপে যাবে ওর ওপর। পুলিশও এদের মাধ্যমে অনেক খববাখবর পাবে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু একাল্ল হাজার টাকা চাঁদা বন্ধ হওয়ার ভয়ে পাড়ার ছেলেরা কি ওর বিরুদ্ধাচরণ করবে ? মনে হয় না।"

বিলুবলল, "তা হয়তো করবে না। কিন্তু পুলিশি তদন্তের চাপে অনেক কিছু স্বীকার তো করবে ? হয়তো জানা থাকলে কেউ ওর ঘাঁটির সন্ধানটাই দিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "এত সোজা নয়। ঘাঁটির সন্ধান কেউ জানলে তো দেবে। একবার হয়তো বস্তিটা কেনার পর এসে দেখা করেছিলেন মহাপ্রভু। তারপরে যা কিছু হয়েছে সবই দালাল মারফত। তেওয়ারি, মজনু, ছোকু, মদন, এরা হয়তো বিনা ভাড়ায় এখানে বাস করত, আর ওর পাপকাজে সাহায্য করত। মূল কোবরা দলের সঙ্গেই হয়তো পরিচয় ছিল না ওদের।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য হতে পারে।"

বাবলু বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জানিস ? এদের দু'জনকে মেরে নাগরাজ হয়তো এখান থেকে ওর পাততাড়ি গোটাতে চাইছে। ওরা দু'জনে বোকার মতো যা করল তার ফলে ওর পক্ষে এখানে রাজত্ব করা ্রবারে অসম্ভব ৷ কেননা, পুলিশ প্রশাসনকে বিব্রত করে কেউই নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। তবে একটা কথা, ও যত বিষাক্ত সাপই হোক না কেন, আর যেখানেই লুকোক, ওর গর্ত থেকে ওকে টেনে বের আমরা ¢ъ

করবই।"

বিচ্ছু এবার নিছক কৌতৃহলবশেই বিলুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাদের পরিচিত কোনও পুলিশ অফিসার সেখানে ছিল ?"

"পরিচিত-অপরিচিত কেউই ছিল না। খবর পাবে তবে তো যাবে !" বাবলু হঠাৎ খাওয়া ফেলে শিরদাঁড়া টান করে বলল, "আর একটুও দেরি নয় তা হলে। পূলিশ আসার আগেই আমাদের যেতে হরে ওখানে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরাও যাব তো ?"

"সবাই যাবি। কেননা, দলছুট থাকলে অনেক সময় হাতের মাছও ফসকে যায়। তাই সবাইকেই যেতে হবে।"

পঞ্চ ছিল রান্নাঘরে । বোধ হয় আলু-পরোটা খাচ্ছিল । বাবলুর কথার মর্ম ব্রঝেই ছুটে এল 'ভৌ-ভৌ' করে।

বাবলু বলল, "তুইও যাবি পঞ্। এখন তুই তো আমাদের ভরুসা। তোর ওপরই নির্ভর করছে আজকের এই অভিযান।" বলেই জামা-প্যান্ট বদলে চকিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। তারপর পিন্তলটা যথাস্থানে রেখে বলল, "আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শিগগির চল। দেরি করলেই সর্বনাশ।"

মা বললেন, "তোরও যেমন। সর্বনাশের আর বাকি রইল কী ? মেয়েটার খিদে পেয়েছে বলল, কিছুই তো খেল না সে ৭"

"তাডাতাডি খেয়ে নিতে বলো। চটপট। সবাই একট করে খেয়ে নিক। খুব তাড়াতাড়ি। পুলিশ যাওয়ার আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

বাচ্চ, বিচ্ছু বলল, "কেন বাবলদা ?"

"ভীষণ একটা ব্যাপার হতে চলেছে।"

বিয়াস খেতে-খেতেই বলল, "কী হতে চলেছে, বলোই না গো ।" "সে তুমি বুঝবে না। যা হতে চলেছে তার নাম কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ভগবান করুন, তা যেন না হয়। তবে আমার অনুমান মিথ্যে হবে বলে মনে হয় না।"

ওরা সবাই খুব তৎপরতার সঙ্গে যে যা পারল খেয়ে নিল। তারপর

একটও দেরি না **করে একেবারে রাস্তা**য়।

বাবলু ভীষণ উত্তেজিত। উত্তেজনায় থমথম করছে ওর মুখ।
বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী, খুলে বল দেখি ? তুই কি ভয়ন্ধর কিছুর
আশব্ধ করছিস ?"

"এত অভিযানের পর এও বলে দিতে হবে তোকে ? ব্রুতে পারছিস না টোপটা কিসের ? নরখাদক বাঘ দিকার করবার জন্য যেমন গোল-মোয় একটা কিছু বেঁধে রেখে দিকারি বসে থাকে টঙে, তেমনই নাগরাজেরও এটা একটা টোপ। তেওয়ারি আর মজনুকে খুন করে তাদের লাশ দুটো বস্তিতে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই দৃশ্য দেখার জন্য লোকের ভিড় বাড়ানো, পুলিশ প্রশাসনকে ডাকিয়ে আনা, তারপর...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। এবার বুঝতে পেরেছি তুই কী বলতে চাস!"

ভোম্বল বলল, "এইরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেও হয়নি কারও।"

বাচ্চু বলল, ''আমাদের না হোক, বাবলুদার তো হয়েছে।''

বিছু বলল, "ঘটনার গতি যেরকম, তাতে এইটাই হবে। হতে বাধ্য।"

বাবলু একট্ গম্ভীর হয়ে গম্বুজকে বলল, "তুই কিছু বুঝতে পারলি গম্বুজ, আমরা কিসের আশঙ্কা করছি ?"

গপুজ বলল, "তোদের মতো লেখাপড়া না শিখলেও বৃষ্ণতে আমি পেরেছি। তবে একটু আগে যদি বলতিস তা হলে চুনমূনটাকেও নিয়ে আসতাম। এখন আমাকে কী করতে হবে বল ?"

"তোকে যে-কাজটা করতে হবে সে-কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। তুই পঞ্চুকে ফলো করবি। ওটা কাছাকাছিই কোথাও থাকবে। চোখে পড়লেই নিক্তিয় করে দিবি।"

্ "দ্যাথ বাবলু, আমি ছোটখাটো জিনিসের মাস্টার। ওই বড়-বড় জিনিসের ব্যাপারস্যাপারগুলো ঠিক বৃথি না। তবে ওই বস্তির পেছন দিকে একটা পুকুর আছে, আমি ওটা সেখানে ফেলে দিতে পারব।" "তা হলেও হবে।"

"কিন্তু ধর, যদি তোর অনুমান মিথ্যে হয় ?"

"সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু এখানে নাগরাজ, সেহেতু একটা ছোবলের আশঙ্কা এখানে থেকেই যায়।"

ওদের কথাবার্তা শুনে ভয়ে শিউরে উঠল বিয়াস। বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে কলল, "তাই যদি হয়, তা হলে আপদ চুকে যাক। তোমরা আর এর মধ্যে মাথা গলিয়ো না। কী হবে গুইসব ঝুট ঝামেলায় দিয়ে ?"

"সে কী । তা হলে তোমার ব্যাপারেই বা আমরা মাথা গলাব কেন ? কালু থেকে তা হলে নিজের দায়িত্ব তুমি নিজেই নিয়ো ।"

বিয়াসের মুখটা স্লান হয়ে গেল। বলল, "তোমরা আমাকে ভূল বুঝো না। আমি কেন ভয় পাচ্ছি জানো ? যদি তোমরা ওখানে যাওয়ার পরই ওই দুর্ঘটনা ঘটে।"

"তা হলে মরব। মানুষ তো মরবার জনাই জন্মায়। কিন্তু যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে তো চুপ করে থাকা যায় না। এটাই আমাদের কাজ।"

"আমাকেও তা হলে সঙ্গে নাও তোমাদের।"

"তা হয় না বিয়াস। উচ্ছাসের মাথায় কোনও কিছু করতে এসো না। তা ছাড়া অলভান্ত তুমি। এই সঙ্গিন মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বিপাদের বোঝা আমরা বাড়াব না। এখন তুমি ঘরে যাঁউ, পরে আমরা যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু জোর করেই বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌছে দিয়ে বন্তির কাছে এল। ভীত, সন্ত্রন্ত মানুষের জটলা তখন চারদিকে। বাবলুরা বন্তিতে ঢুকে একবার গিয়ে দেখে নিল ডেডবর্ডি দুটো। রান্তার ওপর পাশাপাশি তারে আছে তেওয়ারি ও মজনু। সেই মরদেহ বিরে সে কী দারুল উত্তেজনা। ওদের আত্মীয়স্তলদের বিলাপের সূরে চোখে যেন জল আসে। যতই দুষ্ট হোক, তবু মানুষ তো। দুক্তন বন্দুকরারী পুলিশ ভিড় ইটাতে বাস্ত। পুলিশের বড়কতারি তথনতে এসে পৌছননি কেউ।

বাবলুর নির্দেশমতো পঞ্চ তথন মাটি গুঁকে সর্বত্র ছুটোছুটি করছে, আর

۲,

গপুজ তার হেঁড়ে মাথাটা নিয়ে যেখানে জঞ্জাল, যেখানে আবর্জনা, সেখানেই হাতডাচ্ছে।

তাই দেখে কয়েকজন বস্তিবাসী হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল ওদের দিকে। একজন বলন, "সেই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো আবার এসেছে রে! এরাই যত নষ্টের মল।"

আর-একজন বলল, "এদের সঙ্গে সেই বাঁচুলটাও রয়েছে দেখছি। ওরে এই হেঁড়ে-মাথা! কী করছিস এখানে ? লুটপাটের মতলব আছে নিশ্চয়ই ?"

বাবলু এবার রুখে দাঁড়াল ওদের দিকে। বলল, "আমরা যা করছি করতে দিন। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। এক পাও এগোবেন না কেউ।"

আর-একজন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল, "তবে রে বিচ্ছু বদমাশ। দাঁড়া তোদের মজা দেখাছি । কাল কিছু বলিনি, কিন্তু আজ ছাড়ব না।" লোকটাকে লাঠি নিয়ে ছুটে আসতে দেখেই পঞ্চ ভীষণ গর্ভনৈ তেড়ে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁকডাক করে এমন তাড়া লাগাল যে, কামড়ের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। তেওয়ারির দক্ষাল বউটা তথন কারা ভূলে যা নয় তাই বলে গালাগালি করতে লাগল ওদের।

আর সেই মুহূর্তে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গম্বুজ, "পেয়েছি, পেয়েছি। বাবলু শিগুলির আয়।"

পান্তৰ গোয়েন্দারা সবাই ছুটে গেল সেইদিকে। এতক্ষণে দেখা গেল দু'জন লোককে সাহস করে এগিয়ে আসতে।

"কী পেয়েছ ! কী পেয়েছ গো তোমরা ?"

বাবলু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "সাত রাজার ধন এক মানিক। নেবেন নাকি আপনারা ? অ্যান্ত বড় একটা সোনার তাল।"

"সোনার তাল ! কই দেখি, দেখি ! ওরে বাবা, সোনার তাল যে চোখেও দেখিনি কখনও ।"

এবার আরও অনেকেই ছুটে এল, "কই, কোথায় তোমাদের সোনার তাল ? একবার দেখাও না !"

কে যেন একজন বলল, "তাই তো বলি, ভদ্রনে,াকের ছেলেরা হঠাৎ ৬২ বস্তিতে কেন, নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।"

সবাই এলে বাবলু অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিল, "ওই, ওই যে ওখানে । ওই আপনাদের সোনার তাল ।"

দেখামাত্রই শিউরে উঠল সকলে।

যারা চেনে তারা সভয়ে পিছিয়ে এসে বলল, "কী সাঙ্জ্বাতিক। এ-জিনিস এখানে কেন ?"

বাবলু বলল, "এই জিনিসই তো এখানে থাকবে। এখানে তো . ভানুগাসের মতো খাঁটি সোনার জায়গা হবে না। এইসব সোনা জায়গা করে নেবে এখানে। এখন কী করবেন করুন।"

একটা আতঙ্ক এসে যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করল বস্তিবাসীদের।

ওদেরই মধ্যে যারা একটু সক্রিয়, তারা নিচ্চিয় করে দিল বিফোরকটাকে। তারপর সবাই মিলে সেটাকে রেখে এল পেছনের পুকুরে কচুরিপানার জঙ্গলে। হাতের কাছেই রাখল। যাতে পুলিশ এলে দেখাতে পারে।

সবাই ধন্য-ধন্য করতে লাগল ওদের। বলল, "আমরা তোমাদের ভূল বুঝেছিলাম ভাই।"

বাবলু বলল, "ভূল বোঝাই স্বাভাবিক। তবে একটা কথা, এখনও কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এইরকম মারাত্মক জিনিস যে এই বন্তিব ভেতরে আরও দু-একটা নেই, তাই বা কে বলতে পারে? আপানারা সবাই মিলে এবার হারিকেন-টি হাতে খুঁজতে থাকুন চারদিকে। দু-একজন থানায় গিয়ে পুলিশকে জানান। ওরা এসে মেটাল ভিটেন্টর দিয়ে পরীক্ষা করুক। আর বাড়ির লোকজনদের বলুন তারা যেন এই মুহূর্তে বন্তির বাইরে চলে যায়। আপানারা আপানামের কাজ করুন, আর পালা করে দিনরাত পাহারা দিন এখানে।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ।

ভয় এমন জিনিস যে, চোখের পলকে বস্তি সাফ।

তথন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর সেই অন্ধকারে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে কী যেন দেখে উব্ধার গতিতে ছুটে গেল পঞ্ছ। সে কী ভীষণ রূপ তার। পঞ্চুর তখনকার সেই বিক্রম দেখে মনে হল, বাঘও বঝি ওর চেয়ে অত ভয়ঙ্কর নয়।

এর পর অনেক পুলিশ এল। দলে-দলে। দু-তিন গাড়ি-ছর্তি
পুলিশ। বড়-বড় অফিসাররা এলেন। পাশুর গোয়েন্দানের মুখে সব
কথা দোনার পর অনেক তদন্ত হল। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই বোমা, বারুদ, মারাত্মক অক্রম্বার সব বেরিয়ে
এল বক্তিবাসী অনেকের খর থেকে। তবে অন্য কোনও ওই ধরনের
বিফোরক কিছু আর পাওয়া গেল না। এই তদন্তে দশ-বারোজনকে
গ্রেহণতার করা হলেও ছেকু আর মদনকে দেখতে পেল না কেউ। এই
দুজন যুবক যেন বন্তিবাসীদের ভেতর থেকে রহসাময়ভাবে উধাও হয়ে
গোল।

কিন্তু পঞ্ছই বা গেল কোথায় ? সেই যে গেল আর তো ফিরল না। পান্ডব গোয়েন্দাদের মনের অবস্থা তথ্যন সাজ্যাতিক । একটা ভয়ের মেঘ যেন ওদের মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল। এমন তো হয় না কখনও। তবে কি নাগরাজের বিষ-নিশ্বাস পঞ্ছর ওপর দিয়েই গেল ? ওরা অনেকক্ষণ অপেকা করে চারদিকে তন্নতম করে ইজেও পঞ্ছর দেখা পেল না। সবশেষে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গল্পজকে বিদায় দিয়ে সে-বাতের মতো ঘরে ফিরল সবাই। বাবলুর দুঁ চোথে এখন ক্রাধ্বের অগ্নিশিখা। পঞ্ছর কিছু হলে এই ক্রোধানলে ভধু নাগরাজ কেন, ওর কোবরা দলের ভভারাজ্যন্তও ছারখার করে দেবে ওরা।

11.8.11

এক অস্থির উত্তেজনায় ছুটফট করতে লাগল বাবলু। মা-ও কেঁদে-কেঁদে সারা হলেন। পঞ্চুর অভাবে এই বাড়িতে এখন শোকের ছায়া। কারও খাওয়াগাওয়াও হয়নি পর্যন্ত । পঞ্চুকে উপোসি রেখে কোনও কিছু কি মুখে দেওয়া যায়! বাবলু গালে হাত দিয়ে শুধু ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে।

ঘড়ির কাঁটায় বারোটা। বাবাকে দুর্গাপুরে একটা 'কল' করবে বলে উঠে দাঁডাতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। ু বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল. "হ্যালো মাই বয়, হাউ আর ইউ ?"

"ভ আব ইউ १"

"হামকো পয়ছানা নেহি ?"

"না। এমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনেছি বলেই মনে হয় না। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন ?"

"কোবরা হাউস, ফ্রম…।"

· "ও। আপনিই তা হলে সেই কুখ্যাত কোবরা ! তা হঠাৎ,আমাকে কী মনে করে ?"

"আরে দোন্ত! আমি সবসময় হিরো-মন্তানদের আমার কোবরা ব্রিটিংস জানাই। তোমরা সন্তিকারের সাহসী ছেলেমেয়ে। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমি হলাম নাগরাজ কোবরা। তুম সব হামারা ধালা ছোড় দো।"

বাবলু বলল, "আমাদের অনেক কাজ। আমরা আপনার ধান্দা করছি এ-কথা কে বলল ? আপনার ধান্দা তো পুলিশ করবে।"

"আরে পুলিশ হামারা ক্যা করেগা। লেকিন তুমহারা বারেমে হামারা পাশ কুছ খবর আয়া। হামারা পুরা প্লান খতম কর দিয়া তুমনে। লেকিন ইয়াদ রাখো, দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ানিং। তুম আউর এক কদম বাড়েগে তো হামারা সাথ দুশমনি পাক্কা হো যায়েগা।"

"মিঃ নাগরাজ ! আপনোর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা দুশমনিই চাই। দোস্তি নয়। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ভানুদাসের হত্যার বদলা আমরা নেব। আপনার বিষদাত আমরা ভাঙবই।"

"তা হলে এইবার তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। নাউ প্রিপেয়ার ফর ইয়োর লাস্ট মোমেন্ট।"

"ওই একই পথের পথিক হওয়ার জন্য আপনিও তৈরি থাকুন মিঃ নাগরাজ। মনে রাখবেন, আমরাই আপনার নিয়তি। ডু ইউ আভারস্ট্যান্ড ?"

"ও, ইয়েস। আয়্যাম দ্য গ্রেট নাগরাজ কোবরা। মাই নেম ইজ নাগ্লারাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।" বাবলু কঠিন গলায় বলল, "বোকা ! রিমেম্বার দ্যাট, উই আর অল কার্বলিক আসিড ।"

"আই হেট ইউ অল।"

"ফুঃ।" বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মা কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "কে রে ? কে কথা বলছিল তোর সঙ্গে ?"

"ও তমি চিনবে নামা।"

"সত্যি করে বল, আমি কিন্তু সব শুনেছি।"

"শুনে ভয় পাবে না তো ?"

"আমি না তোর মা !"

"নাগরাজ কোবরা।"

মা শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে ?"

"কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না লোকটা আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে ?"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় দুমদাম আওয়াজ।

বাবলু পিস্তলটা হাতে নিয়েই দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কে ?"

"বাবলু ! শিগগির দরজা থোল । আমি গম্বুজ ।"

বাবলু দরজা খুলেই বলল, "কী ব্যাপার १ এত রাতে কী হল তোর ?" গম্বুজ ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "পঞ্চু ।"

"পঞ্চ! কোথায় পঞ্চ!"

"দেখবি আয়, কী কীর্তি করেছে সে।"

বাবলুর মনে আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের উচ্ছাসে কী যে করবে সে, তা ভেবে পেল না। সঙ্গে-সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে টেলিফোনে খবরটা সবাইকে দিয়ে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, সবাইকে।

বিলু আর ভোম্বল বলল, "তুই একটু অপেক্ষা কর বাবলু, আমরা এখনই যাচ্ছি। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত যেন চলে যাস না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা। তবে এই রাতদুপুরে বাচ্চু, বিচ্ছুকে আসতে

স্মানা করিস।"

কিন্তু করলে কী হবে ? বাচ্চু, বিচ্ছুই সবার আগে এল । তারপরে বিলু আর ভোম্বল ।

মা বললেন, "খব সাবধানে যাবি কিন্তু তোরা +"

বাবল বলল, "আমরা দারুণভাবে তৈরি।"

ওরা রাস্তায় নেমে টর্চের আলোয় পথ দেখে গম্বুজের সঙ্গে এ-পথ সে-পথ করে এগিয়ে চলল ।

বাবলু বলল, "এবার বল তো পঞ্চুর সন্ধান কী করে পেলি ?"

"হুঁ হুঁ বাবা। সে ভারী মজার ব্যাপার।"

বাবল বলল, "ব্যাপারটা কী, শুনি তা হলে।"

গম্বুজ বলল, "ওখান থেকে ফিরে আসার পর ঘরে এসেও মনটা ছির হচ্ছিল না। পঞ্চর জন্য আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া কেউ না দেখুক আমি তো দেখেছি তোর চোখ দুটো ছলছল করছিল কীরকম। তা মালোপাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গানা। সে রিকশা চালায়। হঠাৎ মনে হল ওর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি। মনে হতেই চুনমুন্টাকৈ সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। কাঁধের ঝোলাটাও সঙ্গে নিলাম।"

"ঝোলাটাকে নিলি কী জন্য ?"

"দ্যাখ বাবলু, তুই আমার গুরু। তুই আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিস, তাই ওটাকে নিতেই হল। ওর ভেতরে এমন দু-একটা জিনিস ভরা আছে না, যা দেখলে যুমের দূতরাও আমাকে দেখে সাবধান হবে।"

"তারপর কী হল বল।"

"তা আমার বন্ধু গনশার আবার একটু রম খাওরার শখ ছিল। তাই আমরা দু'জনে গেলাম লালজলায় খেজুরের রস চুরি করতে। গিয়েই দেখি পঞ্চ।"

"পঞ্চু । পঞ্চু ওখানে কী করছিল ?"

"আমরা তো এসে গেছি, গেলেই দেখতে পাবি। আমি গনশাকে বিদায় দিয়ে চুনমুনকে পঞ্চর কাছে বসিয়ে রেখেই ছুটে এসেছি তোদের কাছে।" বিলু খুশি হয়ে বলল, "ভাগ্যে তুই গিয়েছিলি। না হলে কি এত সহজে পঞ্চর খবর পেতাম ?"

গপুজের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেই ওরা লালজ্ঞলার ধারে এল। বড়-বড় কচুমিশানায় ভর্তি জলায় এসেই ওরা দেখল সেই অন্ধকারে জলার দিকে তাকিরে পঞ্চু আর চুনমুন চুপ করে বসে আছে। ছিপ্ ফেলে মাছ ধরবার সময় লোকেরা ঘেমন ফাতনার দিকে নজর রেখে বসে ধাকে, ওরাও ঠিক সেইভাবেই তাকিয়ে আছে পানাগুলোর দিকে। একটু কিছু নড়ে উঠলে দৃগুলেই ছুটে যাছে, সেইদিকে।

বাবলু গিয়েই ডাকল, "পঞ্ছু!"

গম্বুজ ডাকুল, "চুনমুন !"

চুনমুন লাফিয়ে এসে গন্ধুজের কাঁধে চড়লেও পঞ্চু কিন্তু এল না। সে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে ঘন-ঘন লেজ নেড়ে নিজের কাজে মন দিল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো ?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই কাউকে তাড়িয়ে এনে ওর ভেতরে ফেলেছে ও।"

্ত্র ভোম্বল বলল, "কে সে ! কাউকে দেখতেও তো পাচ্ছি না ।"

বিলু বলল, "দেখবি কী করে ? সেই সদ্ধে থেকে এত রাত অবধি কেউ যদি ওই জলায় লুকিয়ে থাকে তা হলেও কি সে গেঁচে আছে ? ওই পচা জলের ঠাণ্ডায় তো কোলাপস হয়ে গেছে সে।"

বাবলু তথম জলার দিকে আরও একটু এগিয়ে বলল, "কে আছ এর ভেতরে, সাডা দাও।"

বাবলুর কথার কোনও উত্তর এল না।

বাবলু আবার বলল, "ভয় নেই তোমার। যেই হও, তুমি উঠে এসো।"

এতক্ষণে সাড়া মিলল, "তোমাদের ওই কুকুরটা আমাকে কামড়াবে না তো ?"

"কুকুর আমাদের দেশি হলে কী হবে, জাত ভাল। যাকে-তাকে কামড়ে ও নিজের জাত খোয়াবে না। এসো, উঠে এসো মানিক আমার !"

সর্বাঙ্গ জলে ডেজা ছুঁটোর মতো একটা লোক কোনওরক্মে কাঁপতে-কাঁপতে ডাঙায় উঠেই ধপাস করে পড়ে গেল। ওর হাতে কী যেন একটা ছিল। বাচ্চু, বিচ্ছু সেটা নিয়ে নিতেই বাবলু চমকে উঠল তাই দেখে। বলল, "আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, এই তার প্রমাণ।"

"এটা কী বাবলুদা ?" "ভিটোনেটার। এই দ্যাখ, পর-পর দুটো বোভাম এর। অর্থাৎ দু-দুটো বিক্ষোরক ধ্বংসের জন্য রাখা ছিল ওদের। একটাকে আমরা নিক্তিয় করেছি, আর-একটা কোথায় আছে কে জানে ?"

বাবলু লোকটাকে চিত করে শুইয়ে বলল, "কী নাম তোমার ?"

কিন্তু কে দেবে উত্তর ? লোকটি তখন সংজ্ঞাহীন।

গপুজ বলল, "এই সামনেই মালোপাড়া। আমি ছুটে গিয়ে আমার বন্ধু গণেশের রিকশাটা নিয়ে আসব বাবলু ? তা হলে লোকটাকে তোদের ওই বাগানে নিয়ে গিয়ে একটু টক-ঝাল দিলে জ্ঞানও ফিরবে আর ভালরকম মেরামত করলে বোলও ফুটবে ওর।"

বাবলু বলল, "তাই যা। বেশি দূরে নয় তো ?"

"খুব কাছেই। যাব আব্র আসব।"

গম্বজ এক ছুটে চলে গেল।

পাশুর গোয়েন্দারা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে লোকটাকে টেনে ইচড়ে নিয়ে এসে শোওয়াল একটা গাছতলায়। সবে শুইয়েছে, এমন সময় দুম-দাম-দুম। পর-পর তিনটে বোমা ফাটার শব্দ। সেইসঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়াছ্ক্র চারদিক।

বাবলু বলল, "যা, গোল রে।"

ভোম্বল বলল, "কী হল বল দেখি ?"

"নির্ঘাত একটা বিপর্যয় ঘটেছে। গম্বুজটা যা ছোটান ছুটল, এই অন্ধকারে ঠিক মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে ওরই ব্রহ্মান্ত্রে ও-ই মরেছে দ্যাখ।"

ব্যাপারটা কী হয়েছে দেখবার জন্য সবার আগে ছুটল পঞ্চু। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাঙ্কু, বিঙ্কুও ছুটে গেল ওর পিছু-পিছু। ওরা গিয়ে দেখল,

ھو

একটা কালো অ্যাম্বাসাডার রাস্তার ধারে কাত হয়ে আছে। তাতে কোনও আরোহী নেই। আর ন'-দশ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে মুখ-হাত বাঁধা অবস্থায় পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খাছে।

গস্থুজ গিয়ে তাকে বাঁধনমুক্ত করতেই মেয়েটি জড়িয়ে ধরল গস্বজকে।

বাবলুরা সবাই তখন গিয়ে পডেছে।

বাবলু বলল, "ও কে রে ? চিনিস তুই ওকে ?"

"চিনি। মালোপাড়ায় থাকে।"

বাবলু ওর বাবা-মাকে আসতে দেখে বলল, "যাক, মেয়ে যখন ফিরে পেয়েছেন এবার ঘরে যান।"

বাবলুরা সবাই তথন দলবদ্ধ হয়ে সেই আখোসাডারের কাছে গিয়ে তার তেতরে টর্রের আলো ফেলে দেখতে লাগন ওদের কাজে লাগে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় কা। কিছু না, চোরেরা এমন চতুর বে, কিছুই ফেলে যায়নি তারা। শুধু যা ফেলে গেছে তা এই গাড়িটা। গৃস্থুজের বোমার আঘাতে এর পেছন দিনের দুটো টায়াবই নই হয়েছে। না হলে পালাত ঠিক। কিছু চোখের পলকে ওরা গেল কোথায়?

হঠাৎই তার উত্তর এল "ডিস্কুম।" গম্বুজ চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল, "আ-আ-আ-।"

সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চও।

সে অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমন একজনের ওপর, যাকে দেখে সবাই চমকে উঠল। সে আর কেউ নয়, ছোকু।

বাবলু বলল, "এ কী, তুমি !"

আর তুমি! ততক্ষণে আরও একজন ধরা পড়েছে। সে হল মদন। পঞ্চু খুঁজে বের করেছে তাকে। এরা দু'জনেই এসেছিল ছেলেমেয়ে চুরি করতে। সঙ্গে ছিল ড্রাইভার। সে পলাতক।

উত্তেজিত জনতা তখন ঝাঁশিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তারপর পুজনকে ধরে সে কী মার। মারের চোটে পুজনেই যখন জ্ঞানহারা, বাবলু তখন সকলকে বুঝিয়েবাঝিয়ে বহুকটে উদ্ধার করল ছোকুকে। কেননা, এই মুহুর্তে ওকেই এখন বেশি দরকার। তার চেয়েও বেশি দরকার যেটা, সেটা হল গম্বুজের কী হল দেখা। ছেলেটা তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছ, সবাই ছুটে গেল তার কাছে।

গম্বুজ কাতর গলায় বলল, 'আমার কপালে সুখ আর সইল না রে বাবলু : শয়তানরা আমাকে বাঁচতে দিল না।"

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? সব ঠিক ছয়ে যাবে। তোর বাবস্থা আমরা করাছি। তবে এও জেনে রাখিস, এর বদলা আমরা নেবই।" তারপর স্থানীয় লোকজনদের বলল, "আপনাদের ভেত্তর থেকে কেউ নিয়ে একটু আাম্বুলেদে ফোন করে দিন না। ওকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।"

একজন বলল, "আমাদের এখান থেকে ফোন করবার কোনও ব্যবস্থা তো নেই। তবে একজনদের একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে, সেটাকেই বরং নিয়ে আসছি।"

"তা হলে তো আরও ভাল হয়।"

পাস্থার ললা, "কী হবে আমাকে নিয়ে অযথা ছুটোছুটি করে ? আমি
আর বাঁচব না রে! আমার অভিশপ্ত জীবনের আজই শেষ। তোদের
কাছে আমার একটা অনুরোধ, চুনমুনটাকে তোরা দেখিস। দুবেলা দুটো
থেতে নিস ওকে। না হলে তোরা তো বাইরে যাদ, কানও
জঙ্গল-উপলে ছেড়ে দিস। এবার থেকে মুক্ত জীবনবাপন করুক ও।"
বাবলু বলল, "ওসব কথা পরে হবে। তোকে এখন হাসপাতালে তো

নিয়ে যাই।" "কোনও লাভ হবে না ৷ আমার খুব যন্ত্রণা । ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে

আমার। কেউ আমাকে একটু জল দিতে পারিস ?" এখানে জলের অভাব নেই। পাশেরই একটি কল থেকে বিচ্ছু ছুটে

গ্রিবানে জালোর অভাব বেব। গালোর বরণাত বলা বেবে বিচাপ বুজল গার্বজন গার্বজন

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে গেছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থানীয় দৃ'জন লোকের সঙ্গে গম্বজকে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। ওব বন্ধ গনশাও গেল সঙ্গে। বাবলু বলল, "এইখানকার ঝামেলা মিটিয়ে আমরাও যাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হলে এমার্জেন্সিতে আমাদের নাম করিস, কেমন ?"

গমুজ চলে গোলে পাণ্ডব গোরেন্দারা ছোকু আর মদনের মুখোমুখি হল। উত্তেজিত জনতার হাতে ধরা পড়ে ওরা দু'জনেই বাধা ছিল একটা গাছের সঙ্গে। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওদের।

বাবলু ছোকুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "কী করলে কী তোমরা, অযথা ছেলেটাকে গুলি করার কোনও প্রয়োজন ছিল ?"

ছোকু একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে অনুশোচনাহীন হাসি হেসে বলল, "রং টার্ফোট। আমি মারতে গিয়েছিলাম তোকে। কিন্তু ফসকে গেল।"

ভোম্বল তথন সজোরে একটা ঘুসি মারল ওর মুখে।

জনতা বলল, "তোমরা সরে এসো ভাই। ওদের ওযুধ আমরা দিচ্ছি। থানা-পুলিশ পরে যা হওয়ার হবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক মিনিট।" বলেই ছোকুকে বলল, "জীবনমৃত্যুর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গোঁছে গোছ তোমরা। এই উন্মন্ত জনতার গ্রাস থেকে আজ আর তোমাদের মুক্তি নেই। মরবার আগে তোমাদের কোনও প্রার্থনা আছে?"

"আছে। একবার যদি ছাড়া পাই, তোদের ঘরবাড়ি, এই মালোপাড়া, আমরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই।"

"সে-চেষ্টা তো করেছিল তোমার বস । কিন্তু পারল কই ?"

ছোকু যেন বিশ্বাসও করতে পারল না বাবলুর কথা, এমনভাবে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "দেখছ কী ? ও চাল ভেন্তে গেছে।"

বাবলুর ইঙ্গিতে বাচ্চু, বিচ্ছু ডিটোনেটার হাতে এগিয়ে এল। বাবলু সেটা হাতে নিয়ে একেবারে ওর চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "এবার নিশ্ডাই বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথাটা ? তাই বলি, মরবার আগে সভিয় কথাটা বলে যাও। দুলারি কোথায় ?"

"জানি না।"

ূ"সুখি কোথায় ?"

"জানি না।"

"তোদের বাবা নাগরাজ কোথায় ?"

"জানি না ।"

এবারে আর ঘুসি নয়। বিলু সন্ধোরে ওর পেটে লাথি মেরেছে একটা।

বাবলু বলল, "এখনও বলো। না হলে এই কুকুর কিন্তু হাড়-মাংস চিবিয়ে থাবে তোমাদের।"

পঞ্চর চোথের দিকে তাকিয়ে এবার দারুণ ভর পেল ওরা। ছোকু বলল, "সত্যি কথা বললে কী তোরা ছেড়ে দিবি ?"

"না। সত্যি বললেও ছাড়ব না, মিথ্যে বললেও না। তবে তোমাদের মুখ থেকে আমরা সত্যি কথাটাই শুনতে চাই।"

"উনি তো এখানে থাকেন না । উনি থাকেন বস্তারে।"

"বস্তারে কোথায় থাকে ? কোনখানে ? বস্তার কি একটুখানি জায়গা ? তা ছাড়া একটু আগেও তো সে আমাদের ফোনে হুমকি ধিয়েছিল।"

"কী করে হয় ? আজই তো এখান থেকে গুর চলে যাওয়ার কথা।" "তা আমরা জানি না। কিন্তু ফোন সে করেছিল। এখানে সে থাকত কোথায় ? কোথা থেকে ফোন করেছিল সে ?"

"এখানে কোনও ঠেক ছিল না। তবে আজ ওর সিরান্ধ হোটেলে থাকবার কথা ছিল।"

"আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে ?"

"জানি না।"

"বস্তারে কোথায় থাকে সেং বস্তার একটা জেলা। সেটা মধ্যপ্রদেশে।"

"শুনেছি দণ্ডকারণ্যের ভেতরে জগদলপুরে ৷"

ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটা ইট এসে পড়েছে তখন ওর মুখে।

বাবলু বলল, "শান্ত হোন, শান্ত হোন আপনারা। ওকে বলতে দিন।"

"বলছে না কেন ব্যাটা বদমাশ। কেন এত পাঁয়তারা কষছে ?"

বাবলু বলল, "বলে ফেলো। এমনিতেই তোমরা বাঁচবে না। একবার অন্তত সতি৷ কথাটা বলে যাও।"

ছোকু এবার এক নিধাসে বলে গেল, "দুলারি আর সুখি, সেইসঙ্গে আরও কয়েকজন পিলখানায় বৃদ্ধু ওস্তাদের বাড়িতে আছে। আর কোবরা সাহেব থাকে জগদলপুরের গোলবাজারে। চিত্রকোট ওয়াটার ফলস-এর আশপাশে আর কূট্যসারের গুহার মধ্যে ওর...।"

ততক্ষণে আর-একটা ইট এসে পড়েছে। সেই আঘাত এমনই মোক্ষম যে, ছোকু আর-একটি কথাও বলতে পারল না। না পারুক। জগদলপুর যখন মিলেছে তখন বাকিটা যে সতিয় তাতে আর সন্দেহ নেই।

বাবলুর। ওদের কাছ থেকে সরে আসতেই জনতাকে আর ঠেকানো গেল না। তারা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে গড়ল দু'জনের ওপর। তারপর সে কী ভীষণ মার! সে-দশ্য দেখা যায় না।

ততক্ষণে কোথা থেকে যেন টহলদারি পুলিশের একটা ভ্যান এসে হাজির হয়েছে। একজন ইনস্পেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, "কী বাপার।এখানে এত গোলমাল কিসের ?"

পুলিশ দেখেই ভিড় ফাঁকা।

এই পুলিশরা সবাই চিনত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। সব শুনে তারা য্থন ছোকু ও মদনের কাছে গেল তখন দ'জনেরই শেষ দশা।

বাবলু বলল, "একজন শুধু জলার ধারে পড়ে আছে।" ইনম্পেক্টর বললেন, "কই. চলো তো দেখি।"

বাবলু ডিটোনেটারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাও সঙ্গে নিন।" "কী এটা ?"

"সেই অভিশপ্ত মারণযন্ত্র। আর-একটু দেরি হলেই যার কেরামতিতে বহু লোকের প্রাণ যেত।"

দুজন কনস্টেবল ছোকু ও মদনের পাহারায় রইল। বাকিরা চলল জলার ধারে সেই লোকটাকে ধরতে।

সেখানে তখন নর-বানরে যুদ্ধ।

লোকটা যেভাবেই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু

চুনমূন তার ওপর লক্ষমম্প করে আঁচড়েকামড়ে এমন জ্বালাতন করছিল যে, গালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

বিলু গিয়ে বলল, "কী বাবা! বেশ ভালই নকশা দিতে শিখেছ দেখছি। আমাদের সামনে মড়ার ভান করে পড়ে থেকে যেই আমরা সরে গেছি অমনই খাড়া হয়ে উঠেছ। এবার চলো, শ্রীঘরে গিয়ে আরাম করে থুমোরে।"

লোকটি তো পুলিশ দেখেই অবাক !

ইনম্পেক্টরের নির্দেশে পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভানে ওঠাল তাকে।

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে আসি ? হাসপাতালের এমার্জেনিতে এখনই একবার যেতে হবে আমাদের। ছেলেটার কন্ডিশন না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না আমরা।"

পাশুব গোরেন্দারা বিদায় নিলেও চুনমুন কিছুভেই এল না ওদের সঙ্গে। সে একটা গাছের ভালে উঠে বসে রইল চুপচাপ। বোধ হয় গন্ধুজের প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও গাছ থেকে নামাতে পারল না তাকে।

়জলা থেকে ফিরে প্রথমেই বাড়ি এল সকলে। তারপর বাবলুর বাড়িতে গিয়ে আবার সবাই একজোঁট হল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। মা সারারাত জেগে। পঞ্চু নেই। ছেলেটা বাইরে। এই অবস্থায় কি চোখে ঘম আসে ? পঞ্চকে ফিরে পেয়ে তাই সে কী আদর মায়ের!

বাবলু সকলকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রথমেই টেলিফোনে ওলের লোকাল থানার মিঃ বর্মণের সঙ্গে কথা বলল। বর্মণ সব তেনে চমকে উঠলেন, "বলো কী! কোবরা দলের একজন ধরা পড়েছে ? যাই হোক, কান টানলেই যেমন মাথা আসে, এবার বাদবাকিদেরও ধরতে অসুবিধে হবে না।"

"কিন্তু সার, ওরা যে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছে।"

"সেটা তো আমাদের দেশের পক্ষেই মঙ্গল। ওরা বুঝেই গেছে বাংলার মাটিতে সন্ত্রাস চালানো এত সোজা নয়।" বাবল বলল, "মিঃ ত্রিবেদী কেমন আছেন ?"

"উনি এখন ক্রত আরোগ্যের পথে।"
"উনি ভাল হয়ে ঘরে ফিকুন, এই কামনা করি। এখন আমাদের
দূলিন্তা গর্ম্বনকে নিয়ে। আমরা এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনি
আমাদের হয়ে একটু বলে দিন না, যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয়
ফেলেটার।"

"ওর ব্যাপারে তোমাদের দৃশ্চিন্তার কোনও কারণ আর নেই।"

"কো সার ?"

"আমার কাছে খবর আছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেছে ছেলেটি।"

বাবলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না । বলল, "ঠিক বলছেন আপনি ?"

"পুলিশের কাছে এইসব খবর কি বেঠিক থাকে ? যাই হোক, ওর শেষ কাজটা আমরাই করিয়ে দেব।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে পড়ল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই একসঙ্গে জিঞ্জেস করল, "কোনও খারাপ খবর ?"

বাবলু বলল, "খু-উ-ব খারাপ খবর ।"

"কীরকম তবু ?"

"গম্বজ নেই।"

"কী বলছিস তুই !"

"ঠিকই বলছি রে। নিয়তির ডাকে চলে গেল ছেলেটা।"

একটা শোকের ছায়া যেন নেমে এল নতুন দিনের শুরুতেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চ, বিচ্ছু, সবাই মন খারাপ করে বসে রইল।

বাবলু বলল, "আজ আর কেউ কোথাও যাস না। সারা দুপুর আজ মিতিরদের বাগানে আমাদের আলোচনা হবে। ভানুদাস আর গধুজের খুনের বদলা আমরা নেবই।"

সবা**ই সমস্বরে বলল,** "এ-ব্যাপারে সবাই আমরা একমত।"

পঞ্চুও তালে তাল দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ ভৌ-ভৌ।" বাবলুর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সবাই যে-যার মতো চলে গেল। ওরা

চলে যাওয়ার পরই দুর্গাপুর থেকে বাবলুর বাবা এলেন।

বাবা এসেই পঞ্চকে দৈখে বললেন, "এই তো পঞ্চু, কোথায় ছিল ও ?"

বাবলু বলল, ''পঞ্চুর ব্যাপার তুমি কী করে জানলে বাবা ?''

"তোর মা কাল রাতেই আমাকে ফোন করেছিল। শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। ভাগাক্রমে আমানের কোম্পানির একটা গাড়ি আসছিল কলকাতায়, তাতেই চলে এলাম।"

বাবলু তথন সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব গুনে বাবা বললেন, "এখন কারও বদলা নিতে যাওয়ার চেয়েও তোদের প্রধান কাজ হল ভানুদাসের বিপন্ন পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁডানো, তার ছেলেটাকে উদ্ধার করা, আর...।"

"আর কী ?"

"দূলারি আর সৃথির সঙ্গে যেসব ছেলেমেয়ে বৃদ্ধু ওপ্তাদের ওথানে আটকে আছে তাদের কথা এখানকার পুলিশকে জানানো। জানিয়েছিস কী ?"

বাবল বলল, "খুব ভূল হয়ে গেছে বাবা।"

"এখনই তা হলৈ জানিয়ে দে। তারপরে যা তোরা দণ্ডকারণ্যের পথে।"

বাবলু উঠে গিয়েই টেলিফোনে ডায়াল করতে লাগল। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই বলল, "হ্যালো, পাগুব গোয়েন্দা ম্পিকিং…।"

ঘডিতে তখন সকাল সাতটা।

u e u

99

দুপুরবেলা বাবলুর নির্দেশমতো সবাই এসে জড়ো হল মিন্তিরদের বাগানে। সবাই এল। এল না শুধু বাবলু আর পঞ্ছ।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ছটফট কর্তে লাগল তাই ।

অনেক গরে দেখল পঞ্চু ল্যাং-ল্যাং করে আসছে। তার পেছনে বাবল।

বিল বলল, "কী ব্যাপার রে তোর ! এত দেরি যে ?"

বাবলু বলল, "হোট একটা কাজ বাকি ছিল। সেটার জন্যই দেরি হয়ে গেল।"

"কী কাজ ?"

"জলায় গিয়েছিলাম একবার চুনমুনের খোঁজে। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না। মুক্ত পশু কোথায় চলে গেছে কে জানে ?"

"অন্য কোনও খবর নেই তো ?"

"একটা ভাল খবর আছে। সেটা হল দুলারি আর সুখিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এইবার আমাদের তৈরি হতে হবে নাগরাজের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। অর্থাৎ আবার একটা অভিযান। তার আগে আয় আমরা গস্থজ শারণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।"

সবাই চুপ হয়ে দাঁড়ালে পঞ্চু কিছু না বুঝেও দু' পায়ে খাড়া হয়ে ওদের মতো দাঁড়াল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ হলে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে রইল চুপ করে।

বাবলু বললা, "আজকের দিনটা যাক, কাল থেকেই আমরা চেষ্টা করব দণ্ডকারণ্য যাত্রার। আমার বাবা ভানুদাসের পরিবারের জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছেন, বিয়াসের বাবা অবনীবাবুও দেবেন বলেছেন পাঁচ হাজার।"

নিল্বলল, ''আমরাও তা হলে এক হাজার করে টাকা দেব।'' বাবলু বলল, ''ভালই হবে তা হলে। আমাদের তরফ থেকে পাঁচ, অবনীবারর পাঁচ, মোট দশ হাজার টাকা। খারাপ কী গু'

ভোষল বলল, "আছ্য্, আমাদের ফাণ্ড থেকে কিছু দিলে হয় না ?" বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "অসুবিধে আছে। কেননা, এবারের. এই অভিযানের সবটাই হবে আমাদের গাঁটের পয়সা খরচা করে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবে কীভাবে কোন গাড়িতে কবে যাবি, সে-ব্যাপারে কিছু ঠিক করেছিস ?"

বাবলু বলল, "না। এখনও কিছু ঠিস করিনি। এইবার একটা

সিদ্ধান্তে আসব। বাবার সঙ্গে আলোচনা করে যা ব্যুলাম তাতে আমার যা ধারণা হল তা এই, দণ্ডকারণ্যের এই অঞ্চলে যেতে হলে আমাদের রায়পুর হয়ে যাওয়াই ঠিক। যেহেতু আমাদের যাত্রাপধ স্টাকের, অতএব রায়পুর আমাদের যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "রায়পুর তো মধ্যপ্রদেশে।"

"ঠিক তাই। অন্ধ্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অংশ মিটিন্দ্র দণ্ডকারণ্য।" বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমাদের টার্গেট কিন্তু জগদলপুর। সেটা কোন প্রদেশে ?"

"মধাপ্রদেশে। জগদলপুর যাওয়ার জন্য সোজা রাস্তা যেটা সেটা হচ্ছে ভাইজাগ হয়ে। ওয়ালটোয়র-কিবণডোল শাখায় আরাকুভালির ওপর দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথেই হল জগদলপুর। কিন্তু কাঁকের গেলে ও-পথে যাওয়া চলতে না।"

বিলু বলল, "দরকার কি আমাদের ও-পথে যাওয়ার ? আমরা রায়পুর হয়েই যাব। রায়পুরে কোন-কোন গাড়ি যায় ?"

"দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বোষাই-আমেদাবাদগামী সব ট্রেন। যেমন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, বন্ধে মেল, কুরলা-বোষাই এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ইত্যাদি।"

"আমরা তা হলে কোন গাডিতে যাব ?"

"সবচেয়ে ভাল হয় বম্বে মেলে গেলে। কিন্তু ওই গাড়িতে রিজার্ভেশন পেতে গেলে দেড় মাস অপেক্ষা করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "যদি বিনা রিজার্ভেশনে যাই ং"

"তা হলে আজই যাওয়া যায়। তবে সন্ধে সাতটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত বাথরুমের ধারে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ধৈর্য যদি থাকে, তা হলে ওইরকম চিন্তা করতে পারিস।"

বাচ্চু, বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "অসপ্তব !"

বিলু বলল, "বিনা রিজার্ভেশনে রেলযাত্রা ? ভাবাও যায় না ! দরকার নেই অভিযানের।"

ভোম্বল বলল, "অৃত আরাম খুঁজতে গেলে তো যাওয়াই হয় না।" বাবলু বলল, "উপায় অবশ্য একটা ফন্দি করে বের করেছি।" সবাই একজোটে বলল, "কীরকম! কীরকম।"

"টাইম টেব্ল-এর পাতায় চোখ বোলাতে-বোলাতে হঠাং নজরে এল, রাত নটা নাগাদ হাওড়া-সম্বলপুর-টিটলাগড় এক্সপ্রেস হাড়ে। সেই ট্রেনটা পরদিন বেলা একটা কুড়ি মিনিটো টিটলাগড় পৌঁছয়। আমরা ওখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন বিশাখাপন্তনমগামী যে-কোনও ট্রেনে রামপুর চলে যেতে পারব। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাত্র পাঁচ-ছ' ঘন্টার জার্নি। আর এই ট্রেনে রিজার্ভেশনের জন্য অনির্দিষ্টকাল বসেও থাকতে হবেন।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। ওতেই যাব আমরা।"

ভোষল বলল, "তা হলে আর দেরি কেন ? শুভস্য শীঘ্রম। কালই চল তা হলে।"

বিলু বলল, "টিকিটটা আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আজই করে আনতে পারি।" বাবলু বলল, "কাল সকালে গেলেও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া অবনীবাবুৰ সঙ্গে যাওয়ার আগে একবার কথা বলা দরকার। কালই উনি টাকটা দিতে পারবেন কিনা গোঁত তো জানতে হবে। বিয়াস আমানের সঙ্গে বেতে চাইছে, ওকেও উনি ছাড়বেন কিনা তাও জানা দরকার। টিকিট অমনই কটিলেই হল ?"

ভোম্বল বলল, "এখনই চল, ওদের বাড়ি গিয়ে তা হলে দেখা করে আসি।"

বাবলু বলল, "আর-একটু পরে। বিয়াস এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "স্কুলে ও গেছে নাকি ? গম্বুজ না গেলে ঘর থেকেই বেরোবে না ও।"

বিলু বলল, "সত্যি, গম্বুজটা থাকলে ওকেও সঙ্গে নিতাম 🕸

ভোষল বলল, "এমন কাঁচা কাজটা করল না ও ! কেন যে বোকার মতো বোমাটা ছুড়তে গেল !"

বাবলু বলল, "বোকার মতো ? ওর চেয়ে বুদ্ধিমান তুই নয়। বোমাটা কোথায় ছুড়েছে বল তো ? গাড়ির টায়ারে। যাতে গাড়িটা অকেজো ৮০ হয়। ওই বোমা যদি ছোকুকে মারত তা হলে ছোকুও মরত, সেইসঙ্গে মেয়েটাও। কারও জীবন না নিয়েই নিজের জীবনটা দিয়ে গেল কোরি।"

বিলু বলল, "যাকগে, ওইসব আলোচনা আর নয়। এখন চল, স্বাই একবার বিয়াসের ওখানে যাই।"

চল তো চল। ওরা বাগান থেকে বেরিয়েই দুটো রিকশা করল। একটাতে বসল বাবলু, বিলু, ভোম্বল; আর একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু। রিকশা সোজা এল চারাবাগানে। ওরা বিয়াসদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই বিয়াসের মা এসে দরজা খূললেন।

বিয়াস ওদের দেখেই একগাল হেসে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলল, "আদাব। আসতে আজ্ঞা হোক পঞ্চপাণ্ডবদের। কাল থেকে যা খেল দেখালে তোমরা!"

বাবলু বলল, "তুমি হাসছ ? কই, একবারও জিজ্ঞেস করলে না তো, তোমার গম্বুজদা এল না কেন ?"

"সরি। তাঁ, কেন এল না বলো তো ? এইসব গোলমালের জন্য ?" "সে আর কথনও আসবে না।"

"কেন! কী হয়েছে তার ?"

"কাল রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে...।"

বিয়াসের মা সভয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে, "ও মা গো।"

বাবলু বলল, "ড্ৰোমার বাবা নেই বাড়িতে ?"

"বাবা স্কুল থেকে ফেরেননি এখনও। তবে সময় হয়ে গেছে আসবার।"

"আমরা তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। কাল কিংবা পরশুর মধ্যে আমরা ভানুনাসের দেশে যেতে চাই। উনি যেটা দেবেন বলেছিলেন...।"

"দেবেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছু বললে না ?"

"তোমার কথা তো তুমি বলবে।"

"আমিও যাব।"

মা বললেন, "এই সমস্ত খুনখারাপির ভেতরে তোমাকে আমি মাথা

গলাতে দেব না।"

"ট্রেনে চেপে বেড়াতে যাব। এর সঙ্গে খুনখারাপির কী সম্পর্ক আছে ?"

"সবটাই আছে।"

''আমি যাবই।" বলেই সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, ''কী গো, তোমরা কিছু বলো ? মাকে রোঝাও।"

বাবলু বলল, "আমাদেরও ওই একই মত। তা ছাড়া যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা তোমাদের। এখানে 'হা'-না' কিছুই বলব না আমরা। কারণ আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে দারুণ গোলমেলে।"

বিয়াস রেগে বলল, "ঠিক আছে। আমাকেও ভোমরা চেনো না। ঘরে গিয়ে বসো, আমি ভোমাদের জন্য কড়াইগুটির কচুরি ভৈরি করছি। সেইসঙ্গে আলুর দম। গরমাগরম খাবার। দেখলেই লোভ হবে। কিন্তু নুন দেব না।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "দোহাই তোমার। ওই খাবার তোমাকে করতে হবে না। আমরা এখানে খাবার জন্য আসিনি। এখনই চলে যাব।"

বিয়াস বলল, "ও আমার নাড়ুগোপাল রে ! আমিই বুঝি তোমাদের বাডি খেতে গিয়েছিলাম ?"

এমন সময় অবনীবাবু এলেন। বাবলুদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি। সব শুনে বললেন, "মন্দ কী! যাক না, দু' দিন একটু ঘুরেই আসুক।"

মা বললেন, "আমার বাপ ভয় করে।"

"ভয় কি আমারও করে না ? কিন্তু কাদের সঙ্গে যাচ্ছে সেটা দেখতে হবে তো ?"

এই কথার ওপরে কথা চলে না। তবু মায়ের মন। কিন্তু-কিন্তু করে। শুধু তো বেড়াতে যাওয়া নয়, সেইসঙ্গে নাগরাজ প্রসঙ্গও যে আছে। তাই নীরবে মাথা নত করে নিজের কাজে মন দিলেন।

বাবলুরা অবনীবাবুর বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করল।

অবনীবাবু বললেন, "তোমরা টিকিট কাটো। কালই আমি টাকার . ব্যবস্থা করছি।"

বাবলু বলল, "ওই পাঁচ হাজার টাকারই ব্যবস্থা করুন। বিশ্বাসের যাতায়াতের হিসেবটা পরে ঘুরে এলে হবে।"

"তোমাদের অসবিধে হবে না ?"

"হলে তো বলতাম।"

বাবলুরা বিদায় নিল ৷ পাগুর গোয়েন্দাদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বিয়াসের মনে আনন্দ আর ধরে না ৷

ভগবান যে কখন কীভাবে মুখ তুলে চান তা কে জানে ? বাবলুরা মাত্র দুদিনের মাথায় বন্ধে মেলেই টিকিট পেয়ে গেল। তাই অযথা ওদের সম্বলপুর দিয়ে খুরতে হল না। তবে রিজার্ভেশনটা পেল ওরা বিলাসপুর কোচে। বিলাসপুরে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে। সেখানে কামরটা বদল করে নিলেই হল। বিলাসপুরের পর ভটোপাড়া। তারপরই রায়পুর।

যথাদিনে যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে নিউ কমপ্লেক্সে এসে ট্রেন ধরল। কী আনন্দ। কী আনন্দ। বেশি আনন্দ এই কারণে যে, ওদের ছটা বার্থ একটা কুপে-র মধ্যেই পড়েছে। একদিকে থাকবে বাবলু, বিলু, ভোষল; অপারদিকে বান্ধু, বিজু, বিয়াস। পঞ্চু থাকবে নীচের সিটে। হাউ ফ্যানটিকিক!

ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেনডেন্ট টিকিট চেক করে যাওয়ার পর বাবলু কুপে-র দরজা লক করে বলল, "একা কেউ বাইরে যাবি না। রাতভিত বাথরুম যাওয়ার দরকার হলে আমাকে ডাকবি। তার কারণ, ট্রেনযাত্রীদের ভেতরেও আমাদের শত্রুপক্ষের কেউ-না-কেউ ঘাণটি মেরে থাকতে পাবে।"

বিয়াস বলল, "আমি বাবা একদমই বেরোব না।"

"না বেরোলেই ভাল।"

ট্রেন ছাড়তেই খাওয়ানাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। আলাদা কুপে, তাই খাবারের দিকে নজর দেওয়ার মতো সহযাত্রীও কেউ রইল না। অতএব মহানন্দে শুক করল ওরা মহাভোজ। এবারের যাত্রায় এই ভোজটাকে ঐতিহাসিক ভোজ বলা যেতে পারে। কেননা, পাণ্ডব গোরোলাদের অভিযানে এমন ভোজ কখনও হয়নি। ওদের এবারের যাওয়ার তালিকায় ছিল চিকেন চাঁপা, চিকেন বিরিয়ানি, সেইসঙ্গে চন্দননগরের বিখ্যাত জলভবা। বিলুর বাবা কী একটা কাজে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর। তিনি উপহার দিয়েছেন সেখানকার বিখ্যাত সরপুরিয়া। এর ওপরে বিয়াস এনেছে কড়াইউটির কচুরি, কাশ্মিরি আলুর দম, গাজরের হালুয়া আর পঞ্চ্বর অতি-প্রিয় রসমালাই। তবে ঘাটাশিলার নয়। চারাবাগানের একটি বড় দোকানের। শুধু কি তাই ? খাবারের বোঝা বয়ে এনেছে মেটো।। কেক, বিষ্কুট, চানাচুর, চকোলেট, কত কী। এমনকী ওর মায়ের তৈরি কুলের আচারটি পর্যন্ত।

সবাই দম ভরে থেয়ে, পঞ্চুকে খাইরে রুমালে ওর মুখ মুছে একটা পলিখিন বিছিয়ে শুইরে দিল ওকে বার্থের নীচে। তারপর ওরাও যে-যার মতো গুরে পড়ল। ট্রেনর দুলুনিতে লোগুরামাত্রই ঘুম। সেই ঘুম যখন সকালে ভাঙল, ট্রেন তখন রায়গড়ে।

ট্রেন নাকি দু' ঘণ্টা লেট। মাঝরাতে কোথায় কখন যে লেট করল ট্রেন, তা ওরা টেরও পায়নি। এর পর চম্পা, বিলাসপুর, তারপর ভাটাপাড়া, তারও পরে রায়পুর। রায়পুরে পৌছবার কথা ন'টা তেইশে। তার মানে সাড়ে এগারোটার আগে পৌছক্ষে না।

যাই হোক, বিলাসপূরে ওরা কামরা বদল করে অন্য কামরায় উঠল। ওঃ, সে কী ভিড় ট্রেনে। এতক্ষণ ওরা ফ্লিপার কোচে আরামে ছিল বলে ভিড়ের ব্যাপারটা ঠিক টের পায়নি। এবার হাড়ে-হাড়ে টের পেল।

কোনওরকমে দুটো স্টেশন দাড়িয়ে-দাড়িয়েই গেল ওরা। তারপরে রায়পুরে যেই না ট্রেন থেকে নামতে যাবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন এমন একটা ধাক্কা দিল যে, একেবারে প্লাটফর্মের ওপর হুমড়ি থেয়ে পড়ল বাবলু। বিলু, ভোষল, বাচ্চু, বিছু, বিয়াস ছুটে গিয়ে ধরে তুলল ওকে। যে-লোকটা বাবলুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, সে তখন পাশেই একটি টি-উলে দাড়িয়ে গোঁফে তা দিয়ে আড়চোথে দেখতে লাগল বাবলুকে।

ি বিলু লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মানুষ না কী তুমি ?" লোকটি মিচমিচে শয়তানের মতো হাসতে-হাসতে বলল, "ইয়ে তো পহেলা মূলাকাত মেরে লাল। জেরা হোশিয়ার রহনা।"

লোকটির কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। এ যে ভবিষ্যতের লডাইয়ের ইঞ্চিত। তার মানে আরও শক্ততা করবে ও।

বাবলু গায়ের ধুলো ঝেড়ে বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই বিলু, চলে আয়।"

াু, চলে আয়।" বিলু বাবলুর কাছে এসে বলল,"কী ব্যাপার বল তো ?" ব

"কী আবার। স্পাইগিরি করছে।"

"তার মানে এ-লোকটা কি ওদের লোক ং"

"কথা শুনে তাই তো মনে হল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওরা জানবে কী করে যে, আমরা এই ট্রেনে আসছি, ওই বগিতে আছি !"

বাবলু বলল, "কোবরা দলকে যে বা যারা পরিচালনা করে, তানের কাছে এসব অতি তুছং ব্যাপার। নিশ্চয়ই গুনের কোনও স্পাই ভেতরে-ভেতরে নজর রেখেছিল আমাদের গুপর। সেই কালো আ্যাখাসাডারের পলাতক ছাইভাবই হয়তো দূর থেকে পিছু নিমেছিল আমাদের। তারপর গতিবিধি লক্ষ করে যাওয়ার দিনক্ষণ জেনে ওদেরই একজন পোষা গুগুকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়। বিলাসপুরে যথন আমরা কামরা বদল করি লোকটি তখনই হয়তো আমাদের বণিতে গঠে। তারপর নামার সময় বোকার মতন ধাঞ্চা দিয়ে জানান দেয় যে, আমরা গুনের নামার সময় বোকার মতন ধাঞ্চা দিয়ে জানান দেয় যে, আমরা গুনের নামিটিসে আছি।"

"এখন তা হলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তো ?"

"এ-কাজে এখন-তখন কী ? সর্বক্ষণ। চল, আগে বাইরে যাই।" ভোম্বল বলল, "তা না হয় যাব। কিন্তু পঞ্চু কই ? পঞ্ছু ?"

পঞ্চু গেটের ওপাশ থেকে সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।" বাবলু বলল, "পঞ্চুর কেমন টনটনে জ্ঞান দেখেছিস ? ও জানে ্রযত

ববিলু বলল, "পঞ্চুর কেমন চনচনে জ্ঞান দেখোছস ? ও জানে যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। তাই সবার অলক্ষ্যে গেটের বাইরে গিয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের।" ওরা গেট পেরিয়ে বাইরে এসে ঠিক করল প্রথমেই ওরা ওয়েটিংরুমে চুকে প্রেশ হয়ে নেবে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চেষ্টা করবে জগদলপুরের বাস ধরবার। পোলে যাবে, না হলে এখানেই থেকে যাবে একটা রাত। এই মনে করে সবাই যখন ওয়েটিংরুমের দিকে যাচ্ছে, তথনাই দেখতে পেল কয়েকজন রিকশাওয়ালা 'বাসস্ট্যান্ড, বাসস্ট্যান্ড' করে চেঁচাছে।

বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাসস্ট্যান্ড **ইিয়াসে** কিতনা দূর হোগা ? জগদলপুরকা বাস মিলেগা আভি ?"

"বাসস্টান্ড বহুত দূর আছে খোকাবাবু। কমসে কম পাঁচ মিল হোগা। ছে রূপাইয়া ভাড়া লাগেগা। জগদলপুরকা সরকারি বাস ভি নিকাল গয়া সাড়ে দশ বাজে। আভি বারো বাজে এক প্রাইভেট মিলেগা। জলদি আও।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন। ট্রেনটা লোট করেই গোলমাল করে দিল সব। ওরা দুটো রিকশা নিয়ে দ্রুত চলল প্রাইভেট রাস স্ট্যাভের দিকে। বেতে-যেতেই শহরের চারগাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। বেশ জমজমট এবং ব্যক্ত শহর। উলা না বালমারা কোথায় যেন বাবলুর বাবা একবার এসেছিলেন। এইখানেই বিখ্যাত মানা ক্যাম্প। পুর্ববঙ্গের উদ্বান্তদের হেখান থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

রিকশাওয়ালা শহরের প্রশস্ত রাজপথ ধরে ওদের যেখানে নিয়ে এল সেখানে কোনও এক সদরিজির একটি লাক্সারি বাস ছাড়ার অপেক্ষায় যাত্রী ভরছিল। ওরা খেতেই এজেন্টরা এসে বৃকিং করিয়ে নিল ওদের। কথাবাতথি বোঝা গেল রিকশাওয়ালারা এই বাসের জনা আরী ধরে নিয়ে আসে। বিনিময়ে কিছু কমিশন পায়। সরকারি বাসের ভাড়া জগানলপুর পর্যন্ত পঞ্চার টাকা। এই বাসে সন্তর টাকা। তবে লাভের ব্যাপার এই যে, বাসটি বড় আরামদায়ক। এমনকী এতে কয়েকটা ব্লিপার বার্থও আছে।

বাসে ওঠার টিকিট তো হল। কিন্তু গোলমাল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। সদর্বিজ তাঁর এত সাধের লান্ধারি বাসে পঞ্চুকে কিছুতেই আলোউ করবেন না। আবার টিকিটের টাকাও ফেরত দ্যেবেন না ওদের। এই ৮৬ নিয়ে তুমূল বচসা। অবশেষে কয়েকজন যাত্রীর মধ্যস্থতায় ঠিক হল পঞ্চু পুরো ভাড়া দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাসের ভেতরে নয়, মাথায় উঠতে হবে ওকে। কী ঝামেলা, ওকে ওপরে ওঠানো কম কথা নাকি!

যাই হোক, মীমাংসা হতে সামনেই 'লছমি হোটেল' নামে ছোটু একটি ঘরোয়া হোটেলে গিয়ে ওরা চটপট দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল। আলুভান্ধা, ডাল, ডাড, আলু-কপির তরকারি আর চাটনি মাত্র সাত টাকায়। পঞ্চকে এখানে প্লেট দেবে কে? ও বেচারিকে ভাই রাস্তায় বসেই কলাপাভায় খেতে হল। কী আর করা যাবে? যন্মিন দেশে যদাচার!

এর পর ওরা বাসে এসে সিট দখল করে পঞ্চুকে বাসের মাথায় তুলল।

বাবলু আগে মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে। তারপর কন্ডান্টর একগোছা দড়ি আর একটা সিমেন্টের ব্যাগ নিয়ে এলে তার ভেতরে পঞ্চকে চুকিয়ে টেনে তোলা। সে কী কম ঝঞ্জাটের ব্যাপার!

্রমর্দরিজি হেঁকে বললেন, "গন্ধি করেগা তো তুমকো সাফাই করনে পড়েগা।"

বাবলু বলল, "ঘাবড়াইয়ে মাত। কুছ নেহি হোগা। ইয়ে স্ট্রিট ডগ নেহি। সাক্ষাৎু ধর্মরাজ কি পোতা হাায়।"

"তব তো ঠিক হ্যায়। আরামসে যাত্রা করো।"

এইসব করতে-করতেই বারোটার জায়গায় সাড়ে বারোটায় ছাড়ল বাস।

দূরপাল্লার বাস। ছেড়েই গতি নিল তাই। এখান থেকে জগদলপুর
একশো চুরালি মহিল। অথাৎ প্রায় দুশো ছিয়ান্তর কিলোমিটার। পাক্লা
সাড়ে সাত ঘণ্টার পথ। বস্তার রোড ধরে মানা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বাস
ছুটে চলল। মানায় দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের ট্রানজিট ক্যাম্প। অথাৎ
অস্থায়ী শিবির। পুনর্বসনের আগে উদ্বাস্তদের প্রথমে এইখানে এনে
রাখা হত। তারপর যাদের যেখানে পাঠাবার পাঠানো হত হান নির্বাচন
করে। মানা ক্যাম্পে ছাড়িয়ে আরও অনেক পথ গিয়ে বাস এল
ধমতরিতে। ভারী সুন্দর জায়গা। রায়পুর ধমতরি রাজিম শাখায় ন্যারো

গেজের ট্রেনও চলে। কাঁকের এখান থেকেও অনেকসূর। কাঁকের ছাড়িয়ে ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে জগদলপুর অনেক, অনেক দূরের পথ।

যেতে-যেতেই বিলু বলল, "হাাঁ রে বাবলু, এ তো যত যাচ্ছি, ততাই দেখছি ধু-ধু করছে মাঠ। অরণ্য দ্রের কথা, ছোটখাটো হাল্কা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, এমনকী স্বুজের চিহ্নাত্র নেই। একটা ঝোপঝাড়ও তো দেখছি গজায়নি কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে ! ওরে আমার স্নেহধন্য ! এই কি রে তোর দণ্ডকাবল ?"

বাবলু বলল, "যা বলেছিস। এর নাম হওয়া উচিত ছিল নির্মলারণা।"

ওদের পেছনের সিটে এক বাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি এখানেই থাকেন। যাবেন কোণ্ডাগাঁও। কোণ্ডাগাঁও হল বস্তার জেলার একটি সাব-ডিভিশন টাউন। ওদের কথা কানে যেতেই বললেন, 'তোমরা কি দণ্ডকারণ্যে যাছং গণ্ডকারণ্য এখানে কোথায়ং তা ছাড়া দণ্ডকারণ্য প্রোজ্ঞের এরিয়া হছে কাঁকের পাহাড়ের পর। সে অনেকদ্র। রামায়ণের যুগে এই দণ্ডকারণ্য ছিল বহুদ্র বিস্তৃত। সেই নাসিক পঞ্চরটী ছাড়িয়েও ছিল তার বাাপাক পরিবি। এখন সেই মহারণের সামানাই রামায় অবশিষ্ট আছে। তাও এদিকে নয়, অন্ধ্র, ওড়িখা সীমান্তে কোরাপটের দিকে।"

বাবলুরা মনমরা হয়ে বসে-বসে মাঠ, ঘাট এবং রুক্ষ প্রাপ্তরে ছেটি-ছোট গ্রাম দেখতে লাগল। বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিয়াস, তিনজনে পাশাপাশি বসে তথন সে কী গল্প! গুলের হাসি আর গল্পের যেন শেষ নাই।

হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে উঠল বিয়াস, "পাহাড় ! পাহাড় ! ওই দ্যাখো, কত বড-বড পাহাড ।"

সবাই তাকিয়ে দেখল বাস এবার সন্তিয়-সত্যিই এক দারুণ সুন্দর পার্বতা প্রদেশে প্রবেশ করেছে। একসময় ছোট্ট একটি জনপদের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল বাস। কী সুন্দর সব সাজানো ঘরবাড়ি। একপাশে ঘন ৮৮ অরণো-ঘেরা মস্ত একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁধে শহরের বুকের ওপন দিয়ে বয়ে চলেছে হলুদ বালি, স্বচ্ছ জলের আঁকারাঁকা এক নদী। সেই নদীর বাল্যুরে কত ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ফুচলা, বাদাম বিক্রি হচ্ছে। বিকেলের মিষ্টি রোদে ঢোল বান্ধিয়ে নাচগান হচ্ছে। সে এক দেখবার মতো দৃদ্যা!

বিয়াস বলল, "হায়, হায় রে। এইখানেই বাসটা থামল না।" বিচ্ছু বলল, "যদি থামত তা হলে নেমেই একবার নদীর বালিতে ছুটে নিতুম।"

বাঙ্গু বলল, "আমি কী করতাম বল দেখি ? আগে গিয়ে উঠভাম ওই পাহাড়টায়।"

সেই জনপদে নদীর ধারেই বাসস্ট্যান্ত। বাস কিন্তু থামল না সেখানে। আরও একটু এগিয়ে একটি পাহাড়ের কোলে পঞ্জাবি ধাবায় . গিয়ে থামল।

বাবলু বলল, "কীরকম বদমায়েশি দ্যাখ, ওইথানে থামলে আমরা পাহাড়-নদীর ওই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে পারতাম। কত দোকানপাটি ছিল, ইচ্ছেমতো কিছু কিনে খেতাম। এখানে এই পঞ্জাবি ধাবায় যা আছে, সবই চড়া দামের। এক কাপ চা খেলেও দু' টাকা। এখানে বাস আনার কোনত মানে হয় ?"

বিলু বলল, "সরকারি বাস হলে কিন্তু ওই বাসস্ট্যান্ডেই থামত। আসলে এই ধাবটাও ওই সদরিজির।"

বাবলুদের পেছনে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই তো কাঁকের এসে গেছে। তোমরা নামবে না ?"

সব লোকই তথন নামছে। কেননা, বাস এখানে আধ্বণ্টা থামবে। বাবলু উপ্পসিত হয়ে বলল, "কাঁকের এসে গেছে! কী আশ্চর্য! আমরা তো এইথানেই নামব।"

ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না। যে জায়গায় নামবার জন্য মনটা ছটফট করছে সেই জায়গাই যে কাঁকের, তা কে জানত ? ওরা তাই এক মুহূর্তও দেরি না করে নেমে পড়ল বাস থেকে। পঞ্চুকে নামাতে হল না। সে পানেই অপেক্ষমাণ একটি সাদা আম্বাসাডরের মাথায় লাফিয়ে চলে এল ওদের কাছে।

আর ঠিক তখনই নজরে পড়ল বাবলুর। বলল, "বিলু, লুক দ্যাট।" ওরা দেখল এক ভীষণদর্শন লম্বা-চওড়া সাহেবদের মতন ফরসা লালমুখ একজন চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। লোকটার চাপ-দাড়ি। চোখে সানগ্রাস। চা খাতে-খেতেই বাবলুদের দিকে তাকিয়ে লখলেন একবার। আর-একজন মোচওয়ালা লোক তাঁকে তদারকি করছে। এ সেই লোক, সে কিনা রায়ণরে টেন থেকে ফেলে দিয়েছিল বাবলকে।

বিলু বলল, "লোকটা এখানে কী করে এল বল তো ?"

"যেভাবে আমরা এসেছি। আমরা বাসে, ওরা মোটরে।"

"ওরা আমাদের ফলো করছে ?"

"হয়তো। না হলে কাঁকেরের জমজমটি বাজার ছেড়ে ওরা এই পঞ্জাবি ধাবায় চা খেতে এল কেন ? ওরা জানে, এই বাস এখানেই এসে থামবে।"

বিলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই লোকটাই নাগরাজ নয় তো ?"

"অসম্ভব কিছু নয়। মনে হচ্ছে ইনিই তিনি।"

বাবলুরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চা আর কেকের অর্ডার দিল। ভোষল বলল; "মজা দেখাচ্ছি দড়িও।" বলেই ধাবার পাশে বসে থাকা এক কলাওয়ালার কাছ্ থেকে কয়েকটা কলা কিনে শুরু করল থেতে।

এদিকে গাড়ির মালিকের তখন চা খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি সদঞ্জে ঠি পাঁড়িয়ে গাড়িতে থেতেই সেই লোকটি ভোষলের দিকে একবার রক্তচন্দুতে তাকিয়ে হনহন করে গাড়ির দিকে এগোল। ভোষল অমনই একটা কলার খোসা ছুড় দিল ওর পায়ের কাছে। যেই না দেওয়া অমনই পা হড়কে ধড়াস। একেবারে মুখ থুবড়ে সঙ্গোরে পড়ল লোকটা। সদে-সঙ্গে গাঁত ভেঙে, ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি একেবারে। তাই না দেখে ধাবার লোকজন, অন্য বাস যাত্রীরা ইইইই করে ছুটে এল সব। অমন দানবের মতন যার চেহারা, কলার খোসায় পা হড়কে কী তার অবস্থা!

েলোকটির অবস্থা দেখে ভোধলও ছুটে গেল। গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আন্তে করে বলল, "বদলা নাম্বার ওয়ান। ফির মিলেঙ্গে দোন্ত।"

লোকটির এত লেগেছে যে, এর উত্তরে কিছুই বলতে পারল না। বরং বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে রুমালে ঠোঁটটা চেপে ধরল।

ধাবার লোকজনরা তো খুব একচোট নিল ভোম্বলকে।

একজন একটু নরম সূরে বলল, "আরে, এ বাঙ্গালি ভাইয়া, কেলা খানা ঠিক, লেকিন রাস্তে 'পর ফিকনা ঠিক নেই। পড়ি লিখি লেড়কা হো তুম। দেখো তো, ক্যা হাল বনা দিয়া তুমনে।"

ভোষল অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "মুঝে মাফ কর দিজিয়ে আঙ্কেল, ভূল হো চকা।"

সেই লালমুখ তথন মোটর থেকে নেমে এসেছেন। কী ভয়ঙ্কর মুখের অবস্থা তাঁর। তাই দেখে সভয়ে অনেকেই পিছিয়ে গেল। লালমুখ এবার এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এলেন ভোষলের দিকে।

লালমুখ বললেন, "আয়সা ভুল দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে। ইসি লিয়ে হাম তুমুকো—।"

আর-একটি কথাও বলতে হল না লালমুখকে। পঞ্চু খপাক করে লাফিয়ে পড়ল তাঁর হাতের ওপর। তারপর কব্জি কামড়ে ঝুলে পড়তেই রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে।

বাবলু হিরোর মতোই সকলের সামনে কুড়িয়ে নিল সেটা। বলল, "আায়সা ভুল আপকো ভি দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে।" বলে অভিজ্ঞের মতো সেটাকে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বলল, "লেকিন ইয়ে চিজ আপ কাঁহাসে চুরায়া? লাইসেন্স হ্যায় আপকা পাস ?"

লালমুখের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ও রিভলভার মুঝে দে দো। নেহি তো…।"

বাবলু আড়চোথে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "নেহি তো… ?" "মার-মারকে তুমহারা জান খতরেমে ডাল দক্ষা ।"

বাবলু এবার তেড়ে একটা ধমক দিল, "শাট আপ। সিট অন দ্য কার

অ্যান্ড বি অফ ফ্রম হিয়ার।"

অমন যে লালমুর্থ, তাও কালো হয়ে গেল ধমক খেয়ে। তার ওপার বাবলু বিভলভারটা এমনভাবে তাঁর দিকে তাগ করে ছিল যে, তিনি বৃষতে পারলেন এ-হাত অনভাপ্ত হাত নয়। তাই আর কোনওরকম ছমকি দিলেন না তিনি। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর মতো একজন গাড়ি-চড়া প্রভাবশালী ব্যক্তির এত লোকের সামনে এইভাবে একটা হাঁচুর বয়সীছেলের কাছে ধমক খাওয়ার মতো অপমানের আর কী আছে ? তাঁর ইজ্জত যে মাটিতে মিলিয়ে গেল। অথচ বোঝাই যাচেছ ওরা মোস্ট ডেজারাস। ছেলেটির হাত থেকে যে রিভলভারটা ছিনিয়ে নেকেন সে সাহসও তার নেই। কেননা, ওই সাজ্ঞাতিক কুকুরটা তা হলে আবার কামড়াবে। এমনিতে তো যা কামড় দিয়েছে তাতে দাঁত বসে গেছে। চনটন করছে হাতটা। ইঞ্জেকশন যে ক'টা নিতে হবে তা কে জানে ? তার ওপার অন্য ছেলেমেয়েগুলোও কেমন যেন মারমুখী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে

লালমুখকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবলু আবার একটা ধমক দিল, "হোয়াই ইউ আর স্ট্যান্ডিং হিয়ার ? নাউ, আই সে ইউ গেট আউট। ইমিডিয়েটলি।"

বাবলুর মূর্তি দেখে এবং তার মূখে ইংরেজি শুনে আরও ঘাবড়ে গেলেন লালমুখ। তাই যেমন এসেছিলেন তেমনই এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তারপর সঙ্গী লোকটাকে ডেকে নিয়ে যে-পথে যাওয়ার সে-পথেই চলে গেলেন তিনি।

ওরা চলে যেতেই স্তব্ধ জনতা ছুটে এল ওদের কাছে।

একজন বলল, "এ লোগনকা সাথ টক্কর মারনেবালা কোই নেহি থা। যো তুমনে কিয়া ঠিকই কিয়া। লেকিন ইয়ে আদমি বহুতই খতরনক। তুমহারা জান খতরেমে পড় গয়া। তুম সব ভাগো হিয়াসে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভাগবার জন্য আসিনি আন্ধেল, তবে কেউ আমাদের মারতে এলে আমরা পড়ে মার খাব এমন শিক্ষাও আমরা পাইনি। কিন্তু আপনারা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন १ ধরে দিতে পারলেন না ঘা কতক १" ১২ "ক্যা কিয়েগা। হাম সব গাঁওবালে। কুছ বোলেগা তো এ লোগ অচানক আ কে স্ম্যাশ্ড কর দেগা সব কুছ। বালবাচ্ছা ভি বরবাদ হো যায়েগা।"

বাবলু বলল, "লোকটা কে ?"

অপর একজন চোখ কপালে তুলে বলল, "আরে বাবা ! ইনকো পয়ছানা নেহি ? বস্তার কি শের ।"

বাবলু হো-হো করে হেসে বলল, "শের তো বিপ্লিকা মাফিক ভাগে কিউ ৪'

"কৌন জানে। ইয়ে হ্যায় রেড প্রিন্স। নামারাজা। কোবরা।" বাবলু বলল, "আই সি। ইনিই তা হলে সেই কুখ্যাত নাগরাজ কোবরা ?" বলে সবাইকে নিয়ে দধিয়া তালাও ডাইনে রেখে সোজা পথ ধার কাঁকের বাজারের দিকে চলল।

ા હા

সামান্য কিছু পথ হাঁটতেই সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ি নদীটির পূল পেরিয়ে কাঁকের বাজারে এল ওরা। এই নদীর নাম দুধ নদী। দুধ নদীর ওপারে সবুজে ভরা বিধাল পাহাড়ের সে কী অবদনীয় রূপ! যেন এক রমণীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। পাহাড়ের কোলে কত ঘরবাড়ি। মন্দির। এপারে হাটবাজার। ব্যস্ত জনপদ। কী চমৎকার! পটে আঁকা ছবিও ববি এত সন্দর নয়!

বাবলুরা বাজারে এসে দু-চারজনকে জিজ্জেস করল এখানে থাকার মতন কোনও লজ আছে কি না । জিজ্জেস করার সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর এল, "ইধার তো কমসে কম দো-তিন লজ হাায়।"

ওদেরই ভেতর থেকে একজন একটি ছেলেকে হাঁক দিয়ে ডাকল, "আরে এ রামাইয়া, তেরা লজ মে কোই রুম খালি হ্যায় রে ?"

রামাইয়া এগিয়ে এসে বলল, "বিল্কুল। চার-পাঁচ রুম খালি পড় রহা।"

একেবারে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে দু-একটা বাড়ির পরেই দোতলা লজটা।
ডান দিকে রাজপথ। বস্তার রোড। বাঁ দিকে দুধ নদী ও কাঁকের
পাহাড়। ওরা রামাইয়ার সঙ্গে লজের দোতলায় উঠে ঘর বুক করল।
লজের ভাড়াও খুব কম। সিঙ্গল-বেডরুম আঠারো টাকা। ডবল বেড
পটিশ টাকা। বাথরুম অবশ্য কমন। যাই হোক, ওরা দুটো ঘর নিল
ওদের সুবিধের জন্য।

লঙ্জে জিনিসপত্র রেখে মুখ-হাত ধুরে পোশাক পরিবর্তন করে যখন বাজারে এল তখন বেলা পড়ে এসেছে। প্রথমেই ওরা একটা পোকানে ঢুকে গরম-গরম শিশুড়া আর চা খেল। তারপর দুধ নদীর বালিতে নেমে সে কী ছুটোছুটি! বিয়াস এখানে নদীর মতোই উছল। আর পঞ্চকেই বা পায় কে ? সে যে কী কাণ্ডটা করতে লাগল, তা না দেখলে বোঝানো বাবে না। বাবলু পাহাড় পেখতে লাগল। বিলু বলল, "ওই পাহাড়ে ওঠবার জনা মনটা কেমন ছটফট করছে আমার।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস সবাই বলল, "আমাদেরও। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে কিন্তু পাহড়ে উঠব আমরা। তারপরে অন্য কথা।"

বাবলু বলল, "না। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে কাজে এসেছি সেই কাজটা করব। ভানুশাসের পরিবারের খোঁজ করে তাদের হতে টাকাগুলো দিয়ে দিলে তবেই আমাদের শান্তি। অত টাকা সঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেওয়টা কি ঠিক ? দরকার হলে দু-একটা দিন থাকব এখানে। তারপারে জগদলপুর যাব।" বলেই কী একটা মনে পড়ায় বাবলু বলল, "একটা খুব ভূল হয়ে গোহে রে।"

বিলু বলল, "কী বল তো ?"

"নাগরাজের রিভলভারটা আমাদের কাছে রয়ে গেছে। আমার মনে হয় আজ রাতেই ওটা এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "অমন কাছাটি করিস না। এই অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে নাগরাজের সম্পর্ক কীরকম সেটা না জেনেই এই ভুল করে কখনও ? ডা ছাড়া অত ভালমানুষি দেখিয়ে লাভ কী ? তার চেয়ে ঝামেলা যদি ভালরকম বাধে, তা হলে এদের হেড কোয়াটার্কৈ গিয়েই জমা দেব ১৪ আমরা। অথবা আমাদের লোকাল থানায়। আপাতত রিভলভারটা আমার কাছে থাক। বুলেট ক'টা আছে ওর ভেতরে ?"

"একটাই।"

"সেটা জমা থাক ভোষলের কাছে। এখানকার পুলিশের সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনওরকম বাতচিত নয়।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোর কথাই থাক তা হলে।" বলে বুলেটটা ভোষলকে দিয়ে রিভলভারটা বিলকে দিল।

ততক্ষণে সদ্ধে হয়েছে। চারদিক ঝলমল করছে আলোয়। নদীর ওপারে মন্দিরে-মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি গুনে ওরা সেইদিকেই চলল। পায়ের পাতা ভোবানো জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে প্রথমেই ওরা জগমাতা মন্দিরে গেল। কী সুন্দর মন্দির! সেখানে আরতি দেখে ওরা গেল নিবের মন্দিরে। আরতি হচ্ছে সেখানে। কাঁসর আর ঘণ্টার ধ্বনিতে মধুর হয়ে উঠছে চারদিক।

আরতি শেষ হলে প্রসাদ বিতরণের পালা। এক ডরুপী লুচি ম্নার হালুয়া নিয়ে প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। এই তরুপীকে দেখলেই কোনও দেবী বলে মনে হয়। যেমন অপূর্ব মুখন্ত্রী, তেমনই টানা-টানা চোখ আর টকটকে ফরসা গায়ের রং। কে ইনি ? ইনি কি সতিাই মানবী, না কোনও দেবী ?

বাবলুরা সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তরুলী মিষ্টি হেসে ওদের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন, "অমন করে কী

দেখছ ভাই ?" বাবল বলল,"আপনাকে।"

বাফু, বিচ্ছু আর বিয়াস বলল, "আপনি কত সুন্দর !" তরুণী ওদের আদর করে বললেন, "তোমরাই বা কম কী ?" পঞ্চু অমনই বলে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"ওমা!ও কীবলল ?"

"জামাদের কথাতেই সায় দিল। তা ছাড়া ও বোধ হয় আপনার কাছে একট প্রসাদ চাইছে।"

তব্ধণী হেসে বললেন, "তাই নাকি ?" বলে একটু লুচি-হালুয়া খাইয়ে

wu

দিলেন পঞ্চকে। দিয়ে হাসতে-হাসতে বিদায় নিলেন।

তঙ্গনী চলে গেলেও অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর মন্দির ফাঁকা হলে আবার একসময় নদীর গর্ভে নামল।

জল পার হতে-হতেই বাবলু বলল, "আজ যেন সাক্ষাৎ দেবীদর্শন হল, তাই না ?"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস।"

ভোম্বল বলল, "আমার তো মনে হচ্ছিল ওঁকে একটা প্রণাম করি।" বাবলু বলল, "করলি না কেন ? কেউ কি তোকে মানা করেছিল ?"

কথা বলতে-বলতেই ওরা এপারে এল। তারপর আলো-ঝলমল পথ ধরে একটু এদিক-সেদিক করে বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া একটা হোটেলে ঢুকে শ্লটি আর মাংসের অর্ডার দিল।

ভোম্বল বলল, "খাওয়াটা একটু সকাল-সকাল হয়ে গেল না ?"

বাবলু বলল, "অচেনা জায়গা। বেশি রাত করে এলে হয়তো দেখতাম দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি চল। সারাদিনের জার্নির ফ্লান্ডিও দুর হবে।"

া । সারা।পনের জ্ঞানের ফ্লান্তিও দূর হবে । " খাবার দিয়ে গেলে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল ওরা ।

মাংসের ঝোলে রুটি ডুবিয়ে খেতে-খেতে ভোম্বল বলল, "মাংসটা ভারী সুন্দর রানা করেছে রে! আর-একটু জুস পেলে কিন্তু জব্বর

্তর কথাটা বোধ হয় কানে গেল দোকানদারের। তাই নিজেই এসে একহাতা জুস দিয়ে গেল ভোম্বলকে। পরে আর সবাইকেও।

ভোম্বল বলল, "এই যে ভাই। আপকা এই হোটেলমে লাভ্চু-প্যাঁড়া পাওয়া যাবে ?"

দোকানদার হেসে বলল, "জরুর পাওয়া যাবে।"

বাবলু বলল, "আজ ওসব থাক।"

ভোষল বলল, "সেই ভাল। আজ জমা থাকল, কাল ডবল করে খাবি। আমি কিন্তু আজই খাব।" বলেই বলল, "হামারে লিয়ে দোঠো করকে লাড্যু আর পাট্টা লাও। না-না, দোঠো করকে কাা হোলা!? ১৬ চারঠো করকে লাও।"

দোকানদার খুশি হয়ে তাই দিল। বাবলু চাপা গলায় বলল, "রাক্ষস কোথাকার!"

ভোষল বলল, "ভুল। রাক্ষমে কাঁচা মাংস খায়। লাড্ছ-প্যাঁড়া

ভোম্বলের কথায় হেসে উঠল সবাই।

খাওয়া শেষ করে হোটেলের বিল মিটিয়ে লক্তে ফিরল ওরা। রাত বেশি নয়, সবে আটটা। তাই ওরা একটা ঘরেই জড়ো হয়ে গুছিয়ে বসল সকলে। তারপর মেতে উঠল ভবিষাৎ পরিকল্পনায়।

পঞ্চ খাটের তলায় ঢুকে চোখ বুজে শুয়ে রইল।

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা তো ভালই কটেল। কাল কী হবে কে জানে! প্রথম দিনেই তো নাগরাজের দর্শন পোলাম।"

বিলু বলল, "লোকটাকে চিনে রেখে ভালই হল।" বাবল বলল, "তবে একটা ব্যাপারে খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের।"

भवार वनन, "कीतकम !"

"শিবমন্দিরে ওই যে দিদিকে আমরা দেখলাম...।"

বিয়াস বলল, "কী সুন্দর মুখ, হাসি দিয়ে মাজা।" "ওই দিদি আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন, মনে আছে কী १"

"হাঁ আছে।" "আমরা যদি তখনই ওই দিদির সঙ্গে কথা বলে আলাপ করে জানতে চাইতাম ভানুদাসের ঠিকানটো, তা হলে নিশ্চয়ই উনি সন্ধান দিতে

পারতেন।" বাফু জিভ কেটে বলল, "কী ভুলটাই না হয়ে গেছে আমাদের ! তবে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা বরং ওপারে গিয়ে ওই দিদিরই খোঁজ করব । তা হলেই পেয়ে যাব ভানুদাসের ঠিকানা।"

এমন সময় দরজায় টক-টক-টক।

বাবলু উঠে দরজা খুলেই দেখল দু'জন কনস্টেবল-সহ একজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। সার্জেন্ট বাবলুর চূলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন ঘর থেকে। বললেন, "ও রিভলভার কাঁহা হাায় ?" হতবাক বাবলু বলল, "কৌন সা রিভলভার ?" অমনই ঠাস করে এক চড।

পুলিশের এমন দুর্ব্যহারে হতচকিত সবাই। কনস্টেবল দু'জনেও বিল আর ভোম্বলের গলার টটি টিপে ধরল।

সার্ক্টের বললেন, "যো তুমনে কোবরা সাহেবকো গাড়ি সে চুরায়া। কাঁচা হ্রায় ও পয়েন্ট থ্রি এইট ?"

"খুট বাত। আমরা কারও কিছুই চুরি করিনি। কোবরা সাথেব মিথো অভিযোগ করেছেন। উনিই বরং ওই রিভলভার দিয়ে মারতে এসেছিলেন আমাদের। আমরা তার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছি মার।"

আবার একটা চড়। সেই চড় খেয়ে ঘূরে পড়ে গেল বাবলু। সার্কেণ্ট বাবলুকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, "কাঁহা হায় ও রিভলভার ? ও মঝে দে দো।"

বিলু অতিকট্টে বলল, "ওটা ওর কাছে নেই সার, ওটা আছে আমার কাছে।"

বাবলুকে ছেড়ে এবার বিলুকে ধরলেন সার্জেট 🗲 বললেন, "বঙ্গাল সে ইধার আয়া ডাকাইতি করনে ? বদমাশ কাঁহাকা। চলো, তুম সবকো ফার্মিপর চড়ায়গা। ইয়ে এম. পি হ্যায়, এম. পি।"

বাবলু বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন। হোল্ড ইয়োর টাং।"

সার্ক্তেন্ট বাবলুর মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে বললেন, "আঁখ দিথাতা হামকো ? তুম সবকো বরবাদ করেঙ্গে হাম। নিকালো রিভলভার।" বাবলু বলল, "রিভলভার কি আমাদের পকেটে গোঁজা আছে ? ঘরের

বাবলু বলল, "ারভলভার ।ক আমাদের ভেতর দেখুন । সার্চ দ্য রুম ।"

"ক্যা বোলা ?"

আর ক্যা বোলা। বাবলু ইশারায় সকলকে ঘরের বাইরে আসতে বলেই এক ধান্ধায় সার্জেন্টকে ঠেলে ঢোকাল ঘরের ভেতর। তারপর দরভায় শেকল দিয়েই ঝাঁপিয়ে পডল কনস্টেবলদের ঘাড়ে।

ওরা দুজন, এরা অনেকজন। মারের চোটে ভূবন অন্ধকার। প্রাণ বাঁচাতে একজন গিয়ে ছাদে উঠল। আর-একজন বারান্দা টপকে রাস্তায়। বিলু আর ভোম্বল দু'জনে দু'দিকে তাড়া লাগাল লোক দুটোকে ধরতে।

এদিকে তখন খরের ভেতর তুলকালাম। পঞ্চু শুয়ে ছিল খাটের তলায়। শুয়-শুয়ে সবই দেখছিল সে। খেহেতু পূলিশ, আর বাবলুও কোনও নির্দেশ দেয়ানি, তাই সে রাগে খুঁসছিল। কিন্তু করতে পারছিল না কিছুই। এইবার একা ঘরে শিকার পেয়ে সেন কি বিক্রম কার প্রচণ্ড হাঁকডাকে আচড়-কারড়ে একশা করে দিল সে। পঞ্চুর চিংকারে গমগমিয়ে উঠল গোটা ঘর। তার চেয়েও প্রাণান্তকর চিংকার বেরিয়ে এল সার্জেন্টের গলা থেকে, "বাঁচাও, বাঁচাও। মুঝে বাঁচাও। আরে বাবা রে, মর গাঁয় রে। আরে বাবা! ফিন কটি দিয়া। ওরে বাবা রে, জারসে কটা রে। আরে তুমানে দরজা বন্ধ কর দিয়া কিউ রে! খোলো।" থালো। দরওয়াজা খোলো।"

পঞ্ছও তারধরে চেঁচাতে লাগল, "ভৌ–ভৌ–ভৌ–ভৌ ।" ততক্ষণে চিৎকার-চেঁচামেচিতে বহু লোক স্বড়ো হয়েছে সেখানে । লজের মালিক, আশপাশের দোকানদার, পথচারী, অনেক লোক ।

সবাই জিজেঞ্জকরল, "ক্যা হুয়া ভাইয়া ং"

বাবলু তখন তর অবস্থাটা দেখাল। সবাই দেখে বলল, "আরে বাবা। বহুত মারা তুমকোন" তারপর সব শুনে বলল, "লেকিন পোলিশবালেকো সাথ আয়সা তো করনা নেহি

"ও লোগ পোলিশবালে নেহি হো।"

"ক্যায়সে মালুম ?"

চাহিয়ে।"

"পোলিশবালে চোরে৷ কা মাফিক ভাগতা কভি ?"..

সবাই বলল, "নেহি তো।"

বাবলু এবার সবাইকে বুবিয়ে বলল, "শুনুন, ওরা কখনওই পুলিশের লোক নয়। আপনারা এখনই খানায় ফোন করন। তা হলেই সব রহসোর সমাধান হবে। আমি 'সার্চ দা রুম' বলায় যখনই জিজেস করেছেন 'ক্যা বোলা', তখনই বুঝেছি পুলিশ না আরও কিছু, আকাট মুখ্যু একটা। তা ছাড়া সন্দেহ আমার আরও হল এই কারণে যে, ওঁর ওই একই বৃলি 'ও রিভলভার মুঝে দে দো।' তা ছাড়া যেভাবে ওঁরা মারধোর, গলা টিপে ধরা ইত্যাদি করতে লাগলেন, তাতেই বুঝলাম পুলিশের ডিসিপ্লিনই এঁরা জানেন না।"

লজের মালিক সব গুনে বাবলুকে সমর্থন করে বললেন, "তুমনে ঠিকই কহা, ও পুলিশ নেহি। পুলিশ হোনেসে হমারা উইদাউট পারমিশন অন্দর নেহি যুসতা।" বলেই ফোন করলেন থানায়।

থানাটা কাছেই। তাই একগাড়ি পুলিশ ছুটে এল তখনই। **তাঁদের** যিনি ইনস্পেষ্টর, তিনি বললেন, "হাম তো খুদ ইিয়াকা ইনচার্জ। হাম তো কিসিকো নেহি ভেজা। কাঁহা হায় ও আদমি ?"

বাবলু ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

পঞ্চু তথনও চেঁচাচ্ছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

আর ঘরের ভেতর থেকে কাল্লা ও চ্যাঁচানি সমানে ভেসে আসছে, "আ:-আ:-আ:।"

ইনম্পেক্টরের নির্দেশে বারলু দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল পুলিশের পোশাক পরা নকল সার্জেন্ট ঘরের কোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থরথর করে কাঁপছে। পঞ্চুর আক্রমণের চিহ্ন ভার সর্বান্ধে।

ওর চিৎকার তথনও থামেনি দেখে বাবলু ডাকল, "পঞ্ছ !"

পঞ্চু শেষবারের মতো ধমক দিল লোকটাকে, "ভো-উ-উ-ভ্যাক্।" ইনম্পেক্টর লোকটিকে বললেন, "কৌন হো তুম ? বাহার আও।"

লোকটি মাথা হেঁট করে বাইরে এসে কোনওরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ।

ইনস্পেক্টর কঠিন গলায় বললেন, "ভাগনে কা কোশিস মাত করো লেপার্ভ। জেল সে কব নিকলে হয়ে তুম ?" বলেই মাথার টুশিটা খুলে দিতে কেশহীন নাগু মাথা বেরিয়ে পড়ল তার। ইনস্পেক্টর তার লোকেদের বললেন, "হাতকড়া লাগাও। আউর লে চলো হামারা সাথ।"

লেপার্ডের হাতে যে পিগুলটা ছিল, পঞ্চর আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেনি তা। সেটা পড়ে ছিল ঘরের মেকেয়। পঞ্চু সেটা মুখে করে ইনম্পেক্টরকে দিতেই উনি সঙ্গেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, ১০০ "বাহাদর ডগ ।"

এর পর বাবলুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হল তাঁর। লব্দের মালিক সকলকে কফি খাওয়ালেন। বাবলুর মুখে ওদের সব কথা শুনে ইনস্পেট্রর বললেন, নাগরাজের বিপত্তির কথা আজ কাঁকেনময় রটে গেছে। মানী লোকের অপমানের ব্যাপার চাপা থাকে না। আর এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজনেরও মনের মধ্যে প্রতিবাদ করবার দৃঢ়তা এসেছে।"

ইনস্পেক্টর বাবলুর সঙ্গে কথা বলে সস্কুট হয়ে যথন চলে যাচ্ছিলেন, বাবলু তথনই নাগরাজের সেই রিভলভারটা ঘর থেকে বের করে দিয়ে দিল তাঁকে। রিভলভার বিলু টেবিলের ওপরই রেখে গিয়েছিল। শুধু বুলেটটা ছিল ভোম্বলের পকেটে। তাই সেটা দিতে পারল না।

ইনস্পেষ্টর বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ঠিক হ্যায় তুম সব আগে বাঢ়ো। হাম তুমকো মদত করেন্দে।" বলে চলে গেলেন।

কিন্তু মুশকিল হল বিলু আর ভোম্বল যে একেবারেই বেপান্তা। গেল কোথায় ওরা ? বাবলুরা ছাদে উঠে দেখল ছাদ ফাঁকা। নীচে নেমে দেখল কেউ কোঞ্জুও নেই। তা হলে ? বিপদের পরে বিপদ। তবে কি ওরা ধরা পড়ল অদের হাতে ? তা যদি হয়, তা হলে তো চরম প্রতিশোধ নেবে ওরা। বাবলুর হাত-পা যেন কাপতে লাগল। একেই তো মারধোর খেয়ে শরীরটা ভাল নেই। তার ওপরে এই ঝামেলা। বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াসের মুখও শুকিয়ে এতটুকু। আর পঞ্চু দে একবার নীচে একবার ওপরে, একবার ঘর আর নদীর ধার,এই কয়তে লাগল।

সারারাত ঘুম হল না কারও।

ভোরের আলো যথন ফুটে উঠল তখন ছেট্টে পাহাড়ি কাকৈর জেগে উঠল পাখির কলতানে। লজের জানলার ধারে বসে নদী আর পাহাড়ের রূপ দেখতে লাগল ওরা। কিন্তু এই রূপ, রুস, গন্ধ অনুভব করবার মন কোথায় ? ছেলে দুটো রাতের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল ?

বিয়াস বলল, "এই খবরটা কি বাড়িতে জ্বানাবে তোমরা ?" বাবলু বলল, "এখনই নয়।" "ঘটনা যে কী হল কিছুই বোঝা যাঙ্ছে না। ওরা তো ওদের ধরে নিয়ে যায়নি। বরং ওরাই ওদের তাড়া করেছে। তা হলে ফিরল না কেন ?" বাবলু বলল, "ভয় তো সেখানেই। এখানে আমরা দলবদ্ধ ছিলাম,

তাই ভেগেছে ওরা। কিন্তু বাইরে গিয়ে তাড়া খাওয়া ওই লোক দুটিই যে নিজমূর্তি ধরেনি, তাই বা কে বলতে পারে ? ওদের শক্তির সঙ্গে কখনও এরা পারে ?"

বিয়াস বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা ?"

বাবলু দুঁ হাতের তালুর ভরে কপালটা রেখে বলল, "কিচ্ছু মাথায় আসছে না আমার।"

বিচ্ছু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন বাবলুদা ?"

"ভয় পাব না ? এখন কি মনে করছিস আমাদের কাউকে ধরতে পারলে গল্প জমাবার জন্য আটকে রাখবে ওরা ? পেলেই গুলি করে মারবে। কারপ হাওড়ার জোড়া খুনের সান্ধী আমরা। ভালুসান্ত ওপের রালেকের হাতে প্রশা হারিয়েছে, তাও আমাদের জন্মান নয়। ওদের দুঁজন লোক এখন আমাদের ওখানে পুলিশের হেফুল্লুতে। এখানেও একজন সদ্য বিদি। তা ছাড়া আমাদের ওখানকার পুলিশের ওপর গুলিফানারও সান্ধী আমরা। এবং এখানেও আমাদের খুনের চেষ্টা আমারা হার্থ করে দিয়েছি। তাই আমাদের ওপর রাগটা কি ওদের কম ? এখন আমাদের ধরলেই ওরা বিনাশ করবে।"

বিয়াস এবার সভয়ে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বলল, "আমার খুব ভয় করছে বাবলু।"

বাবলু বলল, "এইজন্যই তো কাউকে সঙ্গে নিই না আমরা। দেখলে তো, যে-কোনও মুহূর্তে কীভাবে জীবন বিপন্ন হতে পারে আমাদের ং'

বিচ্ছু বলল, "এখনও সময় আছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে এখনও তুমি বাড়ি চলে যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "আর তা সম্ভব নয়।"

বিয়াস বলল, "তোমাদের কি ধারণা আমি আমার জন্য ভয় পাছি ? মরতে আমিও ভয় পাই না। আমার ভয় হচ্ছে ছেলে দুটোর জন্য। যদি ১০২ ওরা সত্যি-সত্যিই মেরে ফ্যালে ওদের !"

বাবলু এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে বাধক্ষমে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকেই তৈরি হয়ে নিতে বলল বাইরে বেরোবার জনা।

ওদের সাজগোজ করে বেরোতে-বেরোতেই রোদে ঝলমল করতে লাগল চারদিক। বাইরে এসেই ওরা দেখল পাহাড় ও বনাঞ্চল রোদের ছটায় অপরূপ। দুধ নদীর বালিতে তখন কত গোরু-মোষ এসে নেমেছে। নদীর পাড়ে ভাঙনের গায়ে অথবা বালির বুকে গজিয়ে ওঠা তৃণগুল্ম মূখে নিয়ে রোদ পোহাছে তারা। আর চারদিকে জমজম করছে মানুষজনের ভিড়।

ব্যাপারটা কী ? স্থানীয় একজনকে জিজেস করে জানল আজ রবিবার, হাটবার। এখানে প্রতি বুধবার ও রবিবার হাট বসে। তবে রবিবারের হাট দারুণ জমাট। এতবড় হাট এই অঞ্চলের আর কোথাও বসে না। আদিবাসীরাই মূলত এই হাটের প্রধান ক্রেডা-বিক্রেডা। নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও বাস রাস্তার দু'পাশে ও দুধ নদীর ধারে-ধারে বহুদূর পর্যন্ত এই হাটের বিস্তৃতি 📺 ৬-বড় লোভনীয় পেয়ারা থেকে শাক-স্বজি, বেতের বোনা ধামা, কুলোঁ, মাছ, মাংস পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এই হাটে। একজন লোক কী সৃন্দর মাটি বিক্রি করছে। এই মাটি কিনে নিয়ে গিয়ে আদিবাসীরা তাদের ঘরের দেওয়ালে, উঠোনে প্রলেপ দেবে। হাট তো নয়, যেন মেলা বসেছে। ওরা হাট ঘুরে হাটতলাতেই একটা দোকানে বসে সকালের জলযোগটা সেরে নিল। শিঙাড়া, জিলিপি আর কচুরি ছাড়া কীই-বা আছে এখানে ? তাই খেয়েই এক কাপ করে চা খেল ওরা। তারপর নদী পার হয়ে চলল কাঁকের পাহাড়ে ভানুদাসের খোঁজে। বাড়িটা খুঁজে পেলে একটা কাজ তবু মিটবে। পঞ্চ চলল সবার আগে। কেন কে জানে ওর মুখে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিলু আর ভোম্বলের ব্যাপারে ও কি তা হলে খুব বেশি চিন্তা করছে ?

বাবলুরা নদী পার হয়ে ওপারে গেল। প্রথমেই মন্দিরগুলায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। যদি কোখাও সেই সোনার প্রতিমার দর্শন পায়! কিন্তু না, কেউ নেই সেখানে। ওপারের মতো এপারটা জমজমাট

না হলেও পাহাড়ের কোলে-কোলে কেশ ঘন বসতি এখানে। গুজরাতি জৈন সম্প্রদায়ের বেনিয়াদের বসবাস বেশি। উঁচু দাওয়ার ওপর সামনে গদিঘর, পেছনে গেরস্তালি। দু-একটি জৈন মন্দিরও আছে।

বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ভানুদাস কা মকান কিধার ?"

"ভানুদাস ? কোন ভানুদাস ? ও নামকা কোই আদমি হ্যায়ই নেহি হিঁয়া'পর।"

বাবলু ভানুদাসের পোস্টকার্ডটা রের করে দেখাল তাকে। ঠিকানা দেখে এইবার খুলিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। বলল, "আও মেরে সাথ। তুম ভানুদাস বোলোগে তো হাম ক্যা সমঝেগা १ ধার্মিকদাদা বোলো। বঢ়ি দিলদার আদমি থে। লেকিন...।"

"লেকিন কী ?"

লোকটি আর কোনও কথা না বলে ইশারায় ওদের ডেকে পাহাড়ের কোলে একটু উচ্চস্থানে স্থেট্ট একটি একতলা বাড়ির কাছে নিয়ে গেল । সেই বাড়ির ছানে ভিজে কাপড় শুকোতে দিছিলেন যিনি, তাঁকে নেখেই আশার আলো কুটে উঠল সবার চোখে। তার সঙ্গে ক্ষুবাকও হল কম না। এই কি সেই দুহু ভানুদাসের বাড়ি?

তরুণী ওদের দেখেই একমুখ হাসি নিয়ে নীচে নেমে এলেন। বললেন, "কী ব্যাপার! আমার মুখটা কি তোমাদের এতই ভাল লেগেছে যে, বাড়ি বয়ে দেখতে এসেছ १ না কি পাহাড়ে ওঠবার মতলব আছে १" বাবলু বলল, "দটোই।"

যে-লোকটি ওদের নিয়ে এসেছিল সে তরুণীকে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুদের বলল, "ঠিক হাায়, তুম বাত করো, হাম যা রহে।" বাবলুরা কিছুই বুঝল না ব্যাপারটা কী ।

তরুশী বললেন, "এসো, ডেতরে এসো।" তারপর বললেন, "কই, তোমাদের আর দ'জনকে দেখছি না তো ?"

বাবলুরা সবাই ঘরে ঢুকল। পঞ্চুও। পাশেই ছানে ওঠার সিঁড়ি। পঞ্চু কিন্তু আননেলর প্রকাশ ঘটাতে সবার আগে ছাদে উঠল না। বরং মুখটাকে নেড়েচেড়ে এমন করতে লাগল যাতে বোঝা গেল সেরকম ১০৪ কাউকে পেলেই ওর দাঁতের ধার কীরকম তা দেখিয়ে দেবে।

ওরা ঘরে চুকে তক্তপোশের বিছানায় বসতেই তরুণী একটি চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, "এবারে বলো ভানুদাসকে তোমরা কেন খুঁজছ ? এখানে কিন্তু ওঁর নাম ধার্মিকদাদা।"

বাবলু বলল, "আপনার পরিচয় ?"
থানার পরিচয় আমি। আমার বাবা এখানকার ভান্তার ছিলেন।
বছর পুই হল মারা গেছেন তিনি। সংসারে এখন আমি আর মা। আমি
এইখানকার একটি নাসারি স্কুলে শিক্ষকতা করি।"

"আমরা ভানুদাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কে রে বকুল ?"

"ওই যে কাল যাদের কথা তোমাকে বলছিলাম।"

"ও। সেই ছেলেমেয়েরা ?"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমাদের হাতে সময় খুব কম । যদি ওদের সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দেন তো খুব ভাল হয় ।" $_$

বকুলদি বল্পুন, "এসেছ, বসো না। এত তাড়া কিসের ?" "আসলে আন্দের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ।"

"বুঝেছি। মা, আমার ভাইবোনেদের কিছু খেতে দাও না গো। অমনই আমাকেও দিয়ো। পারলে একটু চা কোরো। চা খাও তো তোমবা গ'

"আবার ওঁকে কেন কষ্ট দেওয়া ?"

"থাক, আর পাকামি করতে হবে না। এখন বলো তো তোমরা কে ? কী জন্য এখানে এসেছ १ আর ধার্মিকদাদার পরিবারেরই বা খোঁজ করছ কেন ?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বকুলদিকে। বকুলদি কখনও চোখ বুজে, কখনও চোখের দিকে চেয়ে, কখনও-বা দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বাবলুর কাছে উঠে এসে সম্মেহে ওর গায়ে, মাখায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমাদের যে কী বলে ভালবাসা জানাব ভাই, যে মানুষটিকে চোখেও দাখোনি, তারই জনা এত মমতা তোমানের ? তানের প্রতি সাহাযোর হাত বাজিয়ে দেওয়ার জনা অতপুর থেকে ছুটে এসেছ তোমরা ! তবে ওই নাগরাজ লোকটি কিন্তু ভয়ন্তর । ওর বাঙগারে সাবধান । যাই হোক, ধার্মিকালারর ছেলেটার তো কোনও সন্ধান নেই । তাকে সভি্য-সভি্য়িই বামে খেয়েছে না কেউ শুম করেছে তা কে জানে ? ওর বউ আর মেয়েটা বছ দৃঃখে দিন কটাছে । আমিই ওদের দেখাশোনা করি । এখন ওরা জঙ্গলে কোঠে কুড়োতে । ফিরে এলেই তোমানের কথা কলব ।" বাবলু টাকাগুলো রের করে বকুলবির হাতে দিয়ে বলল, "আপানি

এগুলো ওদের হাতে দিয়ে দেবেন বকুলদি।" "না, না। আমি কেন দেব १ তোমরাই দেবে।"

"আমরা তো এখনই চলে যাব।"
"কোথায় যাবে ভোমরা ? ওসব যাওয়া-টাওয়া এখন হবে না।
তোমাদের বন্ধুদের ফিরে আসার জন্য একটা দিন অন্তত অপেক্ষা করো।
তা ছাড়া এইভাবে হট করে জগদলপুরে গিয়ে পড়লেই বিপদে পড়রে
ভোমরা। বিশেষ করে ওখানে তোমরা থাকবে কেন্দ্রা ? না জেনে
অমন একটা হোটেল বা লজে উঠলে, যেটা হয়ে নাগরাজেরই।
বিপদের শেষ থাকবে না তথন। মনে রেখো, তোমার সঙ্গে তিন-তিনটি
বোন আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বকুলদি, ওখানে আমাদের যেতে তো হবেই। কোনও একটা হোটেলে উঠতেও হবে।"

"সেইজন্যই তো বলছি একটু ভাবতে দাও আমাকে। ওখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে। তার নীচের তলায় ভাড়াটে থাকে। ওপরটা আমাদের। ৷ আমি একটা জিপের ব্যবস্থা করছি। ৷ কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে রওনা দেব আমরা। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। এখন তোমাদের বাসে যাওয়া কোনওয়তেই নিরাপদ নয়।"

ঙ্গে। এখন তোমাদের বাসে যাওয়া কোনওমতেহ নিরাপদ নয়।" বাবলু তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "হুররুরে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিয়াস জড়িয়ে ধরল বকুলদিকে। বলল, "সত্যি, আপনার তলনা হয় না!" ককুলদি বললেন, "আমাকে একবার দক্তেওয়ারা যেতে হবে পুজো দিতে। অমনই দু-একদিন থেকে আসব তোমাদের সঙ্গে। আর তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করে যখন যাবে, আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।"

বিয়াস বলল, "দন্তেওয়ারায় কী আছে বকুলদি ?"

"দন্তেশরীর মন্দির। এই দেবী খুব জাগ্রত। সবাই মান্য করেন একে। জগদলপুরেও দেবীর একটি মন্দির আছে। তবে কিরণডোলের পথে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দেবীর যে মন্দির, তা একটি পীঠস্থান।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি ? সময় পেলে আমরাও যাব।"

বিচ্ছু দু' হাত জ্বোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জ্বানাল, "যা ! বিলুদা আর ভোম্বলদাকে তাড়াতাড়ি পাইয়ে দাও । কেউ যেন ওদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে ।"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমরা যে একবার এই পাহাড়টায় উঠতে চাই। এই পাহাড়ের ওপর যে তালাও আছে সেটা একবার দেখতে চাই আমরা।"

"ধার্মিকদাদার ছেলে শঙ্কর তো মাছ ধরতে গিয়ে ওইখান থেকেই গুম হয়েছিল।"

"আচ্ছা, ওর বন্ধুবাদ্ধবদের কারও সঙ্গে কিছু কথা বলা যায় না ?" "দরকার নেই। তা ছাড়া কেউ কিছু বলতেও পারবে না। ছোট-ছোট ছেলে সব। তাও দেহাতি।"

এমন সময় বকুলদির মা প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে চুকলেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে কত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। লুচি, হালুয়া, আলু-কপি ভাজা, মিহিদানার লাড্যু। আর চা।

সবাই তৃপ্তি করে সব কিছু খেয়ে পঞ্চুকে নিয়েই নদী পার হয়ে লব্জে এল জিনিসপত্র নিতে। এসেই দেখল বিলু ওদের জন্য হার্নটান করছে। বাবলু ছুটে গিয়ে বিলুকে জড়িয়ে ধরেই বলল, "কী রে! ব্যাপার কী তোদের १ ভোকল কই ?"

বিলু ছলছল চোখে বলল, "সে বোধ হয় নেই রে !' "তার মানে ?" বিলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি তোরা ?" "ভানুদাসের ঠিকানা খুঁজতে।" "পেলি ?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। তোদের কথা বল ?"

"কাল রাতে আমি তো একজনের পিছু নিয়েছিলাম। তোধলাটা আমার সঙ্গে না এমে আর-একজনের পিছু নিয়ে গেল কিনা ছাদে। ওরা হল অত্যন্ত ধুর। তাই এ-ছাদ ও ছাদ করে পালাল। মাঝখান থেকে ভোষলাটা হিরো হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে এমন পড়ল যে, ধরা পড়ে গেল ওদের হাতে। আমি ওকে রক্ষা করবার জনা ছুটে এলুম বটে, কিন্তু পারলুম না। ওরা ছিল চারজন। ওরা একটা জিপের মধ্যে ভোষলকৈ তুলে নিয়ে জগদলপুরের দিকে চলল। আমি বাধা দিতে না পারলেও জিপের পেছন দিকটা আকড়ে ধরলাম। কিন্তু এইভাবে কি বেশিক্ষণ ধরে থাকা যায় ? হঠাং একটা পাহাড়ে ওঠার মুখে গাট্টা কাত হতেই হাত ফমক পড়ে গেলাম আমি। আর জিপটাও পরক্ষণে খাদে ওলটাল।" বাবলু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "বলিস কী রে,"

"সে কী ঘন জঙ্গল সেখানে! হারেনা, চিতা আর

কৈর রাজত্ব।

আমি কোনওরকমে একটি হনুমান মন্দিরের সাধুর আশ্রমে গিয়ে চুকি।

সাধুবাবা সেই অন্ধর্নারেও কয়েকজন লোককে ডেকেডুকে লাঠি, বল্লম,

টিছি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই অন্ধর্কারে কি খোঁজা য়য় ?

অনেক পরে ফরাসগাঁও না কোভাগাঁও থেকে একদল পুলিশ এল। টর্চের

আলোয় চারদিক দেখল। কিন্তু ওধু জিপটাকেই পড়ে থাকতে দেখা

গেল সেখানে, কোনও মানুযজনের চিহ্নও পাওয়া গেল না। আজ

সকালেও ভাল করে খুঁজে দেখে তবেই আমি আসছি।"

বাবলু বলল, "তোর মুখে সব কথা শুনেছে পুলিশ ?"

"সব[†]।" "এবার হয়তো ওদের টনক নড়বে†"

বাবলুরা লজ খালি করে টাকা-প্রসা মিটিয়ে একবার থানায় গেল। তারপর বিলুব ফিরে আসার ব্যাপারটা জানিয়ে চলে এল বকুলদির বাড়ি।

বকুলদি বললেন, "তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি ঘনশ্যামদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কাল সকাল ছ'টা নাগাদ জিপ আসবে। জোমাদের আর কোনও চিস্তা রইল না তা হলে ?"

বাবলু বলল, "খাওয়ার চিন্তা রইল না। কিন্তু একজন বন্ধুর চিন্তা যে রয়েই গোল বকুলদি। দু'জনের একজন ফিরেছে। আর-একজনের সন্ধান নেই।"

"সেকী!"

বিলু তখন ওর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শোনাল বকুলদিকে। বকুলদি বললেন, "উঃ! কী অত্যাচার।"

বাবলু বলল, "দিদি। আমরা আপনার ছেটি ভাইয়ের মতো। আপনি আমানের আদীবদি করন যেন আমরা সফল হুই। নাগরান্তের গুণ্ডারাজ্ঞ খড়ম আমরা করবই। কী চরম প্রতিশোধ যে নেব আমরা, তা আপনি করনাও করতে পারবেন ন।"

বকুলদি বললেন, "তোমরা যা ভাবছ তা নয় বাবলু। নাগরাজ অত্যন্ত বিষধর। অতি ভয়ম্বর সে।"

"আমাদের ক্রিয় নয়। আপনাকে তো বলেইছি কাঁকের বাজারের অদুরে পঞ্জাবি ধাবায় কাল ওকে কীভাবে হেনস্থা করেছি। আমলে মামের আশীর্বাদ এমন আছে আমাদের ওপর যে, বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এলেও তা সরে যেতে বাধা হয়।"

বাবলুরা এখানেই স্নান-খাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে পর্বভারোহণ শুরু করল। একে বুনো পাহাড়, তার ওপর আগাছা বেড়ে যাওয়ায় পথ আর খুঁজে পায় না। একটু-একটু করে ঝোপঝাড়ের ফাঁক-ফোকরে কয়েও রপপ ওঠে আর নীচের দিকে তাকিয়ে কাঁকেরের সৌন্মর্ম দেখে। তার বাবার শুরু করে দিপে ওঠা। কী বড় পাহাড়! একটা চড়াই শেষ হয় তো খানিক গিয়ে আবার চড়াই। দূর বনাস্তরালের ভেক্তর কিয়ে পথ হারিয়ে যায় আরও সুদুরে।

বিয়াস একসময় হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে, "আর আমি পারছি না বাবলু। তোমরা যাও, আমি এখানেই বসি।"

বাবলু বলল, "তা হয় না। এসো, আমার হাত ধরো। এসেছ যখন,

যেতেই হবে।"

ক্লান্ত বিয়াস বাবলুর হাত ধরল এসে।

পাথির কৃজন শুনতে শুনতে বিলু বলল, "ভোম্বলটাও যদি এই সময় আমাদের সঙ্গে থাকত রে !"

বাবলু সে-কথার উত্তর দিল না।

পঞ্ছু হঠাৎ কী একটা দেখে ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে।

সবাই থমকে দাঁড়াল। বাবল বলল "এ কিচ

বাবলু বলল, "ও কিছু না। একটা শজারু। শজারু দেখে এত ভয় পেলে কী করে হবে ?"

বিলু আবার বলল, "আছো বাবলু, এত সুন্দর এই জায়গাটা, অথচ কোনও গাইডবুকেই এর কোনও উল্লেখ নেই কেন বল তো ?"

"নেই এই কারণে, জায়গাটা মনোরম হলেও শুধু এর আকর্ষণে এখানে এসে কারও পোযাবে না। তবে রায়পুর বা এই পথে থারা জগদলপুরে যান, তাঁদের জন্য এটার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আমাদের এই অভিযানের পর জায়গাটা গুরুত্ব পাবে, এটা আমরা আশা করব।"

পাহাড়ে উঠতে-উঠতে একসময় ক্লান্ত হয় সবাই। শুনিক ওঠার পর যেই মনে হয় এই বুঝি পথের শেষ, অমনই দেখা যাঁর পথ দূর থেকে আরও দূরে অগভীর বনান্তে মিশে গেছে। একসময় যখন আর যেতে পারছে না, মনে হচ্ছে নেমে আসে, তখন একজন কাঠুরিয়া মেয়ের সঙ্গে নেখা হল। তাকে জিজেয়া করতে সে বলল, "যাইয়ে, যাইয়ে। কুছ ডর নেহি। আভি থেড়া দূর যানা পড়েগা।"

বিচ্ছু বলল, "কী করবে বাবলুদা ?"

"তোরা কী করবি বল ?"

বিয়াস বলল, "আমি তো আগেই বলেছি নেমে চলো। যা ঝোপঝাড় চারদিকে, কোনও একটা জন্ত-জানোয়ার বেরিয়ে পড়া অসন্তব নয় !"

বিলু বলল, "এতটা চড়াই কন্ত করে উঠে এসে নেমে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর একটু যাই চল।"

চল তো চল। আবার শুরু হল পথচলা। খানিক যেতেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় বহুদিনের পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত পাথরের একটি প্রাচীন ১১০ দরওয়াজা চোখে পডল।

বিলু বলল, "ওই দ্যাখ বাবলু! নিশ্চয়ই এবার আমরা এসে গেছি।"
ওরা তখন নতুন উদ্যুমে সেই দরওয়াজায় পৌছল বটে, তবে গিয়ে
দেখল পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওরা কী করবে তেবে না
পেয়ে ডান দিকের পথটাই ধরল। পথের ক্লান্তিতে বুকের ভেতরটা মে
ধড়ফড় করছে তখন। উঃ কী সাজ্যাতিক পাহাড় রে বাবা! যাই থেক,
এই পথে খানিক এগোতেই ওরা একজায়গায় বনের ভেতর একটি
আশ্রমে পতপত করে ধরজা উড়াতে দেখল। আর সেইখানেই রম্মণীয়
একটি সরোবর। যাকে বলে তালাও। কী সুন্দর দৃশ্য সেখানকার! ওরা
এক-পা করে সেইখানে এসে দাউলে।

এক সাধুবাবাও এগিয়ে এলেন ওদের দেখে। সমেহে বললেন, "তোমরা কে বাবা! কোথা থেকে আসছ ? এই অবেলায় কেন ? সকালের দিকে আসবে তো ?"

বাবলুরা সবাই সাধুবাবাকে প্রণাম করে বলল, "আপনি বাঙালি १" "আমি তো ইংরেজি বা হিন্দিতে কথা বলিনি বাবা।"

"সরি। তা স্থুক্শ বলেননি। আপনি কতদিন এখানে আছেন ?" "আমার ইন্টারভিট নেবে তো আশ্রমের ভেতরে এসো। প্রসাদ খাও। তারপর...।"

ওরা জুতো খুলে আশ্রমে ঢুকল। নামেমাত্রই আশ্রম। আসলে রাত্রিবাসের মতন নিরাপদ আস্তানা একটা। বড়-বড় গাছ আর পাথরের সঙ্গে বাঁশ, কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা ঝোপড়ি মাত্র।

সাধুবাবা ওদের ছোলা আর নারকোল ভাজা প্রসাদ দিলেন। তারপর স্বাইকে দিলেন এক লোটা করে জল। ওরা জল থেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বিয়াস বলল, "কী মিষ্টি জলটা !"

সাধুবাবা বললেন, "তুমিও তো খুব মিষ্টি মা। তোমরা সবাই। এ হল ওই তালাওয়ের জল। দেখলে ভক্তি হয় না, কিন্তু খুব সুস্বাদ্।"

বাবলু বলল, "কই, বললেন না তো আপনি এখানে কতদিন আছেন ?"

"তা পঁচিশটা বছর হল বইকী !"

"আপনার নামটা জানতে পারি ?"

"আমার নাম যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী। তোমরা এক কাজ করো, বেশি দেরি কোরো না এখানে। চারদিক চট করে একটু ঘুরে দেখে সন্ধের আগেই নীচে নেমে যাও।"

বাবলু বলল, "সত্যি, যা ঘন বন! দেখলে ভয় করে। যদি বাঘে খায় ?"

বাবলুর কথা শুনে সাধুবাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, "বাঘ ! এখানে বাঘ কোথায়। গুবে বাঘ আছে । বেশি আছে ভালুক । হরিশও আছে, খুব কম । তবে ওরা আসে সদ্ধের পর তালাওয়ে জল খেতে । তোমরা একবার সকলের বিকে এসো পিকনিক করতে । দলবৈধে আসবে । আমাকেও অবশা ভাগ দিয়ো খাওয়ায় । কেননা ভালাখন খেতে আমারও খুব ইচ্ছে করে তো । তারপর সারারাভ এখানে থেকো । দেশবে কত জানোয়ার জল খেতে আসবে এখানে । পূর্ণিমা দেখে এসো টীছকাল হলে আরও ভাল হয় । সূর্ব ভোবার সঙ্গে-সঙ্গেই এসে যাবে সব ।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বাবা, নীচে যে শুনলাম এই গাঁয়েরই কোনও একজনের ছেলেকে দুণুরবেলাই বাঘে খেয়েছে।"

সাধুবাবা বললেন, "মিথো কথা। ওকে মানুষ-বাঘে খেয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, আমি তখন এখানে ছিলাম না।"

"আপনি থাকলে কি তাকে রক্ষা করতে পারতেন ?"

"চেষ্টা করতাম।"

বাবলু বলল, ''সাধুবাবা, শুনলাম নাকি এই অঞ্চলে কে এক নাগরাজ আহে, তারই লোকেরা চুরি করেছে ছেলেটাকে, এ-কথা কি সত্যি ?''

"নাগরাজ যখন, খলতা তখন স্বাভাবিক। তবে আমার মনের কথা বললে কি তোমাদের তদন্তের কাজে কোনও সুবিধে হবে ?"

বাবলু চমকে উঠল, "তদন্ত।"

"ওরে ! আমি হচ্ছি অন্তর্যমী। তোরা যে কারা তা কি জানি না ভেবেছিস ? যে লোকের নাম বললি তোরা, তার সম্বন্ধে একটু শুধু বলে ১১২ রাখি। ওই লোকটা আগে এই অঞ্চলেরই লোক ছিল। ওর নাম ছিল নাগেশ রায়।"

"বাঙালি নাকি ?"

"রায় হলেই কি বাঙালি হয় ? মহারাষ্ট্রের লোক। নাগেশ হচ্ছে শিবের নাম। শুনিসনি ? নাগেশ ছারুকাবনে। কিন্তু সেই নাগেশকৈ ও নাগরাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাঁকের বাজারে ওর একটা দোকান ছিল। গান-বিড়ির দোকান। কিন্তু সেটা ছিল ওর সাজানো ব্যাপার। ডেতরে-ভেতরে অন্য বারসা করত। মাদক দ্রব্যের চোরাচালান থেকে জঙ্গলের চোরাকটারানের নিয়ে ব্যবসা, সবই করত। পরে পূলিশ প্রশাসন এবং জনতার প্রতিরোধে স্থানতাগ করতে বাধা হয় ও। কিন্তু এর পরে কীভাবে যে কপাল খুলল ওর, তা কে জানে! এখন নাগরাজ কোবরা নামে বস্তারের আতম্ক। রায়পূরে, জগদলপূরে ওর স্থনামে-বেনামে কত হোটেল, লজ, সিনেমা হল। চার-পাঁচটা গাড়ির মালিক। দশ-বারোটা বাড়ি। ফ্রাট। তার ওপর একদল খুনে, গুণ্ডাকে নিয়ে ওর কুব্যাত কোবরা দল। ওর একজন পোষা গুণ্ডা আছে, যার নাম গ্রোজা। সবাই তাকে লেপাঁর্ড বলে জানে। শুনেই কাল সে ধরা পড়েছে পূলিশের হাতে। আর সেটা সপ্তব হয়েছে তোদের জনাই।"

বাবলু বলল, "আপনার কানেও এসেছে তা হলে এই খবরটা ?" "না আসবার কী আছে ? তোদেরও তো একটা দল আছে। পাণ্ডব গোমেন্দা না কী যেন ?"

বাবলু বলল, "জবাব নেই সাধুবাবা। ধন্য আপনি।" বলে তালাওয়ের চারপাশে একবার পাক দিয়ে উচু একটি বেদির ওপর শঙ্কর ভগবানের ছোট্ট মন্দিরটিতে প্রণাম জানিয়ে সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

সাধুবাবা হেঁকে বললেন, "সময় পেলেই আবার আসনি কিন্তু।" বাবলু হাত নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই আসব।" বলে সেই রমাভূমি ত্যাগ করল ওরা।

এই নির্জনে এই সাধুবাবাকে বড়ই রহস্যময় মনে হল। সাধুবাবাও ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে

>>0

মাথার জটাটা খুলে পাশে রাখলেন।

আশ্রমের পেছন দিকের গাছপালার আড়াল থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল।

সাধুবাবা ইশারায় তাদের বললেন, "ফলো দেম।"

11911

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল সকলের। ঘুম অবশ্য আপনা থেকে ভাঙেনি। বকুলদিই ডেকে তুললেন সকলকে। তারপর সবাই মিলে কফি তার টোস্ট খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

ড্রাইভার ঘনশ্যামদাও ঠিক সময়েই এলেন।

ভানুদাদের বউ-মেয়েও বিদায় জানাতে এল ওদের। অত টাকা পেয়ে তারা যে কী খুশি তা বলে বোঝানো যাবে না।"

জিপের দুটো পাশ ঘনশ্যামাদা এমনভাবে ঢেকে দিলেন, যাতে সচরাচর কেউ ওদের দেখতে না পায়। ড্রাইভারের পাশের সিটে বিয়াস ও বকুলদি। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্জু বসল পেছনের সিটে।

জিপ বড়ের গতিতে ছুটে চলল জগদলপুরের দিকে। ভোরের আবহাওয়ায় কাঁকের পাহাড়কে তখন মনে হতে লাগল যেন একটা বিশাল প্রেতপ্রহরী হয়ে দড়িয়ে আছে। এইভাবে বেশ খানিকটা যাওয়ার পরই আরও ঘন পাহাড়-জঙ্গলের দেশে এসে পড়ল ওরা।

বিলু বলল, "এই দ্যাখ বাবলু, এই সেই স্থান। যেখানে কাল রাতে আমানের জিপ উলটেছিল।"

বকুলদি বললেন, "এইখান থেকেই পাহাড়ে ওঠার বিপজ্জনক ঘাট আছে বারোটা।"

বিয়াস বলল, "ঘাট কী বকুলদি ?"

"ঘাট মানে ঘূর্ণি। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কার্ভ।"

জিপ তখন গোঁ-গোঁ করে ওপরে ওঠা শুরু করেছে। সতিই ভর লাগে ওপরে উঠতে। এতটুকু অন্যমনস্ক হলেই গভীর খাদে। তবে চালকরা সতর্ক হয়েই গাড়ি চালান এখানে। তাই দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে ১১৪ না।

খানিক ওঠার পরই ওরা দেখল উলটে যাওয়া সেই জিপটিকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পথে একটি হনুমানজির মন্দির পড়ল। ঘনশ্যামদা সেইখানে জিপ থামিয়ে পুজো দিতে গোলেন মন্দিরে। পুজারীজি একটা থালিতে করে এলাচদানা ও নারকেল প্রসাদ এনে বিতরণ করলেন সকলকে।

জিপ আবার ঘাট পেরিয়ে রওনা দিল।

বকুলদি বললেন, "এই পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে আঠারোশো ফুট।" এইভাবেই বারোটা ঘাট শেষ হলে অবতরণ। কাঁকের পাহাড় অতিক্রম করে আবার সমতলের পথ ধরল ওরা। ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে যথন ওরা জগদলপরে এসে পৌঁছল বেলা তখন নটা।

বস্তারের রাজবাড়ির কাছে বকুলদিদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। জিপ

ওদের সেখানে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল।

বকুলদি একজন আদিবাসী মেয়েকে ডাকিয়ে এনে ঘর পরিকার করালেন। তারপর বললেন, "আজকের খাওয়াদাওয়াটা কি তোমরা ঘরেই করবে, না হোটেলে সারতে চাও ?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় হোটেলে যাওয়াই ভাল।"

বিয়াস প্রচণ্ড আপন্তি করে বলল, "কেন, আমরা এত মেয়ে থাকতে হোটেলে খেতে যাব কোন দুঃখে ? চলুন তো সবাই মিলে বাজারে গিয়ে কিছু আনাজপাতি কিনে এনে রান্ধাবার্রা লাগিয়ে দিই।"

বকুলদি বললেন, "যা তোমরা বলবে ! তোমরা রাজি থাকলে আমি এককথায় রাজি।"

এই বাড়ির নীচে যে ভাড়াটেরা ছিল তারাও খুব সহযোগিতা করল। তাদের বড়টি সক্ষে-সন্দে উনুনে আঁচ দিয়ে ব্যবস্থা করে দিল সব কিছুর। কাছেই বাজার। বকুলদি তাই অযথা সময় নষ্ট না করে ওদের নিয়ে চলে গোলেন বাজার করতে।

সবাই গেলেও বাবলু কিন্তু গেল না। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ামাত্রই বাবলুর মনটা কীরকম যেন হয়ে গেছে। এই ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে কোথায় এবং কীভাবে ভোম্বলের খোঁজ করবে, সেই চিস্তাতেই

বিষণ্ণ হয়ে রইল সে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ভোম্বল যে প্রাণে মরেনি, এই ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত। কেননা, বিলুর মুখে শুনেছে অপহরণকারীরা চার-পাঁচজন ছিল। দুর্ঘটনায় কারও যথন কিছু হয়নি তখন ভোম্বলও নিরাপদ। কিন্তু ছেনেটা কোথায় এবং কীভাবে আছে সেটা তো জানা কারকার। নাগরাজ নিশ্চয়ই দুধ-কলা দিয়ে ওকে পুষবে না। কাজেই ওর খগ্রর থেকে ওকে উন্তার করতে না পারলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাবলু যখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে এইসব ভাবছে, তেমন সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন লোক একদৃষ্টে ভাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাবলুর চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে সরে গেল লোকটা।

একট্ন পরেই বাজার থেকে ফিরে এল সবাই। একগালা কচুরি তার জিলিনি সকলের জন্য কিনে এনেছেন বকুলদি। সেইসঙ্গে ফুলকপির বড়া। বাজারের মধ্যে এনেছেন আলু, কপি, টম্যাটো ছাড়াও মাংস খারিকটা।

বকুলদি বললেন, "আমাদের সঙ্গে তুমিও যেতে পারতে বাবলু।" বাবলু বলল, "পারতাম। তবে কী জানেন, আমার এখন কোনওদিকেই এনার্জি নেই। ভোগলের চিস্তাতেই মনটা আমার খারাপ হয়ে যাছে। ওরা যে কোথায় নিয়ে রাখল ছেলেটাকে, তা কে জানে ?"

বাচ্চু একটা ডিশে করে কচুরি আর জিলিপি এনে খেতে দিল বাবলকে।

বাবলু খাওয়া শুরু করতেই বিলু এসে ফিসফিস করে ওকে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় নাগরাজের স্পাইরা আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

"কী করে বঝলি ?"

"আমরা যখন বাজার করছিলাম তখন দু'জন লোক আমাদের পাশে-পাশে ঘরছিল আর ঘন-ঘন তাকাঞ্চিল আমাদের দিকে।

বাবলু গন্ধীর হয়ে বলল, "ধরলি না কেন একটাকে १ পঞ্ তো সঙ্গেছিল।"

"আসলে তুই ছিলি না বলে সাহস হল না। যদি কাজটা কাঁচা হয়ে ১১৬ যায়।"

এমন সময় হাসিমূখে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বিয়াস ৷ বিলু আর বাবলুকে চা দিয়ে বলল, "চা-টা কিন্তু আমি করেছি ৷"

বাবলু বলল, "খুব ভাল। তা এমন ফিকফিক করে হাসছ কেন ? আমাদের নতন দেখছ নাকি ?"

"বা রে ! নতুন দেখলেই কি কেউ হাসে ? আসলে আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে বকুলদি আর আমি কেমন মিশে গেছি বলো তো ? তোমাদেরও নামের আদ্যক্ষর 'বি', আমাদেরও। বকল, বিয়াস।"

বাবলু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "আরে তাই তো !" তারপর চা খাওয়া শেষ করে বলল, "তোমরা এদিককার কাঞ্চ শেষ করো । আমি একটু বিলুকে নিয়ে ছাদে যাছিছ । নিরিবিলিতে একটু আলোচনা করব, কেমন ?"

বাবলু আর বিলু ছাদে গেল। তারপর ভোম্বলের ব্যাপারে কীভাবে কী করবে না করবে এই নিয়ে শুরু করল জোর আলোচনা। কথায়-কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। তখন প্রায় দুটো।

বিলু বলল, "কী করছে বল তো এরা ? এর চেয়ে হোটেলে খেলেই ভাল হত ! খিদেয় পেট টুইট্ই করছে আমার।"

বিলুর কথা শেষ হতেই বকুলদি ডাকলেন, "তোমরা সব নীচে এসো, আমাদের হয়ে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে গশ্বগমিয়ে উঠল বাড়িটা। বাবলু, বিলু দু'জনেই ছুটে এল, "কী হল। কী হল পঞ্চ।"

দোতলায় নেমেই দেখল বকুলদি স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছেন। বাচ্চু, বিচ্ছুও নির্বাক। আর পঞ্চু নীচে-ওপরে ছুটোছুটি করছে ভৌ-ভৌ করে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী ? হল কী তোদের ?"

বাচ্চু ছলছল চোখে বলল, "লেপার্ড এসে বিয়াসকে নিয়ে গেল বাবলুল।"

বাবলু যেন কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। "হোয়াট ! কে নিয়ে

,,

গেল বললি ? লেপার্ড ! সে তো এখন কাঁকের পুলিশের হেফাজতে।"
"না বাবলুদা। লোকটা কখন এসে বাথকমে লুকিয়ে ছিল কে জানে!
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ বেঁধে নিয়ে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।
চিতা যেমন শিকার ধরে, ঠিক সেইভাবে। মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে গেল, কে জানে! পঞ্চু ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেল না।"

বাবলু হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে নীচের ভাড়াটে ছাড়াও অনেক লোক জড়ো হয়েছে তখন । সবাই বলল, "এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন । বাবলু বিলুকে বলল, "আয় দেখি একবার আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবি ?"

"থানায় ৷"

ওরা সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে পথে নামল। দু-এক কদম যেতেই একজন ইনস্পেক্টর স্কুটারে চেপে এদের সামনে এসে থামলেন, "এ কী! তোমরা এখানে ? কখন থেকে আমি তোমাদের খোঁজ করছি।"

বাবল বলল, "আপনি আমাদের চেনেন ?"

"চিনি বইকী। আমার নাম অশোক রায়। তোমাদের থানার মিঃ বর্মণ আমার বিশেষ বন্ধু। উনি ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছেন। নাগরাজকে ফানে ফেলার সবরকম বাবস্থাই আমরা করেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না লোকটাকে। বিবেদী হত্যার পরিকল্পনায় লোকটা অভিযুক্ত। ওখানকার পূলিশ প্রশাসন খুবই শক্ষিত ওর ব্যাপারে। ইতিমধ্যে তোমরা কাঁকেরে যে লেপার্ডকে ধরিয়ে দিয়েছিলে, সেই বাটো আজ ভোৱে কীভাবে যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।" বাবলু বলল, "জানি। এইমাত আমাদের একটি মেয়েকেও সে তুলে

নিয়ে গেছে। ওরই বাাপারে আমরা থানায় যাচ্ছিলাম।" ইনম্পেট্টর বললেন, "বলো কী! তা হলে এখানেই এসে জুটেছে লোকটা।" বলেই বললেন, "তুমি এসো তো একবার আমার সঙ্গে। তাডাতাডি।" াবাবলু বিলুকে বলল, "ভূই পঞ্চুকে নিয়ে ঘরে যা। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবি না, বুবলি । ঘরে গিয়ে ওবের পাহারা দে।" বাবলু মুটারে বসতেই স্কুটার জনবহুল পথ হেড়ে একেবারে ফাঁকা রাস্তায় এসে পডল। এই রাস্তার নাম কোঁটা রোড।

বাবলু বলল, "আপনি এত জোরে চালাচ্ছেন যে, ভয় করছে আমার।"

"পাণ্ডব গোয়েন্দার ভয় ং"

"দুর্ঘটনার ভয় তো সকলেরই হয়। দেখুন না আমাদের এক বন্ধুও কাল থেকে নিখোঁজ। তার ওপর মেয়েটাও আজ...।"

"ঘরে বসে থাকলে তো এইসব বিপদ হত না ভাই। সাপের গর্তে হাত দেবে অথচ ছোবল খাবে না, তা কী হয় ?"

বাবলু এবার গম্ভীর গলায় বলল, "কে আপনি ?"

"গোয়েন্দায় পুলিশ চেনে না, এ বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

"তার চেয়েও দুর্ভাগ্য হল সেয়ানে সেয়ান চেনে না। আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন জানতে পারি কি ?"

"কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।"

বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। এক ঘন বন্তুমির মধ্যে বিশাল এক পর্বতের গুহামন্দিরের সামনে স্কুটার এসে থামল। সে কী ভয়াবহ নির্জনতা জনপ্রাণীর চিহ্নাত্র নেই।

লোকটি ওকে স্কুটার থেকে নামিয়ে বলন, "আশা করি গোলমাল করবে না। পালাবারও চেষ্টা করবে না এখান থেকে। তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়বে।"-

বাবলু বলল, "গোলমাল করলে কি এতটা পথ আপনি আমাকে নিয়ে আসতে পারতেন পুলিশসাহেব ং"

"থাাস্কস।"

"কিন্তু জায়গাটা কোথায় ? কোনখানে এলাম আমরা ?" "সারাটা জীবন যেখানে কাটাতে হবে, সেইখানে।"

এমন সময় হ্যাজাক হাতে দু'জন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, "লেপার্ড তো এল না বদরিদা।"

>>>

"ওর তো এখানেই আসবার কথা। বস নিজের গাডিতেই আনবে। ঠিক আছে, তোরা এই বিচ্ছুটার ব্যবস্থা কর । আমি দেখছি ওদিকটা ।"

"তা না হয় দেখবে। কিন্তু এইখানে কাজ-কারবার করা আমাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সরকারি কেয়ারটেকারটা একদম সহযোগিতা করে না আমাদের সঙ্গে। এদিকের রাস্তাটা এবার ছাড়ো তোমরা।"

"তীরথগডের জিনিসগুলো এসে পৌঁছেছে ?"

"না। বারোটার পর তো আসবে। এখন কী ?"

"একে আঠারো নম্বরে রাখো। আমি দেখছি লেপার্ডের কী হল।" বাবল এতক্ষণে কথা বলল, "ওটি হচ্ছে না ব্রাদার। আমি ভেতরে থাকব আর আপনি হাওয়া খেতে যাবেন, তাই কি হয় ? দ'জনে একসঙ্গেই থাকব।"

লোকটি রুখে সাঁড়াল, "মুখ সামলে কথা বলবি।"

বাবল তখন আচমকা সজোরে ওর নীচের চোয়ালে এমন একটা ঘূসি মেরেছে যে, 'ওরে গেছি রে' বলেই চোয়াল চেপে বসে পড়ল লোকটা।

সঙ্গী দ'জন হ্যাজাক রেখে ছুটে গিয়ে ধরল ওকে, "কী হল বদরিদা ! লেগেছে খিব ? এ হে। রক্ত বেরোচ্ছে যে !"

বাবলু বলল, "আরও অনেক কিছুই বেরোবে।" বলেই আরও একটা চান্দ নিল। হ্যাজাকটার দিকে লাফিয়ে পড়ে সেটা তলে নিয়েই হঠাৎ করে বসিয়ে দিল একজনের মাথায়। দিয়েই এক লাফে সরে এল সেখান থেকে। তারপরই ছট-ছট-ছট।

অন্ধকারে আলো নিভলে অন্ধকার আরও ঘন হয় ৷ বাকি রইল আর একজন। সে চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে পালাল রে। ধর, ধর।"

কিন্তু এখানে কে কাকে ধরবে ? বাবলু সেই অন্ধকারেই এলোপাতাড়ি পাথর ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। ততক্ষণে অনেক টর্চের আলো একসঙ্গে এসে পড়েছে ওদের ওপর। বাবলু এবার নিজেকে রক্ষা করতে গহার দিকেই দৌডল।

হঠাৎ একটি নরম হাত স্পর্শ করল ওকে। বলল, "এ কী! এইভাবে ছোটে কেউ ? আমার হাত ধরে খব সাবধানে এসো । গুহাটা কিন্তু দারুণ 120

বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "কে তুমি ?"

"আমি রতা। এরা আমাকে অনেকদিন হল নিয়ে এসে রেখেছে এখানে। আমাকে দিয়ে খব কাজ করায়। এইখানকার বন্দিদের দেখাশোনা করি আমি। যেভাবে তোমাকে নিয়ে এল ঠিক সেইভাবেই সকলকে নিয়ে আসে ওরা। কিন্তু তুমি যা করলে তা কেউ করে না। সত্যিই বীরপুরুষ তুমি। বাহাদূর ছেলে।"

"তুমি কি এখান থেকে মুক্তি চাও ?"

"কে না চায় ? খাঁচার পাথিও চায়। কতদিন যে বাবা-মাকে দেখিনি ! ভীষণ মন খারাপ করছে আমার ।"

"তোমার বাডি কোথায় ?" "বর্ধমানে। তোমার ?"

"হাওড়ায়। এরা কাল আমাদের একটি ছেলেকে আর আজ এইমাত্র একটি মেয়েকে ধরে এনেছে। তাদের কোথায় রেখেছে বলতে পারো ? মেয়েটা সম্ভবত এখনও এসে পৌঁছয়নি।"

"কিন্তু কাল তো আসেনি কেউ।"

"সে কী!" বলেই থমকে দাঁড়াল বাবল।

"নিশ্চয়ই ওরা ওকে ওখানে রেখেছে। যেখানে আমাকে ওরা প্রথম রেখেছিল। আসলে ওরা যাকে বধ করে তাকেই ওখানে রাখে। আমি ওদের বাধ্য হই বলে প্রাণে বাঁচি।"

"তুমি এতদিন আছ্, সুযোগ করে পালাতে পারোনি ?"

"কী করে পালাব ? একা যে ! তা ছাড়া পালিয়ে যাব কোথায় ? ওরা ঠিক ধরবে।"

"তা হলে তমি আমাকে সেইখানেই নিয়ে চলো রত্না, যেখানে তুমি ছিলে।"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাব : কিন্তু এইখানে যারা অসহায়ভাবে পাধাণে মাথা কুটছে, তাদের অন্তত মুক্তি দিয়ে যাও। আমরা সবাইকে নিয়ে এর পেছনের জঙ্গলের পথ দিয়ে পালাব।"

রত্নার হাত ধরে অন্ধকারে আবার চলা শুরু করল বাবলু। হঠাৎ 252

একজায়গায় এসে রড়া বলল, "থামো।" বলেই টর্চ জ্বালল। বাবলু বলল, "এতক্ষণ তোমার হাতে টর্চ থাকা সম্বেও স্থালোনি

"বা রে! বাইরের ওরা যে বৃঝতে পেরে যেত।" তারপর বলল,
"রাতের অন্ধলরে এই কুটুমসরের গুহামদির যে কী জিনিস তার তো
কিছুই বৃঝতে না! এইবার আমরা কাঠের মই বেয়ে প্রায়
সতেরো-আঠারো ফুট নীচে নামব। যে সমস্ত টুরিস্ট কুটুমসরের গুহা
দেখতে আসেন তাঁদের জন্য দিনের বেলাতেও আলোর বাবহা থাকে।
নীচে নামলে দেখতে পাবে আরও কত গুহা। তারপর আরও, আরও
নীচে নামলে দেখতে পাবে আরও কত গুহা। তারপর আরও, আরও
নীচে নামতে হবে। সেখানে আরও অনেক গুহা। মোট ন'
কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা।"

রত্তার নির্দেশমতো বাবলু নীচে নেমেই আবার ওর হাত ধরল। ওরই বয়সী ক্ষকপরা ফুটফুটে মেয়েটি। লম্বা বেণীটি শিটের ওপর দুলছে। তার হাত ধরে এই নির্জনে অভিযান করতে খুব ভাল লাগল বাবলুর। এই অবকারে গুহামন্দিরে এই মেয়েটিই যেন জয়ের প্রতীক।

হঠাৎ একজায়গায় গিয়ে রঞ্জা বন্দুকধারী একজনকে দেখিয়ে বলন, "ওইযে দেখছ লোকটাকে,ওর নাম কলিলাস। দুর্ধর্য শূয়তান একটা। ওর এক ভাই আছে। লোকে তাকে লেপার্ড বলে।"

বাবলু বলল, "জানি।"

"ওকে কবজা করতে না পারলে বন্দিমুক্তি অসম্ভব !"

বাবলু ধীরে-ধীরে ওর পিস্তলটা বের করে বলল, "দেখবে ? দেব এখনই ঠাণ্ডা করে ?"

রত্না বলল, "সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে। এদের কোবরা দল পাশের ঘরেই জেগে আছে। নির্দেশ এলেই বেরিয়ে পড়বে ওরা। কোথায় যেন যাবে আজ ।"

বাবলু বলল, "কোন ঘরটায় ?"

"ওই যে উনিশ নম্বরে।"

বাবলু বলল, "তুমি এইখানে লুকিয়ে থাকো। টর্চটা আমাকে দাও।" "তা হবে না। আমিও থাকব তোমার সঙ্গে।" ১২২ বাবলু বলল, "চার্চ নিভিয়ে দেওয়াল খেঁষে সাবধানে এসো তা হলে।
আমি চুলিসারে গিয়ে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিই। যদি তখন ওই
শয়তানটা দেখতে পেয়ে তেড়ে আদে, তুমি তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে পর
স্থাবার ওপর আলো ফেলবে। তা হলেই ভব্দ হবে ও। পরের বাপারটা
আমিই সামলে নেব।" এই বলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল ওরা।

কিন্তু কান বটে শয়তানের ! বাঘের মতন ঘ্রাণশক্তি । বাবলু অন্ধকারে একটু হোঁচট খেতেই বন্দুক উচিয়ে রুখে দাঁড়াল সে । দূরের দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছিল, তারই আলোয় বাবলু বুঝতে পারল লোকটি ওর ভাইরের চেমেও হিংস্ত । লোকটি অনাদিকে তাকিয়ে বলল, "কৌন হাায়!"

ু বাবলু ততক্ষণে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিয়েছে। বলল, "হাত উঠাও।"

হতভম্ব কপিলাস ভয়ে হাত ওঠাল।

"বন্দক ফিকো।"

কী যে হয়ে গোল ব্যাপারটা, কিছুই বৃথল না কপিলাস ! বাবলুর গম্ভীর কঙ্ঠস্বরে ওকে পৃলিশ বলে মনে হল। তার ওপরে মুখে টর্চের আলো পড়ায় ভাল করে তাকাতেও পারল না সে।

তদিকে উনিশ নম্বরে তখন লক্ষরাম্প। কোবরা দলের যে ক'জন বন্দি হল, তারা তীখণ চিৎকার করতে লাগল। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, কতরকস ভাষার বুলেট ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। এর মধ্যেই শয়তান কপিলাসটা ভল্ট থেয়ে লাফিয়ে শড়ল উনিশ নম্বরে। তারপর যেই না দিকলে হাত দিতে যাবে বাবলুর পিগুল অমনই গর্জে উঠল 'ভিসুম'।

আ-আ-আ করে একটা আর্তনাদ।

রত্না ছুটে গিয়ে কপিলাসের ঘর থেকে একগোছা চাবি এনে বন্দিদের তালা খুলল। তারপর সেই তালাই লাগিয়ে দিল উনিশ নম্বরে। সে কী কাকুতিমিনতি তখন, "ওরে, তোরা আমানের মুক্তি দে। আমরা কথা দিছি তোদেরও আমরা মুক্তি দেব। যার-যার বাড়িতে গিয়ে পৌছে দিয়ে আসব আমরা।"

প্রায় দশ-পনেরোজন ছেলেমেয়ে তখন হইহই করে বেরিয়ে এসেছে

ঘরের ভেতর থেকে। বলল, "মুক্তি। তোরা কী মুক্তি দিবি আমাদের ? আমাদের মুক্তি যারা দেওয়ার, তারাই দিরেছে। এখন এই অন্ধ-কারায় পচে মর তোরা।"

আহত কপিলাস তখনও ছটফট করছে।

বাবলু গিয়ে ওর রগের কাছে পিন্তলটা ঠেকিয়ে বলল, "তুই ব্যাটা সব জানিস। বল, আমার বন্ধটা কোথায় আছে ?"

রত্নার হাতে তখন জ্বলম্ভ মশাল।

কপিলাস বলল, "হামে কুছ না জ্বানে।"

রত্বা বলল, "মরবার আর্গেও মিথ্যে কথা ! বল শিগ্গির, না হলে মুখে ছাাঁকা দেব।"

কপিলাস রেগে বলল, "তু নিকাল যা ইয়াসে, যা।"

বলামাত্রই মুখে ছাাঁকা। এতক্ষণে তাকে বলতে হল, "উসকো নিধন করনেকে লিয়ে চিত্রকোট লা গয়া।"

রত্না বলল, "মনে হয় ঠিকই বলেছে। কেননা, আমাকেও কিছুদিন রেখেছিল ওখানে। এক বিশাল জলপ্রপাতের নীচে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই চলো সেখানে।" রত্না হেসে বলল, "পাগল নাকি ? জগদলপুর থেকেই সেই জায়গাটা

ক্ষা হেলে বলল, সাগল নাকি ? জগদলপুর কম করেও বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দুর !"

"তবু যেতে আমাদের হবেই :" বলেই বলল, "এখানে আর কেউ নেই তো সেরকম ? ওই ঘরগুলোয় কী আছে ?"

"কোনওটা বারুদ্যর। কোনওটায় বন্দুক, রিভলভার, পাইপগান

.এইসব আছে। প্রচুর মাদক দ্রব্য লুকনো আছে কয়েকটা ঘরে।" বাবলু বলল, "ঠিক আছে।" বলে কয়েকজনকে নিয়ে কপিলাসটাকে চুকিয়ে দিল একটা ঘরের ভেতর। দিয়ে শিকল তুলে দিল।

ততক্ষণে অনেক দরে অনেক আলো

রত্না বলল, "মনে হয় ওদের আরও লোকজন এদিকে আসছে। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।"

াববলু বলল, "আসতে ওদের দিলে তো। ওরা এখনও সেই উচুতে আছে। সবাই গিয়ে মইটা আগে সরিয়ে নিই। না হলে ওরা এসে ১২৪ পড়লে আর হয়তো বেরোতেই পারব না আমরা।"

বাবলু বলামাত্রই হইহই করে ছুটল সকলে। তারপর ক্ষিপ্রণতিতে মইটা সরিয়ে নিতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "আরে এ কী করছ তোমরা! আমরা পুলিশের লোক, তোমাদের যে উদ্ধার করতে আসন্থি।"

বাবলু বলল, "মরে যাই রে ! আপনাদের কথা শুনে আর আমরা ফুলিস হৃছি না।"

"আরে ! আমরা ছন্মবেশী নই । আমি ইনম্পেক্টর দশরথ দেব ।"

বাবলু বলল, "আপনি যে দেবতাই হন দাদা, মন্দিরে যান। এই গুহামনিরে নয়। আরে যদি সত্যিকারের পূলিশ হন, তা হলে এখন থানায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। অথা এই রাতদুপুরে দুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কট্ট পাবেন না। গুড বাই ইনস্পেষ্টর দেব! টা টা।" বলে আর এক মৃহূর্তত না দাড়িয়ে হানতাগ করল ওরা।

য়েতে-যেতে বাবলু বলল, "রত্না, এদের বারুদঘরটা কোনখানে একবার দেখিয়ে দাও তো ?"

"কেন, কী করবে সেখানে ?"

"কিছুই না । একটা মশাল ধরিয়ে ঢুকিয়ে দেব শুধু । আপদের শান্তি হবে ।"

"সবাই হাততালি দিয়ে বলল, "ওঃ। কী মজাটাই না হবে তা হলে!" রত্না বারুদঘর দেখিয়ে দিলে প্রত্যেকে একটা করে মশাল হাতে এগিয়ে এল।

বাবলু বলল, "না, না। তোমরা নয়, আমি দেব। ডোমরা এগিয়ে যাও। আমি এটা ঢুকিয়ে দিয়েই দৌড়ব। রত্না আমাদের জঙ্গলের ডেতর দিয়ে নায়ে যাবে।"

বাবলুর কথামতো ওরা বেশ খানিকটা দূরত্বে গেলে বাবলু বারুদঘরে আগুন দিয়েই ছুটল। পরক্ষণেই বিক্লোরণ। ওঃ, সে কী ভীষণ শব্দ। ঘত-ঘত-ঘত-ঘড়। যেন একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে আকাশ থেকে।

বাবলু ওর সঙ্গীদের নিয়ে বনের পথ ধরল। এ যা কাণ্ড হল তাতে এই শব্দ শুনে কোনও জন্ধ-জানোয়ারও এখন এ-পথে আসবে না আর।

একসময় জঙ্গলের পথ ধরে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। রাতের অন্ধকারে পথঘাট তখন থমথম করছে।

বাবলুরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জগদলপুরে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারল না। যাও-বা দৃ-একটা ট্রাক এসে পড়ে, তাও আবার হাত দেখালে থামে না। অবশেষে রায়পুরগামী একটি ট্রাক এলে মুক্ত ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ল তাতেই। এদের দলে এমন একটি ছেলে ছিল, যার এক আন্দ্রীয় রায়পুরে থাকেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী লোক। তাই ড্রাইভারও ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে পথের ধারে ওদের দৃক্ষনকে বসে থাকতে দেখে এক সর্দারজি তাঁর সরকারি জিপে দয়া করে তুলে নিলেন ওদের। তারপর শহরে ঢোকার মুখেই মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলেন।

এখানে রাস্তা চেনার কোনও অসুবিধে নেই। তাই খানিক হেঁটেই বাড়ি পৌছল ওরা। পঞ্চ তখন সমানে নীচ-ওপর করছে। বাবলুকে দেখেই ছুটে এসে ওর পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল।

নীচের ভাড়াটেরা বললেন, "কী ব্যাপার ! তুমি একা १ ওরা কই १"

"ওরা তো যায়নি আমার সঙ্গে।"

"সে জানি। তুমি চলে যাওয়ার অনেক পরে তো ওরা গেল। তোমার দেরি দেখে সবাই গেল ওরা। কিন্তু ফিরে এল তোমাদের পঞ্ । সেই থেকে ঘর আর বার, এই করছে বেচারা।"

বাবলু মাথায় হাত দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই ওরা আমারই মতন গাড়ডায় পড়েছে। ওদের সবাইকেই কিডন্যাপ করেছে ওরা।"

রত্না বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে ?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, ওরা সেইখানেই যাবে। তুমি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো রত্না।"

"সে যে অনেক দূরের পথ । এত রাতে যাবে কী করে ?" "ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, জানো তো ?" বলেই ডাকল, "পঞ্ছু !" পঞ্চকে শুধু ডাকার অপেক্ষা। বাবলুর আগেই রাস্তায় নামল সে।

ওরা বাজারে গিয়ে অটো রিকশার স্টান্ডে সারি-সারি অটো রিকশা ১২৬

দেখতে পেল । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনওটারই চালক নেই । বাবল গিয়ে হর্ন বাজাতেই পাশের একটি দোকান থেকে ঘুমভাগুা অবস্থায় চোখ রগডাতে-রগড়াতে উঠে এল একজন। এসেই বলল, "শুধু-শুধু হর্ন বাজাচ্ছ কেন ? এত রাতে আমি কোখাও যাব না।"

বাবলু বলল, "লক্ষ্মীটি দাদা আমার। দয়া করো, ভীষণ বিপদ আমাদের । "

"বিপদ তো আমি কী করব ? এত রাতে যাবেটা কোথায় ?" "আমরা চিত্রকোট যাব।"

শুনেই লাফিয়ে উঠল চালক, "বাঘের পেটে যাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি ? না কি ডাকাতের খপ্পরে পড়তে চাও ?" বাবলু বলল, "কথা না বাড়িয়ে নিয়ে চলো ভাই । যত তাডাতাডি

পারো। যা চাও তাই দেব।"

"আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ ? তা হলে জেনে রাখো বংশীলালকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না । আমি যাবই না ।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চ!"

পঞ্চ ডাকল, "ভৌ।" ডেকে এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে এল। বংশীলাল লাফিয়ে উঠল, "ওরে বাবা ! এসব আবার কী ? এসবের দরকার নেই, ওঠো, ওঠো।" বলে গজগজ করতে লাগল, "সারাটা দিন গাড়ি চালিয়ে একটু আয়েশ করে ঘুমোচ্ছিলাম কোথায়, তা দিলে সব

ভণ্ডল করে।" বাবলরা উঠে বসলে অটো চিত্রকোট রোড ধরে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর বংশীলাল বলল, "হঠাৎ এই রাতদুপুরে চিত্রকোট যাওয়ার শখ চাপল যে ? সুইসাইড করতে যাচ্ছ না তো ? দেখো বাবা. আজকালকার ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস নেই।"

বাবলু বলল, "আমরা নিখোঁজের সন্ধানে যাচ্ছি। মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে যাচ্ছি কয়েকজনকে।"

"কথাটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাল। খুলে বলবে ব্যাপারটা

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বলব।" বলে মোটামুটি সংক্ষেপে বলল

এদের বিপদের কথা।

বংশীলাল বলল, "আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি ভাই, তবে তোমাদের মতো অভিযাত্তী এই প্রথম দেখলাম। তোমরা যে জায়গায় যাচছ, এইভাবে রাতভিত ওথানে কেউ যায় ন। খুব নির্জন জায়গা। ওইখানেই আটশো ফুট চওড়া ইন্ত্রাবতী নদীর ধারা ভীমগর্জনে ছিয়ানকরই ফুট নীটে পড়ছে। সেই দৃশ্য দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে তোমাদের। ওই জলপ্রপাত ভারতের নায়েগ্রা নামে পরিচিত।"

"বহু লোক দেখতে আসে নিশ্চয়ই ?"

"আসে। তবে সরকারি অবাবস্থার জন্য জায়গাটার অজস্তা, ইলোরা বা নর্মদা প্রপাতের মতো সূন্যম হল না। চিত্রকোটই বলো, তীরথগড় আর কুটুমসরই বলো, জিপ ছাড়া গতি নেই। জিপের ভাড়াও ধরো না কেন হাজার-বারোপো টাকা। তবে চিত্রকোটের জন্য অরপুর্ণা টিকজের কাছ থেকে রোজ সকাল দর্শটায় একটা প্রাইন্ডেট বাস ছাড়ে। সেই এসটি প্রায় মারডুং পর্যন্ত। এই বাসের ভাড়া নেয় দশ টাকা। সারাদিনে ওই একটিই বাস। চিত্রকোট শৌহয় বেলা সাড়ে এগারেটো নাগাদ। আবার বিকেল ভিনাটের সময় ফেরার পথে চিত্রকোট ছুঁয়ে যায়। অর্থাৎ পরিবহুপের আভাবে এই জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া মানেই সারাদিনের খেয়া। তার ওপর সেই নির্জনে কোথাও এমন কোনও নেকানপত্তরও নেই, যেখানে কিছু খাওয়া খায়। ইদানীং অবশ্য ছেটখাটো চায়ের দেকান গজিয়ে উঠেছে একটা, মেও এমন কিছু নয়।"

সুন্দর প্রশস্ত পথ ধরে অটো এগিয়ে চলেছে। অপূর্ব জ্যোৎমালোকে আদিম ভূমিপুত্র মারিয়াদের গ্রামগুলো একের-পর-এক পার হয়ে অটো যখন চিত্রকোটে এসে পৌছল, চারদিকে তখন জ্যোৎমার বান। একেবারে জলপ্রপাতের কাছেই অটো এসে থামল।

বাবলু, রত্না আর পঞ্চুকে নিয়ে অটো থেকে নেমে একশো টাকার একটা নোট বংশীলালকে দিতেই খুশি হয়ে অটো নিয়ে চলে গেল সে।

সে কী বিশাল ব্যাপার চলছে তখন সেখানে ! ভারতের নায়েগ্রার এই অবর্ণনীয় রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। ওর ধ্যানধারণা সমস্তই যেন পালটে গেল।

রত্না বলল, "এইখনে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে ? চলো, আরও এগিয়ে চলো। সামনে না গেলে বৃধাবে কী করে যে, কী ভয়ন্তর বাাপারটা চলছে এখানে!"

অটো যেখানে থেমেছিল সেইখানেই চিত্রকোট মহাদেবের একটি মন্দির আছে। তার পাশেই আছে একটি ডাকবাংলো। ওরা তার পাশ দিয়েই প্রপাতের একেবারে মুখোমুখি হল। জলোক্সাসের সেই ভীষণ রূপ দেবে মুন্ধাও ব্যামন, ভয়ও পেল ডেমনই; কী ভয়ন্তর সূন্দর অভযান। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ইন্দ্রাবতীর জলধারায় চারনিক ধৌয়ায় ধৌয়াছন্ত্র করে এমনভাবে নীচে পড়ছে যে, দেখলেই বৃক শুকিয়ে যায়। সেই জল নীচে পড়ে আবার নদী হরে বয়ে যাছে;

ওরা ধীরে-ধীরে থাতে কেউ ওদের দেখতে না পায় এমনভাবে সেই প্রণাতের খুব কাছে চলে এল। এখানে চারদিরে পাথরের আড়াল। খুব ছোট-ছোট কয়েকটি গুহা আর অফুরন্ত চাঁদের আলো। এখানে না এলে রোঝাই যেত না ওরা কতটা উচুতে রয়েছে। কিন্তু এইখানে, গ্রানমগ্ন প্রকৃতির এই সুন্দর নির্জনে কোথায় ওরা! কেউ কোথাও তো নেই।

পঞ্চু মাটি ভ্রুকে-শুকে চারদিক ঘুরছে।

বাবলু ও র**ত্না স্থি**র।

বাবলু একটি গুহা দেখিয়ে বলল, "এই গুহা ?"

রত্ন বিলল, "না। এই পাথরের গা বেয়ে নদীগর্জে নেমে নদী পার হতে হবে। অথবা ওপরে-ওপরে গিয়ে নদী যে-পথে বয়ে আসছে সেই পথে বড়-বড় পাথর ধরে নদী পার হতে হবে। অবদা তাতে বিপদ বেশি। কেননা জায়গাঁটা প্রশস্ত বলে শক্রপক্ষের লোকেদের দেখে ফেলবার ভয়। যাই হোক, নদীর ওপারে না গোলে সেই গুহাদর্শন হবে না। আমার বিশ্বাস, ওরা সেই গুহাতেই আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গর্জে নেমেই বা নদী পার হব কী করে ? জলে নামলেই তো স্রোতের টানে ভেসে যাব।"

রত্না বলল, "একেবারে ভেসে না গেলেও যেতে পারবে। কেননা, পারাপারের জন্য নদীর এপারে-ওপারে কয়েকটা জেলে ডিঙি বাঁধা থাকে

সবসময়। কিন্তু মুশকিল হল বাঁধা থাকলেও আমরা তো ডিঙি বাইতে পারব না। তাই এ-পথে যাওয়া অসম্ভব!"

"তা হলে কি ওখানে আমরা পৌঁছতেই পারব না ?"

"সেটা বলি কী করে ? তবে পথ কিন্তু সুগম নয়।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখন হঠাৎ একটা খসখস শব্দ কানে এল ওদের।

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্স।"

রত্না সভয়ে চেপে ধরল বাবলুকে। পঞ্চুও ঘন-ঘন লেজ নাড়তে লাগল। বিপদের আশস্কায় সতর্ক হয়ে উঠল ও।

একটা ভারী পায়ের শব্দ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। কেউ যেন আসছে। কে সে ?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পেছনেই ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা পাশাপাশি তিনটি গুহা।

রত্না বাবলুর হাতে টান দিয়ে বলল, "শিগ্রির ঢুকে পড়ো এর ভেতর। অন্ধকারে মিশে থাকো। না হলে কিন্তু বিপদ। এখন এইখানে এই নিশুতি রাতে শয়তানের চর ছাড়া কেউ আসবে না।"

ঠিকই তো। বাবলু রন্ধার কথামতো সেই গুহারই একটায় ঢুকে পড়ল। এখানে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ওরা সবকিছুই দেখতে পাবে, কিন্তু এর ভেতরে আলো না ফেললে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। পঞ্চও ওদের সঙ্গে এসে নেওয়াল থেঁবে লকিয়ে বইল।

রত্না ফিসফিস করে বলল, "এই গুহাটা দেড়ফুটিয়াবাবার। হাত-পা নেই। বামন অবতার। দিনে এখানে ভিক্ষে করেন, রাত্রে আশ্রমে যান।"

া বাবল চাপা গলায় বলল, "চ-উ-প । ওসব কথা পরে হবে ।"

পারের শব্দটা ক্রমশ এগিরে আসেছ। ওরা স্থিরভাবে গুহার জঠরে বসে দেখতে পেল খাদ বেয়ে প্রথমে একটা মাথা এবং পরে বিশাল শরীর নিয়ে দানব একটা উঠে এল।

রত্না চাপা গলায় বলল,"জো**জো**।" বিশ্মিত বাবলু বলল,"লেপার্ড !" লেপার্ডের হাতে একটা টর্চ ছিল। সেই টর্চটা নিয়ে সে একবার দূরের দিকে দেখাল। একবার দেখাল বাংলোর দিকে। তারপর অন্ধকারেই ফস করে একটা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আবার— আবার আলো দেখাল দুরের দিকে।

কেমন যেন রহস্যময় মনে হল সব। এইভাবে আলো দেখানোর মানে কী ? ও কিসের সঙ্কেত ? তবে কি... !

বাবলু আর রত্থা দম বন্ধ করে দেখতে লাগল বিপজ্জনক লেপার্ডকে। বাবলুর হাতে উদ্যত পিস্তল। এতটুকু বিপদের আশব্ধা দেখলেই দেবে ডিসাম করে।

অনেক পরে ইন্দ্রাবতীর ওপার থেকেও আলোর সঞ্চেত এল একটা। বাবলুরা দেখল দু'ল্বন বন্দিকে কারা যেন টেনে-ইচড়ে ইন্দ্রাবতীর গর্জ বেয়ে উচ্চস্থানে ওঠাচ্ছে। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ কিনা ওপর থেকে প্রপাতের নীচে ফেলে দেবে ওদের। শান্তিও দেওয়া হবে, আবার আর্তনাদও কানে যাবে না কারও।

রত্না বলল, "উঃ, কী নিষ্ঠুর ওরা !" বাবল বলল, "ওরা কি মানষ !"

বাংল্ বন্দা, ওয়া কি মানুব।
লেপার্ড গুহার দিকে পেছন হয়ে সমানে টর্চের সিগন্যাল দিতে
লাগল। আর ওপারের ওরাও টেনে-হিচ্ছে ওপরে ওঠাতে লাগল
ওদের। এই দৃশ্য দেখার পর আর দ্বির থাকা যার্য্য না। বাবলু পঞ্চুর
গায়ে ঠেলা দিয়ে ওকে একটু এগিয়ে দিতেই পঞ্চু অন্ধকার থেকে
আত্মপ্রকাশ করে এমনভাবে ঝাঁলিয়ে পড়ল লেপার্ডের ওপর য়ে, পঞ্চু
রইল কিন্তু লেপার্ড টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়ল খাদের ভেতর।
চাপা একটা আর্তনাদও বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। তারপরই সব
পোষ। ছিয়ানবর্ষই ফুট উঁচু থেকে দুগ্ধধবল ইন্দ্রাবতী প্রপাতে পড়েই
তলিয়ে গেল সে। সেই ভয়ন্ধর জলগর্জনে ওর সেই কণ্ঠম্বর হারিয়ে
গেল কোথায়।

তবুও একজনের কানকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে কান হল সন্ত্রাসের। লেপার্ডের সঙ্কেত পেয়ে কখন যে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গুহার ঠিক মাথার ওপরই এসে দাঁড়িয়েছিল তা কে জানে! তার গঞ্জীর স্বর গমগমিয়ে উঠল এবার, "কালু ! ভীম সিং ! দেখো তো লেপার্ডকা ক্যা হয়া ।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই হকুম তামিল করতে ছুটে এল মূর্তিমান দুটি আতম্ভ। এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "লেপার্ড তো হিয়া নেহি হাায় বস।"

"ও তো মুঝে ভি মালুম। কোঈ উনকো গিরা দিয়া।"

কালুর হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো এবার এদের ওপর এসে পড়ল। যেই না পড়া অমনই চেঁচিয়ে উঠল সে, "বস। ইধার ছুপা হ্যা হামারা দুশমন।"

সেই মহাপ্রাপ্তরে যেন একটা সিংহনাদ ঘোষিত হল, "আভি মার ডালো। ফিক দো পানি মে।"

বাবলুও ক্রদ্ধস্বরে পঞ্চকে নির্দেশ দিল, "আটাক।"

পঞ্ছ তৈরিই ছিল। বাবলুর শুধু বলার অপেক্ষা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে পঞ্চু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ভীম সিং তো ছুটে পালাতে নিয়ে উচু থেকে এমন পড়ল যে, আর উঠল না। হাড়গোড় গুড়িয়ে গেল একেবারে। বাক্শক্তি হারাল। বাকি রইল কান্ত্র। তারও হাল এমনই খারাপ করল পঞ্চু যে, কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে যেন বাঁচে সে। তাকে আঁচড়ে-কামড়ে চারদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল পঞ্চ।

বাবলু তখন রত্তাকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে সন্ধীর্ণ গিরিপথ ধরে গর্জের বিপজ্জনক গা বেয়ে বুনো গাছের ডালপালা ধরে খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠে এল । একদিকে তখন বনজোহিমায় ছায়াঘন গাছ আর করম্রোতা নদীতীরে ভীষণ গিরিখাতের আশেপাশে কুকুরে-মানুযে লড়াই, অপরিবিকে মৃত্যুরূলী মহাকালের মতো বাবলুর এগিয়ে যাওয়া, সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য !

বাবলু ধীরে-ধীরে সেই ভয়ঞ্চরের পেছনে এসে দাঁড়াল। বস্তারের আতম্ব। সমাজের সন্ত্রাস। অথচ দূর্ভাগ্য এই যে, তিনি টেরও পেলেন না তার নিয়তি কীভাবে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কালুর দিকে চেয়ে তাই সমানে টেচাচ্ছেন, "ফায়ার। ফায়ার।" ১৬১ কিন্তু কে করবে গুলি ? গুলি করবার উপায় থাকলে তো ! কাল্লু তখন নিরস্ত্র

অবশেষে নিজেই তিনি পিস্তল তাগ করলেন পঞ্চর দিকে। কিন্তু পঞ্ কি ছির যে, তাগ করলেই লক্ষ্যবেধ হবে ? তাই ট্রিগার টেপার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল 'ডিসূম'। ধ্যানমৌলী সেই গিরিপ্রান্তর ধারাপাতে মুখর হলেও এই শব্দের চমকে যেন চমকে উঠল। চমকে উঠল দিক হতে দিগগুও।

আতাঙ্কের হাতের কর্বজিতে লেগেছে গুলি। তাই হাতের পিস্তল খসে পড়ল হাত থেকে। দারুল ভয়ে কাঁপতে লাগলেন বস্তারের আতঙ্ক। তবুও তাঁর মুখ দেখে মনে হল যেন একটা সাপ ফলা তুলে দুলছে। এক হাতে রক্তাক্ত হাতটাকে চেপে ধরে কেমন যেন যন্ত্রপাকাতর কণ্ঠে বললেন, "হু আর ইউ হ"

বাবলু হেসে ওর পিস্তলটা দোলাতে-দোলাতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলেন না কোবরা সাহেব ? আপনার নিয়তি।"

নাগরাজের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বাবলু এবার ওর পিস্তলটা নাগরাজের বুকের দিকে তাগ করে বলল, "এইবার দেখুন, আপনার বিষদীত আমরা কী করে ওপড়াই। তবে সাবধান। নভবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। আমার হাত থেকে আজ আর আপনার নিস্তার নেই। আমার হাত থেকে মুক্তি পোতে হলে হয় আপনাকে এই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে, নয়তো...। যাকগে, এখন ভালায়-লল্য বলুন দেখি আমার বন্ধুদের আপনি কোথায় রেখেছেন ?"

় স্তব্ধ নাগরাজ বললেন, "তার আগে বলো, তুমি এখানে কী করে এলে ?"

"কেন ? কুটুমসরের গুহায় আপনার বারুদঘরে আগুন লাগিয়ে ট্রাক আর অটোয় চেপে এখানে এসেছি।"

নাগরাজ এবার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজও বলছি, আমি তোমাদের সঙ্গে দোস্তি চাই বাবলু। আমার অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি হাসপাতাল করে দেব, অভিথিশালা করে দেব, শুধু তাই নয়, তোমরা যা চাও আমি তাই দেব। শুধু আমাকে বাঁচতে দাও।"

"আমরা কিছু চাই না। শুধু ভানুনাস আর সেই দরিদ্র কিশোরের জীবন ফিরে পোতে চাই। যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তবেই আপনার সঙ্গে দোস্তি সম্ভব। না হলে...।"

"এটা কি একটা কথা হল ?"

"এই আমাদের শেষ কথা।"

এমন সময় বাংলোর দিক থেকে বিচ্ছুর গলা শোনা গেল, "বাবলুদা ! বাবলুদা, আমরা এখানে। আমাদের বাঁচাও।"

মুহুর্তের অন্যমনস্কতায় বাবলু যেই না সেই ডাক গুনে পিছু ফিরে
তাকাল, অমনই নাগরাজ এসে ঝাঁশিয়ে পড়লেন বাবলুর ওপর । ডান
হাত জবম হলেও বাঁ হাতে ওর গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে,
ক্ষোলের মুখে কইমাছের মতন ছটফেট করতে লাগল বাবলু । দযরঞ্জ
হয়ে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল ওর । কী অমানুষ্কি
শক্তি ! সেই শক্তির কাছে বাবলু হার মানল । সে না পারল চিচিয়ে
পঞ্চুকে ডাকতে, না পারল নিজেকে মুক্ত করতে । হাতের পিন্তল হাতেই
রইল । কাজে লাগাতে পারল না সেটা । নাগরাজ ওর পিন্তলটাই কেড়ে
নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগালেন । কিন্তু জখমি হাতে তা আর সম্ভব হল
না ।

আর সেই মুহুর্তেই নাগিনীর মতো ফুঁনে উঠল যে, সে হল রক্স। এতক্ষণ যে বী করবে তা সে ভেবে পাছিল না। এবার করল কী, বাবলুকে বাঁচাবার জন্য কোনওরকম উপায়ান্তর না দেখে হঠাং বৃদ্ধি করে এক আঁজলা নৃত্তি-কাঁকর-সেশানো বালি সজোরে ছুড়ে মারল নাগরাজের চোখে। যেই না মারা, অমনই বাবলুকে ছেড়ে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে বনে পড়লেন নাগরাজ। তারপর সে কী তীয়ণ চিংকার! দুটো চোখই তাঁর বালি-কাঁকরে এমনভাবে ভরে গেছে যে, যত্নগার চোটে ছটফট করতে লাগলেন। চোখ দুটো তার্ম হুয়ে গেল বৃধ্ধি!

ততক্ষণে মুক্ত বাবলু নিজের ঘাড়ে-গলায় হাত বুলোতে বুলোতে নাগরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই আপনার উপযুক্ত শান্তি কোবরা ১০৪ সাহেব। আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, এবার অন্ধ চোখ আর অকেজো হাত নিয়ে বেঁচে থাকুন। আর নতুন করে কোনও শান্তিই আপনাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

নাগরাজের কানে সে-কথা পৌঁছল কিনা কে জানে ? তিনি তখন চোখ নিয়েই বাস্ত ।

বাবলু ওর পিঙলটা যথাস্থানে রেখে এবার বাংলোর দিকে দৌড়ল । পঞ্চুও তখন চলনশক্তিহীন কাল্লুকে ছেড়ে ছুটে এসেছে বিচ্ছুর ডাকে । বড়াও এল ওদের সঙ্গে ।

ন্তরা বাংলোয় পৌঁছেই দেখতে পেল সিঁড়ির নীচে কে যেন একজন হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে-পড়ে গোঙাচ্ছে। বাবলু ছুটে গিয়ে সবাগ্রে ওর বাঁধন খলে দিল।

বাঁধনমুক্ত হতেই লোকটি ঝেছে উঠে বসল। বলল, "তুমি সব কৌন আছু ভাই ? এই কষ্টের হাত থেকে আমার জান বাঁচালে ?"

বাবলু বলল, "আমাদের তুমি চিনবে না । কিন্তু তুমি কে ?"

"আমি এইখানকার কেয়ারটেকার আছি।" "তোমার এইরকম হাল কী করে হল ?"

তোমার এইরখন হল পা করে হল।

"মায়ারাজা। মিঃ নাগরাজ কোবরা আমার এই হাল করেছে। ও
হামকো মার ডালেগা।"

বাবলু হেসে বলল, "ওর আর কোনও কিছুই করবার ক্ষমতা নেই ভাই। ওর খেল আমরা খতম করে দিয়েছি। ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দাাখো ওর চোখ নিয়ে কেমন ছটফট করছে ও।"

কেয়ারটেকার সেইদিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, "শয়তান কা বাচ্চা।"

রত্না হেসে বলল, "বাচ্চা কী গো १ শয়তানের নেতা বলো।"

"হাঁ, হাঁ নেতা। ওই শয়তানের নেতাটা আন্ধ কয়েকজন লেড়কিকে আমার বাংলোয় জোর করে চুকিয়ে দিয়েছে। আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে ওর লোকেরা এই হাল করেছে আমার।"

বাবলু বলল, "ওরা যাদের এনে এখানে রেখেছে তারা আমাদেরই। এখন চলো, আগে তাদের উদ্ধার করি।" "আমার কাছে দুসরা চাবি আছে খোকাবাবু। ঘাবড়াও মাত। এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা যাওয়ার আগেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধ দরজায় আঁচড়াতে শুরু করেছে।

কেয়ারটেকার গিয়ে তালা খুলে দিতেই মুক্ত হল সকলে। বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস, বকুলদি, সবাই বেরিয়ে এল। এল না শুধু বিলু।

বাবলু বলল, "বিলু ? বিলু কোথায় ? সে নেই কেন ?"

কেয়ারটেকার ওদের নদীর ওপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল, "ওই, ওই দ্যাখো, তোমাদের বন্ধুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে।"

দেখেই শিউরে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ। ওরা তা হলে বিলু আর ডোম্বল।" বকুলদি বললেন, "ওরা ওদের ওখানে নিয়ে গেছে কেন। তার মানে ওদের মতলব ভাল নয়। ওপর থেকে নীচে ফেলে ওদেরকে মেরে ফেলবার মতলব করেছে ওরা।"

বাবলু এখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "বিলু! ভোম্বল! ভয় নেই। তোরা একটু বাধা দে ওদের। আমরা সবাই এসে গেছি।" বাবলুর কণ্ঠম্বরে শক্রুপক্ষের লোকেরা একবার থমকে দাঁড়ালেও বিলু, ভোম্বলের মুখ থেকে কোনও উত্তরই ভেসে এল না। আসবেই বা কী করে? ওদের হাত-মুখ এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, না পারছিল বাধা দিতে," না পারছিল চোঁচাতে।

বাবলু কেয়ারটেকারকে বলল, "তুমি ভাই এই নাগরাজকে একটু নজরে রেখো। যেন কোনওরকমে পালাতে না পারে।"

"ওর জন্য কুছু ভেবো না তোমরা। আমি ওকে মেরে ফেলে দিব খাদের মধ্যে।"

বাবলু বলল, "কখনও না। তা হলে তো এ-কাঞ্চটা অনেক আগে আমরাই করতে পারতাম। এখন আগে আমরা আমাদের বন্ধুদের উদ্ধার করে আনি, তারপর ওর ব্যবস্থা হবে।" বলেই স্বাইকে নিয়ে প্রুত চলল সেইদিকে। ছুটে তো যাওয়া যায় না এই অসমতল প্রান্তরে, তাই যতটা সম্ভব সাবধান হয়েই চলতে লাগল। সকলের আগে ছুটল পঞ্চল। 'প'-এ পঞ্চ্ছ। 'প'-এ পক্ষীরাজ । ঠক যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো হাওয়ার উড়ে বিয়ে সেইখানে পৌছল সে। তারপার 'ডৌ। ভো-উ-উ-উ করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে রাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ঘাড়ে। ও তখন শান্তশিষ্ট নয়। সতিকারের একটা খাপা কুকুর। রাগলে একেই ওর জ্ঞান থাকে না, তার ওপর রাগ এখন চরমে। তাই আঁচড়ে-কামড়ে ছিড়ে দিতে লাগল এক-একজনকে। দুফ্তীরা চারজন ছিল। পালাতে গিয়ে দুন্দিন তো শাঙিলায় পা হড়কে দাকল আছাড়। ওদের মুখ থেকে শুর্বই আর্তনাদ, "ওরে বাবা রে! মরে গেলুম রে! বাঁচাও রে। ওরে কী শয়তান কুকুর রে!আমানের কটা থেলা রে।"

বারলুরাও তথন 'মার মার' রবে পৌছেছে সেখানে। ওরা সবাঞ্চি বিলু, ডোম্বলের বাঁধন খুলল। তারপর সেই বেগবঁতী নদীর জলে পাথারে সে কী দারুণ মারামারি! বিচ্ছু আর বিয়াস দুজনে দুটো গাছের ডাল ভেঙে বেদম পেটাতে লাগল ওদের। ওরা সবাই মিলে সেই চারজনকে এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে, ওদের আর পালাবার পথ নেই।

বিলু আর ভোষল সেই অবস্থাতেও ওদেরই বন্ধন-দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল চারজনকে।

আর পঞ্ছ ! সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওদের দিকে এক-পা এক-পা করে নেকড়ের দৃষ্টিতে এগোতে লাগল।

ভয়ার্ড লোকগুলোও পঞ্চর আক্রমণের ভয়ে পিছু ইটতে ইটতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল যে, ভারতের নায়েগ্রা তার প্রবল স্রোতে টেনে নিতে বাধ্য হল তাদের।

আপদের শাস্তি হল।

শক্রমুক্ত হয়ে ওরা সবাই তখন স্রোতধারার মাঝখানে, বিশ্তীর্ণ উপলখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। ওদের সকলেরই পোশাক-আশাক ভিজে একেবারে শপশপ করছে। কিন্তু মুশকিলটা এই, এখানে পোশাক পরিবর্তনের কোনও উপায়ই ওদের নেই। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও ভিজেটাই পরে থাকতে হবে ওদের। যাই হোক, রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, তথনই ওরা দেখতে পেল ওদের সামনে কয়েক গাড়ি পলিশ।

একজন অফিসার এসে নাগরাজের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। ভারপর বললেন, "ভা হলে কোবরা সাহেব! এতদিনে বিষ আপনার নামল। এতদিন আপনি আমাদের ধরাহোঁয়ার বাইরে ছিলেন। এইবার নিডারই হাতেনাতে ধরা পড়ে আপনার অপরাধগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না আর।"

বাবলুরা তখন ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যে-পুলিশ অফিসার নাগরান্তের হাতে হাতকড়া পরালেন, তিনি বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ বাবলুবাবু १ ওঃ, কাল কী বিপদেই না ফেললে। অতা করে কুটুমসরে বললাম, আমরা পুলিশের লোক, তবুও তোমরা মইটাকে সরিয়ে নিলে।"

বাবলু হেসে বলল, "ঘরপোড়া গোরু তো আমরা। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। তবে কাঁকের পাহাড়ে সেই সাধুবাবার ছন্মবেশটা কিন্তু ভালই হয়েছিল আপনার।"

"আসলে তোমাদের ওখানকার থানা থেকে মিঃ বর্মণ আমাদের সব কিছুই জানিরেছিলেন। তাই তোমাদের ওপর ভীষণ নজর রেখেছিলাম আমরা। তোমাকে বথন ওরা ধরে নিয়ে গেল তখনও দূর থেকে নজর রেখে আমাদের লাকেরা পিছু নিয়েছিল তোমার। তারপর যখন তুমি ওই লোকগুলাকে ঘায়েল করে গুহার দিকে দৌড়লে তখনই ওরা আরেন্স করে ওবের।"

বাবলু বলল, "আই অ্যাম সরি। আমি তখন ওদেরই ডাকাত ভেবেছিলাম।"

"অবশ্য এই গোপন ব্যাপারস্যাপারগুলো তোমাদের আমরা জানাইনি। তা এখন তোমরা কী করবে ? সকলে বাড়ি যাবে নিশ্চয়ই ?"

বাংলোর কেয়ারটেকার তখন গা দূলিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নেহি বাবুজি। আজ হাম কিসিকো ছোড়েঙ্গে নেহি। ইয়ে সব হামারা মেহমান। আমার এইখানে আজ এরা রেস্ট লিবেন। নায়াঞ্জা দেখনে। আমার কয়েকটা মোরগা আছে, আমি রানা করে খাওয়াব। ১৩৮ আমার কাপড়া আছে,পরতে দিব। আজ এঁরা কোত্থাও যাবেন না।"

অফিসার বললেন, "তা হলে কী করবে বলো ? এডদূরে যখন এসেছ তখন একটা দিন অন্তত থেকেই যাও। কাল সকালে তোমাদের জন্য বরং একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব । শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই এই কুখ্যাত দলটাকে ধরতে পাবলাম আছে।"

বাবলু বলল, "যাচা অন্ন, পাওয়া কাপড়। এ কেউ ছাড়ে ? অতএব আমরা এখানেই আন্ধ থাকছি।"

ততক্ষণে আকাশ ফরসা হয়ে নতুন সূর্য উঠছে। পাখিদের কলরবে মুখর হয়েছে চারদিক।

বাবলু নাগরাজের কাছে গিয়ে বললু, "তা হলে কোবরা সাহেব। এই নতুন দিনের মতো এবার থেকে জেলের বন্ধ ঘরে নতুন জীবন শুরু ককন আপনি।"

নাগরাজ ভীষণ রেগে 'থুঃ' করে খানিকটা ধুতু ফেলে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন।

বাবলুরা বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল।

সন্ধানী পুলিশরা শুরু করলেন তাঁদের তদন্তের কাজ।

মুক্ত বিহঙ্গী রত্না আনদের উল্লাসে ইঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "গ্রি চিয়ার্ম ফর পাণ্ডব গোয়েন্দার্ভ্জন।"

অনেক কণ্ঠস্বর তখন একসিঙ্গে বলে উঠল, "ফির্ল্ হিপ্" ছর্ব্বরে ।" পঞ্চু তো অত কিছু বলতে পারে না, ফ্রাই'ক্লে. প্রপাতের দিকে মুখ করে ওর ভাষায় টেচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ক্লিয়া"